6ô msL¨v \ gvP 2016ÑRjvB 2016

জুম্ম বার্তা

cveZ¨ PÆMvg RbmsnwZ mwgwZi AwbqwgZ gLcÎ

সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি প্রদানে সরব থাকলেও প্রকৃত বাস্তবায়নে নেই

পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে – সন্তু লারমার অভিমত

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন :

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন : সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি প্রদানে সরব থাকলেও প্রকৃত বাস্তবায়নে নেই...০৩ পৃষ্ঠা

বিশেষ প্রতিবেদন:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে – সন্তু লারমার অভিমত... ০৫ পৃষ্ঠা
- আওয়ামীলীগ কর্তৃক নকল ব্যালট পেপার ও ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে আওয়ামীলীগ প্রার্থীদের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে বান্দরবানে ইউপি নির্বাচন সম্পন্ন... ০৬ পৃষ্ঠা
- ভূষণছড়া ইউপি নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে স্থানীয় বিজিবির সহায়তায় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে নজীরবিহীন ভোট ডাকাতি... ০৮ পৃষ্ঠা
- ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়ন ও হয়রানি... ১১ পৃষ্ঠা
- রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক : দ্বিতীয় কাপ্তাই বাঁধ?.. ১৫ পৃষ্ঠা

সংবাদ প্রবাহ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা... ১৭ পৃষ্ঠা
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল... ১৯ পৃষ্ঠা
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন... ২১ পৃষ্ঠা
- সংগঠন সংবাদ... ৩১ পৃষ্ঠা
- আন্তর্জাতিক সংবাদ.. ৪৮ পৃষ্ঠা
- বই পর্যালোচনা... ৫২ পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়....

বর্তমানে সারাদেশে এক সংকটময়, অস্থিতিশীল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একদিকে একের পর এক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নির্যাতন, ভিন্ন ধর্মীয় গুরু ও বিদেশী নাগরিকদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং সাম্প্রতিককালে ঢাকার গুলশানে বিদেশীদের উপর, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় নজিরবিহীন জঙ্গী হামলাসহ সারাদেশে জঙ্গীবাদী ও ইসলামী সন্ত্রাস আশংকাজনকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে দেশে এক উদ্বেগজনক অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের এই সংকটের প্রভাব আরও গভীর ও ব্যাপক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনও পর্যন্ত চুক্তিটি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সাড়ে আটার বছর পেরিয়ে গেছে। বস্তুত চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রথম দিকে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেয়া হলেও পরবর্তী সরকারসমূহ চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেনি। বিশেষ করে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দল আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সরকার ও সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও পার্বত্যাঞ্চলে উন্নয়নের সাফাই গেয়ে চললেও বাস্তব সত্য এই যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া একপ্রকার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। অপরদিকে এই অবস্থায় চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী নানা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। আগের তুলনায় জুম্ম ও চুক্তি বিরোধী সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অপপ্রচার আরও জোরদার করা হয়েছে। সরকার এসব দেখেও না দেখার ভান করছে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসনই এসব কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বলে প্রতীয়মান হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সরকারী দল আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব তাদের সংকীর্ণ, সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থে নিজেরাই চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখন নানা অজুহাতে, কখনো পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, কখনো বনায়ন, কখনো অধিগ্রহণের নামে কিংবা কখনো সেনাবাহিনী ও বিজিবির ক্যাম্প সম্প্রসারণ বা নতুন ক্যাম্প স্থাপনের নামে প্রতিনিয়ত আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখল করার পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে।

বলাবাহুল্য, বর্তমান বাস্তবতায় এখন আবার রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক নির্মাণের এমন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যার ফলে জুম্মদের জীবনে তা আবার কাপ্তাই বাঁধের ন্যায় ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনার সামিল হবে। ইতিমধ্যে এক সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, এই সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, ৫৬৪ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বলাবাহুল্য, বাস্তবে এই ক্ষতির পরিমাণ জুম্মদের জীবনে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বস্তুত সরকার চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে গুরুত্ব না দিয়ে অথবা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ একপাশে সরিয়ে রেখে জুম্ম জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে উন্নয়নের নামে এই সড়ক নির্মাণের উদ্যোগসহ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ঠেগা স্থল বন্দর ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে দিন দিন সমস্যাটি আরও জটিলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এছাড়া এবারে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারী দল আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসন যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা এক কথায় ন্যাক্কারজনক। তারা একদিকে যেমনি জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার, অভিযান, হামলা, মামলা, গ্রেপ্তার চালিয়েছে, এখনও চালাচ্ছে, তেমনি অপরদিকে নির্বাচনে তথাকথিত বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য চালিয়েছে ব্যাপক কারচুপি, নজিরবিহীন অনিয়ম, ভোট ডাকাতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। যা ক্ষমতাসীন দল তথা সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন বলে নি:সন্দেহে বলা যায়।

বলাবাহুল্য, জনগণের ক্ষমতায়ন ছাড়া, দেশের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষের ক্ষমতায়ন ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণেই দেশে আজ জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং দেশের আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। একই কারণে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসছে না। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান ও শান্তি সুদূর পরাহত হবে এবং এজন্য সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীকে একদিন চড়া মূল্য দিতে হবে।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন:

সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি প্রদানে সরব থাকলেও প্রকৃত বাস্তবায়নে নেই

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া প্রায় অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে বলে বলা যেতে পারে। চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে কোন কার্যকর উদ্যোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যাবলী হস্তান্তর এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও বিশেষ আইনসমূহ সংশোধন, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের মধ্যে কোন ধরনের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না।

বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে একের পর এক প্রতিশ্রুতি প্রদানে সরব থাকতে দেখা যায়। বস্তুত সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারকে কার্যকর ভূমিকায় থাকতে দেখা যায় না। সম্প্রতি ৮ মে ২০১৬ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তিফলক উন্মোচন করা হয়েছে। এটা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। কিন্তু তার সাথে সাথে যদি যাদের জন্য সেই কমপ্লেক্স ভবন সেই আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতায়ন যদি না হয়, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ যদি গঠিত না হয়, তাহলে সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মতো মহান উদ্যোগ নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়ায় বলে নি:সন্দেহে বলা যায়।

৮ মে উক্ত ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর চারটি ব্রিগেড রেখে সব ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে সরিয়ে আনা হচ্ছে' বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে এখনও যেসব কাজ বাকি রয়েছে, সেগুলো শেষ করার আশ্বাস দিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতিকে আলোচনায় বসার তাগিদ দিয়েছেন' তিনি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও দেশের নাগরিক সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের সাথে অব্যাহতভাবে সংলাপ ও তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের সাথে বর্তমান সরকারের ৮ বছরসহ বিগত ১৯ বছর ধরে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোচনা ও সংলাপ চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ গত ৯ জুলাই ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সাথে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সংলাপে উপনীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগের অভাবের কারণে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বা অর্জন সাধিত হতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার তথা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে, খাগড়াছড়ি জেলায় গুইমারা উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলায় সাজেক থানা ও বড়থলি ইউনিয়ন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে অগোচরে গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, ঠেগামুখে স্থল বন্দর স্থাপন, সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, বিজিবির বিওপি স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অনেক উন্নয়ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যেগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় পার্বত্য পরিষদগুলোকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। অপরদিকে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ উন্নয়ন কার্যক্রম জুম্ম জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করে চলেছে। গত ৮ জুলাই বান্দরবান শহরের মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেছেন, 'খাগড়াছড়ির রামগড় থেকে বান্দরবানের ঘুনধুম সীমান্ত পর্যন্ত ৮৩২ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে'। কিন্তু এ বিষয়ে

আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে সরকারের তরফ থেকে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

অতি সম্প্রতি (জুন মাসে) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যপ্রণালী বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক পরিষদের এই উদ্যোগের প্রতি চরম বিরোধিতা করা হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের বিধান থাকলেও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সেধরনের কোন বিধান নেই এবং তাই আঞ্চলিক পরিষদের এই উদ্যোগের প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ মানতে বাধ্য নয় বলে কোন কোন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পার্বত্য চুক্তি ও আইন পরিপন্থী অজুহাত তুলে ধরছে। বলাবাহুল্য, বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদেরও সদস্য। অধিকন্তু ১৯৯৮ সালের আঞ্চলিক পরিষদ আইনের প্রস্তাবনায় "তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত একটি আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়" বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৮৯ ব্যতীত বান্দরবান জেলায় কোন জাতীয় আইন বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রযোজ্য কিনা এমন অজ্ঞতা নি:সন্দেহে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদের থাকার কথা নয়। মুখ্যত ক্ষমতাসীন দলের দাপট ও দাম্ভিকতার জোরে এবং দলীয় সংকীর্ণতার কারণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে আঞ্চলিক পরিষদের এই এখতিয়ারকে অস্বীকৃতি পার্বত্য চুক্তি ও আইন বিরোধী বহি:প্রকাশ বলে বিবেচনা করা যায়।

নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক এখনো আত্ম-নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে উঠেনি। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হতে বসেছে, যে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃতি ও গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরাই নির্বাচিত করার সংবিধানে স্বীকৃত যে রাজনৈতিক ও মৌলিক অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার সামিল। উপরন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, অন্যান্যের মধ্যে যেমন- সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো পার্বত্য পরিষদগুলোতে হস্তান্তর করা হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা অনেকটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি সেখানে যাদের জন্য এই উন্নয়ন কার্যক্রম সেই পার্বত্যবাসীর স্বশাসন ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী অধিকার না থাকে এবং সেই উন্নয়ন কার্যক্রম যদি জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বলাবাহুল্য অধিকাংশ উন্নয়ন কার্যক্রম জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি ও পরিচিতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বিগত ১৯ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে অকার্যকর করে রাখার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত ভূমি সম্পর্কিত সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বাংলাদেশের উপর ২০০৯ ও ২০১৩ সালের ইউপিআর অধিবেশনে এবং আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের বিভিন্ন অধিবেশনে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন করা হয়নি। ৮ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সরকার ভূমি সংস্কারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন একাধিকবার গঠন করলেও কমিশনের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোয়নি। কারণ সেখানে কিছুটা অবিশ্বাস এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছিল।' আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সাল থেকে একের পর এক সরকারের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ এই আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য এ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত অনেক সমঝোতা বৈঠকের ফলে ২০১১ এবং ২০১৫ সালে দুইবার বর্তমান সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তদনুসারে উক্ত ভূমি কমিশন আইন সংশোধনী বিল এখনো জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়নি বা পাশ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘটনাবলী ঘটছে সেগুলো অধিকাংশই হচ্ছে প্রথাগতভাবে পরিচালিত ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমিস্বত্ব, ভোগদখল ও প্রবেশাধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভূমিদুস্যদের ভূমি বেদখল ও হয়রানির ফলে কেবলমাত্র বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আদিবাসীরা তাদের ৩০টি গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম-অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্বেগজনকভাবে প্রতিনিয়ত বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক অভিবাসন চলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অধিকাংশ ধারা (৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা) বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকারের তরফ থেকে বিভ্রান্তিকর প্রচারনা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত জনসংহতি সমিতি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে যে, এখনো এক-তৃতীয়াংশ ধারা (৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা) বাস্তবায়িত হয়েছে। তার অর্থ হলো এখনো চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান

পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে – সন্তু লারমার অভিমত

গত ৮ মে ২০১৬, ঢাকাস্থ বেইলি রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক এবং জাতীয় সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), পার্বত্য চট্টগ্রাম-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ পার্বত্য অঞ্চলের সুধী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এই কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে এসেছে। চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে সে উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই আবেদনে সাড়া দেওয়ায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এর ভিত্তিফলক উন্মোচিত হলো। এজন্য আমি পার্বত্য অধিবাসীদের পক্ষে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকেও আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই দিনটি নি:সন্দেহে পার্বত্যবাসীদের একটি শুভ দিন – শুভ মুহূর্ত। একটা আনন্দঘন পরিবেশেও এই মহতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা অবশ্যই খুশী হবে এবং তাদের অন্তরে নতুন করে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হতে পারে যে, আজকের এই আয়োজন ও পরিবেশ পার্বত্যাঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতির সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ পার্বত্যাঞ্চলের বিরাজমান পরিস্থিতি কোন অবস্থাতেই সুখদায়ক ও আশাব্যঞ্জক নয়। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে তেমন কিছু বলার অবকাশ নেই। তবুও পরিশেষে প্রসঙ্গত একটুকু বলতে চাই – পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি দীর্ঘ ১৮ বছর পরেও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল, উদ্বেগজনক ও হতাশাব্যঞ্জক এবং অবিশ্বাস ও সন্দেহের দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে – পার্বত্যবাসীদের মনে হতাশা ও নিরাশা চেপে বসেছে – নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত ভাবনায় তারা আজ বিপর্যস্ত। জাতীয় স্বার্থে এই বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্বে যেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্ভব হলো, তেমনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলীর সকল দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাহী আদেশে হস্তান্তরকরণ, আঞ্চলিক পরিষদের কমপ্লেক্স নির্মাণ, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধনকরণসহ পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, প্রায় ১২০ কোটি টাকার এ প্রকল্পটি সরকারের মধ্য মেয়াদের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত, যা গত ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বা একনেকে অনুমোদিত হয়। এ কমপ্লেক্সে একটি মাল্টিপারপাস হল, ডর্মেটরি, প্রশাসনিক ভবন, মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের বাসভবন নির্মিত হবে।

বিশেষ প্রতিবেদন

আওয়ামীলীগ কর্তৃক নকল ব্যালট পেপার ও ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে আওয়ামীলীগ প্রার্থীদের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে বান্দরবানে ইউপি নির্বাচন সম্পন্ন

দাঁড়িয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করছেন ক্যবামং মারমা

নকল ব্যালট পেপারের নমুনা দেখাচ্ছেন নেতৃবৃন্দ

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত বান্দরবান জেলায় ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে এবং ভোট প্রদানের সময় তারা সেসব নকল ব্যালট পেপারও ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে ভোট জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এসব নকল ব্যালট পেপারকে বৈধতা দিয়ে অধিকাংশ ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদপ্রার্থীদের অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৬ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের নকল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ব্যাপক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীদের উদ্যোগে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস প্রতীক) অংশৈমং মারমা, তারাসা ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (চশমা প্রতীক) উনুমং মারমা, বান্দরবান সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (মটর সাইকেল প্রতীক) পুকোয়াইমং মারমা, রাজভিলা ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস প্রতীক) মংপু হেডম্যান, রুমা সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (চশমা প্রতীক) লুপ্রু মারমা, নোয়াপতং ইউনিয়নের বেসরকারিভাবে বিজয়ী চেয়ারম্যানপ্রার্থী অংথোয়াইচিং মারমা, পাইন্দু ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর প্রতিনিধি ক্যাসাপ্রু মারমা, আলিক্ষ্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (ধানের শীষ) সাথুইচিং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তারা বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে নির্বাচনের একদিন আগে তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে থাকে এবং প্রশাসন ও নির্বাচনে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এসব নকল ব্যালট পেপার দিয়ে আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে। ভোট গণনার সময় অধিকাংশ কেন্দ্রে এধরনের নকল ব্যালট পেপার চোখে পড়ে বলে তারা জানান। তাই তারা নকল/জাল ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও বাতিল পূর্বক পুন:গণনার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক ও লিখিতভাবে দাবি জানান। কিন্তু সংশিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা তাদের আপত্তি ও আবেদনের প্রতি কোনরূপ আমল দেননি। তারা এসব নকল/জাল ব্যালট পেপারগুলো বৈধ হিসেবে বিবেচনা করে একতরফা ও অবৈধভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করেন। এই নির্বাচন একটি সাজানো ও প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে তারা অভিহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোর পুন:নির্বাচন দাবি করেন। তারা পুন:নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করলেও তাদের আপত্তি ও দাবির প্রতি নির্বাচন কমিশন ছিল একেবারেই উদাসীন ও নির্লিপ্ত। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের প্রার্থীর প্রতি নির্বাচন কমিশনের এহেন উলঙ্গ পক্ষপাতিত্বের জন্য তারা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জলিমং মারমা বলেন, সমতল অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নির্বাচন যেভাবে ক্ষমতাসীন দলের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, অনিয়ম এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর হামলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ভিন্ন বাস্তবতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় অন্তত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে জনসংহতি সমিতি আশা করেছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, পাহাড়েও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় একই কায়দায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে চরম জালিয়াতির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জয় ছিনিয়ে নিয়ে নিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পার্বত্যবাসী আগামী নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য হবে বলে তিনি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ক্যবামং মারমা বলেন, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বান্দরবান জেলায় যে ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ প্রার্থী ও কর্মীদের নকল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ব্যাপক জাল ভোট প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এসব নকল ব্যালট পেপারকে বৈধতা দিয়ে অধিকাংশ ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদপ্রার্থীদের অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে এবং ভোট প্রদানের সময় তারা সেসব নকল ব্যালট পেপারও ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে জালিয়াতির আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়। যেমন-

১। প্রতিটি কেন্দ্রে চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোটের চেয়ে কমপক্ষে শতাধিক ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে। যেসব কেন্দ্রে নকল/জাল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা গেছে, সেসব ব্যালট পেপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের পক্ষে নৌকা প্রতীকে সীল মারা হয়েছে।

২। নকল ব্যালট পেপারের কাগজের মান, আকার, সীল, কোড নাম্বার, প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ইত্যাদি কোনটারই আসল ব্যালটের সাথে একেবারেই মিল নেই। নকল ব্যালট পেপারগুলো আসল ব্যালট পেপার থেকে একটু পাতলা ও আকারে সামান্য ছোট বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অনেক কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় জাল ব্যালট ধরা পড়লে এবং প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টরা নকল ব্যালট পেপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টের সাথে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের তর্ক-বিতর্ক হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, বিধি মোতাবেক সেসব নকল ও জাল ব্যালট নির্বাচন কমিশনে জমা হওয়ার কথা থাকলেও গণনার সময় যে কটি নকল ব্যালট ধরা পড়েছে, সেসব অবৈধ ব্যালট পেপারগুলো গায়েব করা হয়েছে বলে জানা যায়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যে চারটি ইউনিয়ন জনগণের প্রকৃত রায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তাও সচেতন জনতার আন্দোলন-প্রতিবাদের মুখে সম্ভব হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

যেসব ভোট কেন্দ্রে কিছু কিছু নকল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ১নং আলেক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৩টি, ৪নং কচ্ছপতলী জুনিয়র হাই স্কুলে ৭টি, ৫নং কচ্ছপতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫১টি, ৭নং গুরুক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২টি, ৮নং হান্টুহী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৯টি, ৯নং বেক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯টি নকল পেপার চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে ২নং তারাছা ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে তংপ্রু পাড়া কেন্দ্রে ৭২টি ও ২নং ওয়ার্ডের ছাইগ্যা পাড়া সরকারি প্রাথমিক কেন্দ্রে ৬২টি নকল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া ১নং রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ১নং রোয়াংছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাস্টিং ভোটের চেয়ে ৫০০টির অধিক ভোটের ব্যালট পেপার পাওয়া যায় এবং রাত ৯.০০ টার পরও ফলাফল ঘোষণা না করায় চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশৈ মং মারমার (আনারস প্রতীক) কর্মী ও সমর্থকরা বাড়ি ফিরে গেলে প্রশাসন ও নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ইচ্ছামাফিক ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করেন।

এছাড়া বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজবিলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড ক্যাংড়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬২ টি জাল ব্যালট পেপার চিহ্নিত করা হয়। চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মংপু মারমার (আনারস প্রতীকের) পোলিং এজেন্ট উসুইনু মারমা এসব নকল পেপার বাতিল করার দাবি জানালে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার তাকে রুম থেকে বের করে দেন এবং জনতা প্রতিবাদ জানালে পরে প্রিজাইডিং অফিসার এ ভোটগুলো বাতিল করতে বাধ্য হন।

রোয়াংছড়ি উপজেলার ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের ১নং কানাইজো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২নং অন্তহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩নং গংজক হেডম্যান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪নং নাছালং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬নং বাঘমারা পূর্ব পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেও এ ধরনের নকল/জাল ব্যালট পেপার ধরা পড়ে। কিন্তু ২৫টি ইউনিয়নের অধিকাংশ কেন্দ্রে এসব নকল/জাল ব্যালট পেপার প্রতিপক্ষ পোলিং এজেন্টদের ধোঁকা দিয়ে সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা বৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে থাকেন। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কাজ নির্বিঘ্ন করতে গত ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ভোট গণনার সময় বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ও থানচি উপজেলার বলি পাড়া কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কর্মী ও সমর্থকদের তাড়িয়ে দিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এতে সুয়ালকে চারজন জুম্ম নারী আহত হয়। সুয়ালকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে জুম্মদের উপর হামলা চালানোরও চেষ্টা করে বলে জানা যায়।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

ভূষণছড়া ইউপি নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে স্থানীয় বিজিবির সহায়তায় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে নজীরবিহীন ভোট ডাকাতি

উক্ত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে জনসংহতি সমিতির সমাবেশ, স্মারকলিপি ও অবরোধ কর্মসূচি

সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬-এর অংশ হিসেবে গত ৪ জুন ২০১৬ ষষ্ঠ তথা শেষ ধাপে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষষ্ঠ ধাপে অনুষ্ঠিত রাঙ্গামাটি জেলাধীন ৪৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনেক ইউনিয়ন পরিষদে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও কতিপয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে কর্তব্যরত পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ বহিরাগত লোক এনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্র দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টের উপর হামলা ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ভোটারদের উপর হামলা ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে।

বিশেষ করে বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে হরিণা জোনের ২৫ বিজিবির সহায়তায় কেন্দ্র দখল করে আওয়ামীলীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের সমর্থকরা ব্যাপকভাবে জালভোট প্রদান করে। উক্ত কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের প্রাক-মুহূর্ত থেকে (সকাল ৮:০০ টার পূর্ব থেকে) হরিণা জোনের জোন কম্যান্ডার লে: ক: শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা ভোটকেন্দ্রের অনতিদূরে চেকপোস্ট বসিয়ে পাহাড়ি ভোটারদের আইডি কার্ড চেক করার নামে হয়রানি করে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করে। এতে সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়ি ভোটাররা প্রতিবাদ করলে একপর্যায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরে আনুমানিক ১১:০০ ঘটিকার দিকে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের প্রায় ৫০/৬০ জনের মতো একদল বহিরাগত ক্যাডার বিজিবি জওয়ানদের সহায়তায় ছোট হরিনা ভোট কেন্দ্র দখল করে ভূষণছড়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস প্রতীক) দীলিপ কুমার চাকমার পোলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় এবং লাইনে দাঁড়ানো পাহাড়ি নারী-পুরুষ ভোটারসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের উপর এলোপাতাড়িভাবে হামলা করে। এতে অন্তত ১৯ জন পাহাড়ি ভোটার আহত হয়। এ সময় প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের নির্দেশে ভোটকেন্দ্রের ৬টি বুথ থেকে সকল ব্যালটবাক্স তুলে নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের কক্ষে জড়ো করা হয় এবং ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের সহায়তায় কয়েক ঘন্টা ধরে মামুনের ক্যাডাররা নৌকা প্রতীকের পক্ষে ব্যাপকভাবে জাল ভোট প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, পাহাড়ি ভোটাররা ভোট দিতে না পারলেও ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রায় শতভাগ ভোট কাস্ট দেখানো হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, আওয়ামীলীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের ক্যাডার বাহিনী কর্তৃক পাহাড়ি ভোটারদের উপর হামলার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা হরিণা জোনের কম্যান্ডার লে: ক: শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস ও পুলিশের কর্তব্যরত ডিএসবিকে মোবাইলে জানান। তারা এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। 'আমি দেখছি, আমি আসছি' বললেও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে লে: ক: শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস ভূষণছড়া বাজার কেন্দ্রে চলে যান। এ সময় স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা ভোটকেন্দ্রের ভেতরে যেতে চাইলে বিজিবি সদস্যরা তাঁকেও ভেতরে যেতে দেয়নি।

কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দেয়ার কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত করার জন্য স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা কর্তৃক বেলা ২:০০ ঘটিকার দিকে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এরপর বেলা ৫:০০ টার দিকে ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে পুন:নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বরকল উপজেলা রিটার্নিং অফিসার

ও উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আলতাফ হোসেনের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা। কিন্তু উপজেলা রিটার্নিং অফিসার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এ সময় ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে পুন:নির্বাচনের দাবি জানিয়ে রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ আপনার বরাবরেও তিনি আপত্তি দায়ের করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

জানা যায় যে, ৩ জুন ২০১৬ বিকালে হরিণা জোনের জোন কম্যান্ডার লে: ক: শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস ছোটহরিণা কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। ৬ জন সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারের মধ্যে একজন পাহাড়ি এবং ১২ জন পোলিং অফিসারদের মধ্যে দুইজন পাহাড়ি ছিলেন। বৈঠকের একপর্যায়ে উক্ত তিনজন পাহাড়ি সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের বাদ দিয়ে কেবল বাঙালি অফিসারদের নিয়ে আরো কিছুক্ষণ বৈঠক করেন। এ সময় ভোটকেন্দ্র দখল করে আওয়ামীলীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়।

এলাকাবাসীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নির্বাচনের পরদিনই গত ৫ জুন ২০১৬ ভূষণছড়ার ছোট হরিণা কেন্দ্রে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রের ভোট বাতিল ও পুনঃনির্বাচনের দাবিতে এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে বরকল উপজেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও মিছিল শেষে বরকল উপজেলা পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দীলিপ কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উৎপল চাকমা, ইতিময় চাকমা ও লক্ষীমন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ, ছোট হরিণা বিজিবির সহায়তায় আওয়ামীলীগ সমর্থিত প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের ক্যাডার বাহিনী কর্তৃক জোর পূর্বক ভোট কেন্দ্র দখল, প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া সহ ভোট জালিয়াতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

বরকলে ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোটহরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট জালিয়াতি বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় পাহাড়ী জনসাধারণ

জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি

গত ৯ জুন ২০১৬ জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষ থেকে ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে ২৫ বিজিবির সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট জালিয়াতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুননির্বাচনের দাবিতে রাঙ্গামাটি জেলার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সমীপে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সুবর্ণ চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসার স্বাক্ষরিত উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, ভূষণছড়া ইউনিয়নসহ রাঙ্গামাটি জেলাবাসী ২৫ বিজিবির সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক উক্ত ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের দখল করে ভোট ডাকাতি তথা প্রহসনমূলক নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই ভোটকেন্দ্রের ভোট বাতিল পূর্বক উক্ত কেন্দ্রের ভোট পুনরায় গ্রহণ করা না হলে এ নিয়ে এই অঞ্চলে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তৎপ্রেক্ষিতে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী থাকবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্মরণ করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় স্মারকলিপিতে জনস্বার্থে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা এবং অচিরেই ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুন:নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি জানায় জনসংহতি সমিতি।

ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং পুনঃনির্বাচনের দাবিতে সমাবেশ

গত ৯ জুন ২০১৬, সকাল ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরস্থ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির আহ্বানে জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে ২৫ বিজিবির সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং পুনঃনির্বাচনের দাবিতে এক বিশাল গণসমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিলও বের করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে এবং শরৎ জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিরি সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। সমাবেশ থেকে ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং পুনঃনির্বাচনের দাবিতে জনসংহতি সমিতির ৩৬ ঘন্টা সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি

ছোট হরিণা ভোটকেন্দ্রের ভোট বাতিল করে উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে বরকল উপজেলাবাসী গত ৭ জুন ২০১৬ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরকল উপজেলাধীন সকল হাট-বাজার বর্জন এবং সকল নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।

পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে 'ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে' গত ১৩ জুন ২০১৬, সোমবার, ভোর ৬:০০ টা হতে ১৪ জুন ২০১৬, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত মোট ৩৬ ঘন্টা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত দুই দিনের অবরোধ কর্মসূচি শেষ হওয়ার সাথে সাথে ১৪ জুন ২০১৬ তারিখ একই বিষয়ে আবারও ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, তিন দিন, সকাল-সন্ধ্যা (প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন' এর ঘোষণা দেয়া হয়। তবে ইতোমধ্যে উক্ত ছোট হরিণা কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল ও পুনঃনির্বাচনের দাবি এবং রিট পিটিশন মূলে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্তের কার্যক্রম শুরু করায় এবং তদন্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে গত ১৭ জুন ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি তার তিন দিনব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে এবং পাশাপাশি বরকল উপজেলাবাসীও তাদের অনির্দিষ্টকালের হাট-বাজার বর্জন এবং সকল নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হাই কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল ও তদন্ত

ছোট হরিণা কেন্দ্রে বিজিবির সহায়তায় আওয়ামীলীগ সমর্থিত প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের কর্মী-সমর্থকদের কর্তৃক ভোট কেন্দ্র দখল, প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া সহ ভোট ডাকাতির ঘটনার পরপরই বিষয়টি অবহিত করে এবং উক্ত কেন্দ্রের ভোট স্থগিতসহ, ভোট বাতিল করে উক্ত কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে নির্বাচনের দিন দুপুর ২:১৫ টায় ছোট হরিণা কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট এবং বিকেলের দিকে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন দাখিল করেন স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান দীলিপ কুমার চাকমা। এরপর গত ৮ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমা সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এ্যাড. মোঃ ইদ্রিসুর রহমানের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত ও উক্ত কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের নির্দেশনাসহ ন্যায়বিচার চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন সচিবের বরাবরে উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। এর পাশাপাশি চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা গত ৯ জুন ২০১৬ আবারও লিখিতভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানান। পরবর্তীতে গত ১২ জুন ২০১৬ একই বিষয়ে দীলিপ কুমার চাকমার পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ ইদ্রিসুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন। উক্ত রিট পিটিশনের ভিত্তিতে গত ১৬ জুন ২০১৬ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনকে এই নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, নির্বাচন কমিশন যেন নির্দেশনা প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে দীলিপ কুমার চাকমার আবেদনের বিষয়ে মীমাংসা করে। এরপর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মোঃ আব্দুল বাতেন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি গত ২৬ জুন ২০১৬ বরকল উপজেলা সদরে গিয়ে দিনব্যাপী তদন্ত কাজ চালান। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তদন্ত কমিটি নির্বাচন কমিশনের নিকট তার রিপোর্ট জমা দেয়নি বলে জানা গেছে।

ভূষণছড়ার গেজেট নোটিফিকেশন স্থগিত

গত ১৬ জুলাই ২০১৬ অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ঘোষিত চেয়ারম্যান-মেম্বারগণের সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হলেও ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের গেজেট নোটিফিকেশন স্থগিত করেছে বলে জানা গেছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়ন ও হয়রানি

২ জনকে হত্যা, ৪২ জনকে আটক, তাদের মধ্যে ৬ জনকে জেলহাজতে প্রেরণ, ৩৬ জন মারধর ও আহত, ৫০ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও শতাধিক এলাকাছাড়া

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ এর তফসিল ঘোষণার পর থেকে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিক হয়রানি চালিয়ে আসছে। নির্বাচন-উত্তর সময়ে আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের সেই হীন তৎপরতা আরো জোরদার হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কোন ঘটনা ঘটলেই তাতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার, হয়রানি করা হচ্ছে। জনসভা, সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতিকে নিশ্চিহ্নকরণ ও সমিতির সদস্যদের জীবনহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে চলেছে। গত মার্চ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ এর তফসিল ঘোষণার পর থেকে আজ অবধি আওয়ামীলীগের প্রত্যক্ষ মদদে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের ২ জন সদস্যকে হত্যা, ১৬ জনকে আটক, ৩০ জনকে আহত, কমপক্ষে ৫০ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং অন্তত শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। নিম্নে এর কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো-

অবৈধ অস্ত্র ও চাঁদাবাজির নামে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন ইউনিয়নগুলোর (ইউপি) নির্বাচন ঘোষণার পরপরই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে 'সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে' আওয়ামীলীগের অনেক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে না পারার ষড়যন্ত্রমূলক ও ভিত্তিহীন অজুহাত তুলে ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করা ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন ইউপি নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অজুহাতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ গত ২৪ মার্চ ২০১৬ রাঙামাটি শহরে এক তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে। ফলে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন (২৭ এপ্রিল) অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ২৯ এপ্রিল ২০১৬ রাঙামাটি জেলার ৪৯টি ইউপির নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

বস্তুত স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রমের ফলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করায় আওয়ামী লীগ তৃণমূল পর্যায়ে জনসমর্থন হারিয়েছে। তাদের নেতা-কর্মীরা সেটা বুঝতে পেরে দলীয় নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস না করার কারণে দলীয় প্রতীক (নৌকা মার্কা) নিয়ে অনেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিলেন না।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর অভিযান, গ্রেফতার ও হয়রানি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন ইউপিগুলোর নির্বাচন স্থগিত করার সাথে সাথে সেনাবাহিনী ও বিজিবি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী অভিযান জোরদার করে। সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যরা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ প্রার্থীদেরকে ভোট দিতে জনসাধারণকে নির্দেশ দিতে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে হুমকি দিতে থাকে। ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভয়ভীতি দেখানো ও ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও বিজিবি রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই তল্লাসী অভিযান চালাতে থাকে। নিম্নে এসব তৎপরতার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করা গেল-

গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১নং জীবতলি ইউনিয়নে বিভিন্ন দোকানে-বাড়িঘরে তল্লাশী চালিয়েছে পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন গাছকাবা ছড়া সেনাক্যাম্প থেকে আসা জনৈক মেজরের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য। এতে সেনাসদস্যরা ৩টি জুম্ম দোকানে মালপত্র এবং ২টি স্থানীয় সংগঠনের কার্যালয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর ও কাগজপত্র তছনছ করে।

গত ৮ এপ্রিল ২০১৬ দিবাগত রাত আনুমানিক ২:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট-গঙ্গারাম মুখ এলাকায় বাঘাইহাট সেনা জোনের কমান্ডার হায়দার আলীর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য কোন কারণ ব্যতিরেকে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ২২ এপ্রিল ২০১৬ ভোর আনুমানিক ৫:২০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের জুম্ম বসতি সংলগ্ন ১নং রাবার বাগান এলাকায় সন্ত্রাসী খোঁজার নামে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা হতে আসা সেনাবাহিনীর ৯ ইবি-এর একদল সেনাসদস্য সন্ত্রাসী খোঁজার নামে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ ও দুটি বোমা নিক্ষেপ করে। এর পরপরই এলাকার ২৪ জন জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে এদের মধ্য থেকে ৫ জনকে বেদম মারধরসহ নানা নির্যাতন চালায়।

গত ২১-২২ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে জুরাছড়ি জোনের (দুর্নিবার ১১ বেঙ্গল) জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল মেসবাহউল খান-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য জুরাছড়ি উপজেলা সদরের বিভিন্ন এলাকায় টহল অভিযান চালায়। ১৫ মে ২০১৬ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় জুরাছড়ি উপজেলার ফকিরাছড়া সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কম্যান্ডার (সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার) মোঃ নাসির (দুর্নিবার ১১ বেঙ্গল) এর নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একদল সেনা জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যান এবং মৈদুং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী সাধনানন্দ চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে বলে জানা যায়।

সেখানে সন্ত্রাসী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। রাত তিনটার পর সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়। ১৭ মে ২০১৬, সকাল ১০:০০ টা থেকে ১০:৩০ টার মধ্যে জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া সেনা জোনের কম্যান্ডার লে: কর্ণেল মেসবাউল হক (দুর্নিবার ১১ বেঙ্গল) জুরাছড়ি নির্বাচর্নী অফিসে উপজেলা নির্বাচন অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেন যে, কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য আসলে সেনা জোনের সুপারিশ ব্যতীত যাতে কাউকে প্রত্যাহার করতে না দেয়া হয়।

গত ১৫ মে ২০১৬ মারিশ্যা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী সুমন চাকমার দুই সমর্থককে যথাক্রমে প্রস্তাবকারী সুকান্ত চাকমা ও সমর্থনকারী প্রজ্ঞান চাকমাকে আঞ্চলিকদলীয় সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে গুজব ছড়ানো হয়। গত ১৮ মে ২০১৬, সকাল ১০:০০ টার দিকে সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী রিপন চাকমা তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেলে বাঘাইছড়ি থানার পুলিশ সদস্যরা পিকআপে তুলে থানায় নিয়ে যায়। থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে থানার ওসি জানান যে, বাঘাইছড়ি বিজিবি জোন কম্যান্ডার নাকি তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন তাই তাকে ডাকা হয়েছে। তিনি যাতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে না পারেন তজ্জন্য তাকে বাঘাইছড়ি বিজিবি জোনে ১৯ মে পর্যন্ত রেখে সেদিন সন্ধ্যার দিকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। (দ্রষ্টব্য প্রথম আলো, ২০ মে ২০১৬ এবং মানবকণ্ঠ, ২০ মে ২০১৬, 'মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে গিয়ে প্রার্থীকে আটক')।

গত ১৭ মে ২০১৬, আনুমানিক সন্ধ্যা ৮:৩০ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার এএসপি (সার্কেল) পরিচয় দিয়ে ০১৭১১৭৩৮৪৯৫ নম্বর থেকে জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার বাচ্চু চাকমাকে ফোন করে জানানো হয় যে, তার (বাচ্চু চাকমার) বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তাই সতর্ক হতে তাকে সাবধান করা হয়েছে। গাইন্দ্যা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী উবাচ মারমা ও উপজেলা চেয়ারম্যান অথিনসিং মারমা সকাল ১০:০০ টায় থানায় যান। সেখানে ঘন্টা খানেক কথা বলার পর রাজস্থলী সেনা সাব-জোনে যান বলে জানা যায়। গত ১৮ মে ২০১৬ সকাল থেকে রাজস্থলী উপজেলার নির্বাচনী অফিসে গিয়ে ডিজিএফআইয়ের দেলোয়ার ও এএসআই আলমগীর অবস্থান নেয়। কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেলে তাকে বা তাদেরকে প্রত্যাহারে বাধা দেয়। কয়েকজন মেম্বারপ্রার্থী প্রত্যাহার করতে সক্ষম হলেও দুইজন মেম্বারপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে দেয়া হয়নি। গত ১৯ মে ২০১৬ সকাল থেকে রাজস্থলী জোন থেকে একদল সেনা এসে আবার উপজেলা অফিস ঘেরাও করে রাখে এবং কাউকেও মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে দেয়নি।

গত ১৮ মে ২০১৬ বিলাইছড়ি উপজেলা নির্বাচনী অফিসে দীঘলছড়ি জোন থেকে একদল সেনা সদস্য গিয়ে অবস্থান নেয়। ফারুয়া ইউনিয়নের মেম্বার মেম্বারপ্রার্থী যথাক্রমে ৮নং ওয়ার্ডের দিলীপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ৫নং ওয়ার্ডের সুব্রত তঞ্চঙ্গ্যা, ৪নং ওয়ার্ডের প্রদীপ তঞ্চঙ্গ্যা ও খুশীবাবু তঞ্চঙ্গ্যা, ৬নং ওয়ার্ডের অমরসিং চাকমা প্রমুখ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেলে সেনা সদস্যরা তাদেরকে প্রত্যাহারে বাধা দেয় এবং বিলাইছড়ি জোন থেকে প্রত্যাহারের অনুমতি বা সুপারিশ নিয়ে আসতে প্রত্যাহার ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দেশ দেয়। তবে বিলাইছড়ি উপজেলায় একজন মেম্বার প্রত্যাহার করতে সক্ষম হলেও প্রত্যাহারে ইচ্ছুক অন্যান্য প্রার্থীরা প্রত্যাহার করতে পারেনি। সেদিন কেঙড়াছড়ি ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী চন্দ্রলাল চাকমা তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করার পর নির্বাচন অফিস থেকে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন দীঘলছড়ি জোনে দেখা করেন। দুপুরের দিকে দীঘলছড়ি জোনে দেখা করতে গেলে সেনা সদস্যরা তাকে বিনা কারণে আটক করে বিলাইছড়ি থানায় সোপর্দ করে। সেনা জোনের নির্দেশে তাকে থানায় ১৯ মে সন্ধ্যা পর্যন্ত রেখে পরে সেনা জোন থেকে ছেড়ে দেয়। চন্দ্রলাল চাকমা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। গত ১৮ মে ২০১৬ সন্ধ্যায় দিকে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে জনৈক মেজরের নেতৃত্বে বিলাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমার বাসভবন ঘেরাও করে। ফারুয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বার ও মেম্বার প্রার্থী জীবন তঞ্চঙ্গ্যাকে খোঁজ করে পরে চলে যায়।

গত ১৯ মে ২০১৬ সকাল থেকে জুরাছড়ি জোন থেকে একজন সেনা গিয়ে জুরাছড়ি নির্বাচনী অফিসে অবস্থান নেয় এবং যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেছে তাদেরকে প্রত্যাহারে বাধা দেয়। সেদিন একদল সেনা গিয়ে লংগদু উপজেলা নির্বাচনী অফিসেও টহল দেয় এবং যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেছে তাদেরকে প্রত্যাহারে বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

১৪ জুন ২০১৬ ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলাকালে বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের ১৩ বেঙ্গলের একদল সেনাসদস্য বিলাইছড়ি উপজেলা সদর হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর ৪ কর্মীকে আটক করে। জনগণের চাপের মুখে আটকের প্রায় দুই ঘন্টা পর পুলিশ ৩ জনকে ছেড়ে দিলেও সুনীতিময় চাকমা নামে পিসিপির এক সদস্যকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়।

বান্দরবানে আওয়ামীলীগ, প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র ও হয়রানি

২১ মার্চ ২০১৬ ভোরে বান্দরবানের রুমা উপজেলার দুর্গম গালেংগ্যা ইউনিয়ন পরিষদের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য শান্তি ত্রিপুরাকে (৩৫) তার রামদুপাড়া গ্রাম থেকে অপহরণ করে আদিকা পাড়ার কাছে জঙ্গলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। শান্তি ত্রিপুরাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে আওয়ামীলীগের মদদে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে জানা যায়।

১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কানাইজো পাড়া ঘেরাও করে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য পদপ্রার্থী থোয়াইচিংমং মারমা ও মংবুইশে মারমাকে আটক করে মারধর করে। এছাড়া থোয়াইচিংমং মারমার ৫ জন সমর্থককে আটক করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং থোয়াইচিংমং মারমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করতে চাপ প্রদান করে। পরে তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করে আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে একটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৬ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন গজালিয়া বাজারে আওয়ামীলীগের লেলিয়ে দেয়া ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্য এবং গজালিয়া ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী চচিংমং মারমার পোলিং এজেন্টের উপর হামলা করে। এতে জনসংহতি সমিতির একজন ও পিসিপির দুইজন মোট তিনজন সদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়।

৩১ মে ২০১৬ গভীর রাতে বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির কিবুক পাড়া শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুনীল চাকমাকে হত্যা করা হয়। তার আগে নির্বাচনী প্রচারণার সময় আওয়ামীলীগ সমর্থকদের সাথে কথা কাটাকাটির ঘটনার জের ধরে আওয়ামীলীগের মদদে এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়। এ হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং তার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার হীন উদ্দেশ্যে আওয়ামীলীগের যোগসাজশে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুব সমিতির তিনজন সদস্যসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মেইগ্য মারমা নামে যুব সমিতির এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৩ জুন ২০১৬ বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের জামছড়ি মুখ গ্রামের অধিবাসী ও আওয়ামীলীগের সদস্য মংপু মারমাকে কে বা কারা অপহরণ করে থাকে এবং এ অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও সেনাপ্রশাসনের সাথে যোগসাজশে স্থানীয় আওয়ামীলীগ জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও যুব সমিতির নেতাকর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীর ৩৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে গণহারে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এব্যাপারে এ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইদিন পর একজনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে অপহৃতকে উদ্ধারের নামে ও আসামীদের গ্রেফতারের নামে রাজভিলা, কুহালং, নোয়াপতং, বান্দরবান সদরে আওয়ামীলীগ কর্মীদের নিয়ে সেনা-পুলিশের সদস্যরা নিয়মিত তল্লাশী অভিযান চালিয়ে আসছে। এতে করে এলাকায় এক নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়রানির শিকার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার ও হয়রানি এড়ানোর জন্য এলাকা ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে।

জানা যায় যে, ঘটনার পরদিন ১৪ জুন ২০১৬ আওয়ামীলীগের বান্দরবান জেলার সভাপতি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা মারমা অপহৃত মংপু মারমার স্ত্রী সামাপ্রু মারমাসহ তাঁর কয়েকজন আত্মীয়কে বান্দরবান সদরে ডেকে নেন এবং আগে থেকে লিখে রাখা এজাহারে স্বাক্ষর করতে মংপু মারমার স্ত্রীকে বলা হয়। মামলার তালিকায় তাঁর এক মেয়ের জামাইয়ের নাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কেএসমং মারমা ও সাধুরাম ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির জেলা সভাপতি উছোমং মারমাসহ অন্যান্য পরিচিতদের নাম শুনে এবং যেহেতু তারা নিরপরাধ বা ঐ ঘটনার সাথে জড়িত নয়, তাই মংপুর স্ত্রী সামাপ্রু মারমা ঐ মামলার বাদী হতে অস্বীকার করেন। মামলার বাদী হতে রাজি না হওয়ায় মংপুর স্ত্রী সামাপ্রু মারমাকে ব্যাপক গালিগালাজ করেন এবং মারধর করতে উদ্যত হন ক্যসিংশৈ মারমা, গচিঅং মারমা ও হ্লামং চিং মারমা প্রমুখ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এমনকি মামলার বাদী হতে রাজি না হওয়ায় মংপুর স্ত্রী সামাপ্রুকেও অপহরণ মামলায় জড়িত করা হবে বলে তারা হুমকি প্রদান করে। সামাপ্রু রাজি না হওয়ায় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ পরে অনেকটা জোর করে অপহৃত মংপুর মেয়ের জামাই হ্লামং চিং মারমাকে বাদী করে মংপু মারমা অপহরণ মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জানা যায় যে, বান্দরবান জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ক্যশৈহ্লা মারমা ও অপহৃত মংপু মারমা-এর মধ্যকার ক্ষমতার ভাগাভাগি ও দ্বন্দ্বের কারণে মংপু মারমা অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর সেটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে রাজনৈতিক হয়রানি করা হচ্ছে।

আরো উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সময় ক্যশৈহ্লা মারমা জামছড়ি পাড়ার অধিবাসীদের ডেকে মিটিং করেন। এ সময় গ্রামের কার্বারী বলেন, মামলায় আসামীদেরকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর ফলে এলাকায় একধরনের জটিল অবস্থা হয়েছে। তাই তারা মামলা প্রত্যাহার করতে চান বলে উক্ত কার্বারী অভিমত ব্যক্ত করেন। এসময় ক্যশৈহ্লা মারমা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তা করা হলে তাকেও ছাড় দেয়া হবে না বলে হুমকি প্রদান করেন।

৩ জুলাই ২০১৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে বান্দরবান জেলা আওয়ামীলীগের জরুরী এক মিটিঙে তথাকথিত চাঁদাবাজি, খুন, গুমের নামে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আওয়ামীলীগের বান্দরবান জেলা নেতা এ কে এম জাহাঙ্গীরের ফেসবুকের স্টাটাসে উক্ত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত ফেসবুকে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপির নেতা কর্মীদের শায়েস্তা করা হবে এবং কাউকে আর ছাড় দেয়া হবে না মর্মে সভাপতি ক্যশৈহ্লা ঘোষণা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সামনে 'কেএস মং মারমাসহ জেএসএস নেতৃবৃন্দকে ছাড় দেয়া হবে না' বলে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী ও এমপি বীর বাহাদুর উশৈসিংও প্রকাশ্যে হুমকি প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে বীর বাহাদুরের এধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপরিনামদর্শী বক্তব্য কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ভোট কেন্দ্র দখলসহ জুম্মদের উপর হামলা, ৫ জন আহত, ৫টি ঘরে আগুন, লুটপাট

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে খাগড়াছড়ি জেলার মধ্যে দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালিরা আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে অন্তত ৩টি ভোটকেন্দ্র দখল, ধরপাকড়, জুম্মদের ঘরে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর, লুটপাট, মারপিট করেছে। তম্মধ্যে ইউনিয়নের হাচিনসনপুর ভোটকেন্দ্রে সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উক্ত হাচিনসনপুর ভোট কেন্দ্রে জালভোটকে নিয়ে বেলা ২:০০ টার সময় সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর হামলা ও ধাওয়া করে। সে সময়ে কবাখালী সেনানিবাস হতে একদল সেনা সদস্য উক্ত কেন্দ্রে এসে পড়লে আওয়ামীলীগ প্রার্থী জাহাঙ্গীর হোসেনকে পাহাড়িরা অপহরণ করেছে বলে সেটেলার বাঙালিরা গুজব ছড়ায় এবং এ সময় সেনা সদস্যরা পাঁচজন জুম্মকে ধরে মারপিট করে গুরতর আহত অবস্থায় ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে চলে যাবার আগে সেনা সদস্যরা হাচিনসনপুরনিবাসী চিক্কমনি চাকমা (৩৫) পিতা-পরিমল চাকমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে তার বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়।

একই সময়ে উপস্থিত সেটেলার বাঙালিরা ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যাপকভাবে জালভোট দেয়। ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত পোলিং অফিসার শান্তিময় ত্রিপুরার মোটর সাইকেল বাঙালিরা আগুনে পুড়ে দেয়। জাল ভোট প্রদানে বাধা দিলে চাইলে সেটেলার বাঙালিরা প্রিসাইডিং অফিসার মুকুল জ্যোতি চাকমা ও সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার মাধব চন্দ্র চাকমাকে (প্রাণী সম্পদ বিভাগে চাকুরীরত) মারপিট করে গুরুতর আহত করে। অন্যদিকে বাঙালিদের একাংশ উক্ত গ্রামে ঢুকে ৫টি ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিভিসহ সমস্ত জিনিসপত্র ভাংচুর ও টাকা-পয়সা লুটপাট করে। বাঙালিরা চলে যাবার সময় তারাবন্যামুখ নিবাসী জ্যোতিষকান্তি চাকমা (৬০) পিতা-হৃদয় বসু চাকমার ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায়। এছাড়া সেনা সদস্যরা জোড়াব্রিজ কেন্দ্রে একজন জুম্মকে আটক করে এবং শান্তিপুর কেন্দ্রে সেটেলার বাঙালিদের জালভোট দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও জুম্ম ভোটার মধ্যে হাতাহাতি হয়।

মাটিরাঙ্গার বেলছড়ি ইউপিতে ভোট পড়েছে ১৯৬ ভাগ: ভোটার ৩ হাজার ১২৮। ভোট পড়েছে ৬ হাজার ১৩৫টি। যা মোট ভোটারের ১৯৬ ভাগ। এমন অবিশ্বাস্য ভোট পড়েছে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বেলছড়ি ইউনিয়নে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে ভোটের এই হারের তথ্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, চরম অনিয়ম ও ভোট ডাকাতির মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক : দ্বিতীয় কাপ্তাই বাঁধ?

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ঠেগামুখে একটি স্থল বন্দর নির্মাণসহ প্রতিবেশী ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ (প্রায় ১২৩.৫৪ কিলোমিটার) সড়ক নির্মাণের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে প্রস্তাবিত ঠেগা স্থল বন্দরের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সরকার নিম্নোক্ত বিকল্প রুটের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়–

(ক) কেবলমাত্র সড়ক সংযোগ-

(১) রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ (প্রায় ১২৩.৫৪ কিলোমিটার);

(২) লংগদু-বগাচদর-বরকল-ঠেগামুখ (৫০.২৫ কিলোমিটার);

(৩) সাজেক-মাছিপাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-ঠেগামুখ (৯৭.১৭ কিলোমিটার); এবং

(৪) বাঙছড়া (কাপ্তাই)-চিৎমরম-চাকুয়াপাড়া-ভাঙ্গামুড়াপাড়া-বিলাইছড়ি-শিলছড়ি-মিতিঙ্গ্যাপাড়া (জুরাছড়ি- বরকল-ছোটহরিনা-ঠেগামুখ (১০৬.১২ কিলোমিটার)।

(খ) বহুমুখী রুট–

(১) রাঙ্গামাটি-ছোটহরিণা – জলপথে সংযোগ (৬৩ কিলোমিটার) ও স্থলপথে ঠেগামুখ (৭.৯৮ কিলোমিটার);

(২) রাঙ্গামাটি-বরকল (৩৭.৫ কিলোমিটার) জলপথ এবং তারপর সড়কপথে ঠেগামুখ (২৩.৩ কিলোটিমার);

(৩) কাপ্তাই-বরকল জলপথ (৬৪.৮১ কিলোমিটার) এবং সড়কপথে ঠেগামুখ (২৯.৩ কিলোমিটার); এবং

(৪) কাপ্তাই-ছোটহরিণা জলপথ (৮৯.৬২ কিলোমিটার) এবং সড়কপথে ঠেগামুখ (৭.৯৮ কিলোমিটার)।

উল্লেখিত চারটি সড়কপথের মধ্যে ও জলপথের মধ্যে রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ (প্রায় ১২৩.৫৪ কিলোমিটার) সড়ক এবং চারটি জলপথের মধ্যে রাঙ্গামাটি-ছোটহরিণা জলপথে (৬৩ কিলোমিটার) ও স্থলপথে ঠেগামুখ (৭.৯৮ কিলোমিটার) রুট সবচেয়ে বেশি পছন্দসই (সর্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্ত) বলে জানা যায়। সমীক্ষায় জানানো হয় যে, উক্ত রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, ৫৬৪ পরিবার প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১০টি সাংস্কৃতিক অবকাঠামো (৩টি মসজিদ, ৩টি মন্দির ও ৪টি স্কুল) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ৩২টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ঠেগামুখে স্থলবন্দর স্থাপন এবং ঠেগা স্থলবন্দরের সাথে চট্টগ্রামের সংযোগ সড়ক নির্মাণের উল্লিখিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব দেয়া হয়েছে তা থেকে আরো ব্যাপক ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। উক্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য ও জনমিতির উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে যেগুলো বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি।

ভূমি সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে প্রণীত না হওয়ায় এই কমিশন এখনো এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার নিরসনের পূর্বে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় ঠেগামুখে স্থলবন্দর স্থাপন এবং ঠেগা বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হলে এই ভূমি সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করবে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি অধিবাসী তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। এছাড়া জনমিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক পথে পণ্য পরিবহনের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে কর্ণফুলী নদীর জলপথে পণ্য পরিবহন তুলনামূলকভাবে টেকসই, ব্যয়-সাশ্রয়ী, পরিবেশ ও জন-বান্ধব হতে পারে বলে অনেকে অভিমত দিয়েছেন।

Informal Cross Border Trade Practices সংক্রান্ত আঞ্চলিক সমীক্ষায় ঠেগা এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়ী চাকমা ও পাংখো জনগোষ্ঠীর লোক বলে উল্লেখ করা হলেও এই জনমিতির বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যতে কতটুকু বজায় থাকবে তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত শঙ্কিত। বর্তমানে যেভাবে সমতল জেলাগুলো থেকে পার্বত্য জেলাগুলোতে অভিবাসন ঘটছে, সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে অতি সহজেই ঠেগা এলাকায় অভিবাসন ঘটতে পারে এবং তার ফলে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যে এসব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের কারিগরী সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক 'a Study on the potential for improving regional trade and connectivity between Thegamukh, on the border of Mizoram and Chittagong port' শীর্ষক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই সমীক্ষার আওতায় ঠেগামুখ ও চট্টগ্রামের মধ্যকার সম্ভাব্য আটটি সংযোগ সড়ক সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে ২১টি পরামর্শসভা (consultation) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দু'টি সংযোগ সড়ক সম্পর্কে ২০০ জনের সাথে ৮০টি পরামর্শসভা আয়োজন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, শতাধিক পরামর্শসভা আয়োজন করার তথ্য দেয়া হলেও এসব পরামর্শসভা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ-হেডম্যান-কার্বারী, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২৯৯ আসনের সংসদ সদস্য সম্যকভাবে অবহিত নন বলে জানা গেছে। তাই আমাদের উদ্বেগ হচ্ছে, এসব পরামর্শসভাগুলো হয়তো নামমাত্রেই করা হয়েছে কিংবা এসব পরামর্শসভা সম্পর্কে অসত্য তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এটা বিশ্বব্যাঙ্কের নীতিমালার 'স্বাধীন ও পূর্বাবহিত পূর্বক সম্মতি'র অধিকার সংক্রান্ত মূলনীতির পরিপন্থী বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাস্বল্প জনগোষ্ঠীসহ পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বলে আমরা মনে করি। তাই এসব আইন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঠেগা স্থলবন্দর স্থাপন এবং এর সাথে চট্টগ্রামের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প স্থগিত রাখা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা যায়।

উপর্যুক্ত বিষয়াদির প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় পণ্য পরিবহণ পথ উন্নয়ন বা নির্মাণ সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত তুলে ধরা হলো-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথভাবে কার্যকর ও শক্তিশালী, পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ তথা স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান না হওয়া পর্যন্ত ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সংযোগ সড়ক পথ নির্মাণ বন্ধ রাখা।

(খ) বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিকট প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরামর্শ করা।

(গ) ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রামগড় সীমান্ত দিয়ে রামগড় হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নির্ধারিত স্থলপথ যথাশীঘ্র নির্মাণ ও চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামীলীগ কর্তৃক নকল ব্যালট পেপার

এমনি অভিনব কায়দায় জাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট কারচুপি করে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং ভোটাধিকারের মতো নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে চারটি ইউনিয়ন ব্যতীত বাকী সবগুলো ইউনিয়নে আওয়ামী-লীগের প্রার্থীদেরকে ক্ষমতার জোরে অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। নকল ব্যালট পেপারের জাল ভোট প্রদানের এই অভিনব কায়দা দেখে বান্দরবানের আপামর জনগণ হতবাক হয়েছে। এটি একটি সাজানো নির্বাচন। এ নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রহসনমূলক ও অবৈধ।

এমতাবস্থায় বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রে এ ধরনের নকল/জাল ব্যালট পেপার প্রদান করা হয়েছে সেসব কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা এবং সেসব কেন্দ্রের পুন:নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং নকল/জাল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে জাল ভোট প্রদানে আওয়ামীলীগের যেসব নেতা-কর্মী ও নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জড়িত তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সংগঠনের সমর্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম শিশু ধর্ষণের চেষ্টার শিকার, দুস্কৃতকারী গ্রেফতার

গত ১৫ মার্চ ২০১৬ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন লংগদু ইউনিয়নের মানিকজোড় ছড়া গ্রামের ৮ বছর বয়সী এক জুম্ম নারী শিশু এক সেটেলার যুবক কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে। ধর্ষণের চেষ্টাকারী বাঙালি সেটেলারের নাম মোঃ আবু (২৮), পিতা- মোঃ চান মিয়া, গ্রাম- বাট্যাপাড়া (একটি সেটেলার গ্রাম), ইউনিয়ন- ৬নং মেয়োনি ইউনিয়ন, উপজেলা- লংগদু। গ্রামবাসীরা এক পর্যায়ে ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলে এবং পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

জানা গেছে, শিশুটি ঘটনার সময় বাড়িতে একা অবস্থান করছিল। এসময় শিশুটির বাবা-মা পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ঐ পথে আসা সেটেলার যুবক মোঃ আবু যখন দেখতে পায় যে, ঐ শিশুটি একাই বাড়িতে রয়েছে তখন সে বাড়িতে ঢুকে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং শিশুটির পরিহিত কাপড় ছিড়ে দেয়। এতে শিশুটি চিৎকার ও কান্না শুরু করে। শিশুটির চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে গ্রামবাসীরা সেটেলার মোঃ আবুকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে গ্রামবাসীরা ঘটনাটির বিষয়ে লংগদু থানা পুলিশকে অবহিত করে। এরপর বিকাল প্রায় ৫:৩০ টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুর্বৃত্ত মোঃ আবুকে গ্রেফতার করে।

রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা নারী ধর্ষিত

গত ২০ মার্চ ২০১৬ সকাল ৯ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের পাকলাপাড়ায় এক মারমা নারী (২৮) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ধর্ষণের শিকার ওই নারী স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর মায়ের সাথে বসবাস করছিল। ঘটনার সময় রামগড় উপজেলার আনন্দপাড়ার মৃত: আবু তাহেরের ছেলে সেটেলার শ্রমিক মো: নুরুল হুদা (৩১) ওই নারীকে প্রলোভন দেখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থল থেকে মো: নুরুল হুদাকে ধরে আটকে রাখে।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পাতাছড়া-নাভাঙায় রাস্তা ব্রিক সোলিং কাজে মো: নুরুল হুদা নিয়োজিত শ্রমিক বলে জানা যায়। ঘটনার পর গুইমারা সাবজোন থেকে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষণের শিকার ওই নারীকে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধর্ষক সেটেলার নুরুল হুদাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

সাজেকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অষ্টম শ্রেণির এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যে আনুমানিক ৭.৩০ টায় বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই গ্রামে সেটেলার বাঙালি চাঁদের গাড়ি ড্রাইভার কর্তৃক রুইলুই জুনিয়র হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় ওই ত্রিপুরা ছাত্রী (১৪) গ্রামের পার্শ্ববর্তী মন্দিরে যাবার পথে আগে থেকে ওঁঠপেতে থাকা বাঘাইহাট গ্রামের সেটেলার মো: মীর আহম্মদের ছেলে চাঁদের গাড়ি ড্রাইভার মো: মিজান (৩০) ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই কিশোরীর চিৎকার শুনে গ্রামবাসী এসে বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। এসময়ে সেটেলার চাঁদের গাড়ি ড্রাইভার মো: মিজান পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল ২০১৬ মাচালং থানায় ওই ছাত্রীর নানা হেপেন্দ্র ত্রিপুরা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার

গত ৮ এপ্রিল ২০১৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার বডানালা গ্রামের এক জুম্ম নারী (৪২) পার্শ্ববর্তী এলাকার তিন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক নিজেদের জমি বেদখলের চেষ্টাকালে বাধা দিতে গেলে ঐ নারী ধর্ষণের শিকার হন।

জানা গেছে, ঐ দিন পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা ৩ সেটেলার বাঙালি হঠাৎ উক্ত নারীর পরিবারের মালিকানাধীন চাষকৃত জমিতে উপস্থিত হয় এবং কোন অনুমতি ছাড়াই বেদখলের উদ্দেশ্যে উক্ত জমিতে কাজ শুরু করে। এ সময় ঐ নারীর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। সেটেলার বাঙালিদের এভাবে কাজ করতে দেখে ঐ জুম্ম নারী এভাবে তাদের জমিতে কাজ করতে নিষেধ করেন এবং চলে যেতে বলেন। এরপর সেটেলার বাঙালিরা ঐ নারীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে একের পর এক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর চলে যাওয়ার সময় সেটেলার বাঙালিরা ঘটনাটি কোথাও প্রকাশ না করার জন্য শাসিয়ে যায়। ঘটনার কিছু পরে স্বামী বাড়ি ফিরে আসলে ধর্ষণের শিকার জুম্ম নারী তার স্বামীকে ঘটনাটি খুলে বলেন। এরপরই ঐ নারীর স্বামী স্থানীয় থানার পুলিশের কাছে যান এবং পুলিশের কাছে ঘটনাটির বিষয়ে অবহিত করে ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ প্রথমে মামলা গ্রহণে গড়িমসি করলেও পরে তা গ্রহণ করে। ধর্ষণকারী ঐ তিন সেটেলার বাঙালির পরিচয় হল– (১) মোঃ বাবু মুন্সি, পীং-মৃত জাহান শেখ, (২) মোঃ মকবুল হোসেন, পীং-ঐ, (৩) মোঃ ফরিজোন, পীং-ঐ, সর্বসাং- কাটিং টিলা, মহালছড়ি উপজেলা। জানা গেছে, এই রিপোর্টটি লেখা পর্যন্ত পুলিশ মাত্র একজনকে গ্রেফতার করেছে এবং এখনও দোষীদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা হয়নি। অপরদিকে ঐ দুস্কৃতিকারীরা উল্টো ভুক্তভোগী পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে।

লামায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৮ম শ্রেণির এক মারমা ছাত্রী অপহৃত

গত ২৪ মে ২০১৬ রাতে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের সাপের ঘাটা গ্রামে অষ্টম শ্রেণির এক মারমা ছাত্রী (১৩) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অপহৃত হয়েছে। অপহৃত ওই কিশোরী হারাগাজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

জানা যায়, ঘটনার দিন প্রতিদিনের মতো ঐ মারমা কিশোরী রাত সাতটায় দাদির বাড়িতে ঘুমাতে যায়। সেখান থেকে ঐ ছাত্রী রাতে অপহৃত হয় বলে জানা যায়। পরে ওই ছাত্রীর পিতা অংছাপ্রু মারমা ইউপি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানালে তিনি উদ্ধারের আশ্বাস দেন। কিন্তু তিনদিন পরও কিশোরী উদ্ধার না হওয়ায় গত ২৭ মে ২০১৬ অপহৃতের পিতা অংছাপ্রু মারমা লামা থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামী অপহরণকারী রাবার প্লটের শ্রমিক সেটেলার বাঙালিরা হল- মো: মিজান (২১), পিতা: ছৈয়দ আহম্মদ; মো: মনছুর আলম (২২), পিতা: নুর মোহাম্মদ; মো: জসিম (১৯), পিতা: করণ আলী; মো: মঞ্জুর (১৮) পিতা: শফিক কালু; মো: মিজান (২০), পিতা: ফয়েজ আহম্মদ এবং মো: হাজন (২৫), পিতা: মকবুল হোসেন।

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারীশিশু ধর্ষণের শিকার, ধর্ষণকারী গ্রেপ্তার

গত ২৭ মে ২০১৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড এলাকায় যৌথখামার গ্রামের এক মারমা শিশুকন্যা (১২ বছর) পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয়। ধর্ষণের শিকার শিশুটি পানছড়ি বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। ধর্ষক মোঃ ইব্রাহিম খলিল ওরফে ইকবাল (১৯) পীং- মোঃ আব্দুল খালেক একই ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের দমদম গ্রামে বসবাসকারী এক সেটেলার বাঙালি।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল আনুমানিক ১১:১৫ টার দিকে ঐ জুম্ম শিশুটি বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরবর্তী পার্শ্ববর্তী বাঁশ বাগানে বাচ্চুরি (বাঁশ করোল) সংগ্রহ করতে গেলে সেখানে একা পেয়ে উক্ত মোঃ ইব্রাহিম খলিল ওরফে ইকবাল নামে বাঙালি সেটেলারটি ঐ জুম্ম শিশুটির মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটির চিৎকার শুনলে যৌথ খামারের পার্শ্ববর্তী দমদম নামের সেটেলার বাঙালির গ্রাম থেকে কাজে যাওয়া জনৈক আক্কাস আলীর স্ত্রী আয়েশা বেগম ঘটনাস্থল হতে ঐ শিশুটিকে বিবস্ত্রাবস্থায় উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আগে ধর্ষক পালিয়ে যায়। তবে শিশুটি জানায় যে, সে ধর্ষকের বাম হাতের তালুতে কামড় বসিয়েছে এবং তাকে দেখলে চিনতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সেখানে ঘুরাফেরা করতে মো: ইব্রাহিম খলিলকে দেখেতে পাওয়া যায় বলে জানা যায়।

পরে ২৭ মে ২০১৬ মেয়েটির বাবা বাদী হয়ে নাম না জানা বাঙালির বিরুদ্ধে পানছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং- ৪, তাং- ২৭/০৫/২০১৬ খ্রি:। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত/০৩) এর আওতায় মামলার ধারা হচ্ছে- ৯(১)। মামলার সময় ধর্ষণের শিকার শিশুটিও থানায় উপস্থিত হয়। শিশুটির দেয়া বিবরণ ও ঘটনাস্থলে সেসময় ইব্রাহিম খলিলের ঘুরাফেরা করার কারণে তাকে সন্দেহ করে ২৯ মে ২০১৬ বেলা ২.০০টার সময় পুলিশ মো: ইব্রাহিম খলিলকে মাটিরাঙ্গার তাইন্দ্যংয়ে তার শ্বাশুর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে এবং এরপরই জেল হাজতে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, শিশুটির জবাব অনুযায়ী পুলিশ আসামী মো: ইব্রাহিম খলিলের বাম হাতের তালুতে কামড়ের জখম দেখতে পায়।

বিলাইছড়ির ফারুয়ায় সেনাসদস্য কর্তৃক দুই জুম্ম কিশোরী যৌন নিপীড়নের শিকার

গত ১২ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নে প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের দুই জুম্ম কিশোরী একদল সেনসদস্য কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ছাত্রীরা উভয়েই ফারুয়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। জানা গেছে, ঐ সময় উক্ত ছাত্রীরা গোয়াইনছড়িতে এক শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়া শেষ করে নিজ গ্রাম এগোজ্যাছড়িতে ফিরছিল। এসময় তারা পথিমধ্যে ফারুয়া পুরান ফরেস্ট অফিস এলাকায় পৌঁছলে সেনাবাহিনীর ফারুয়া সাব-জোনের ৮/৯ জনের একদল সেনাসদস্যের সামনে পড়ে। এদের মধ্যে কয়েক জন সেনাসদস্য উক্ত দুই ছাত্রীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করে যৌন নিপীড়ন চালায়। জানা গেছে, ঐ সেনাসদস্যরা এ সময় পার্শ্ববর্তী লেপ্যাছড়ি কমিউনিটি সেন্টার থেকে ক্যাম্পে ফিরছিল।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

রাজস্থলীতে এক মারমা স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি

অপহরণকারী তিন সেটেলার যুবককে গ্রেফতার, অপহৃত ছাত্র উদ্ধার

গত ১০ মার্চ ২০১৬ সকাল সাড়ে নয়টায় রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলাধীন ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণির ছাত্র বিজয় মারমা (৭) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অপহৃত হয়। জানা যায়, মো: আলমগীর ওরফে আলম (৩০) ও তিন সেটেলার বাঙালি ওই শিশুকে স্কুল মাঠ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আরো জানা যায় যে, এ অপহরণের পূর্বে ইসলামপুর বাজারে পাকা রাস্তার দক্ষিণ পাশে বাড়ি নির্মাণ কাজ চলাকালীন মো: আলমগীর ও তার সঙ্গীরা পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। টাকা না পেয়ে তারা পরে বিজয় মারমাকে অপহরণ করে এবং অপহরণের পর তারা তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

অপহৃত হওয়ার পর স্থানীয় গ্রামবাসীর সহযোগিতায় পুলিশ ১১ মার্চ ২০১৬ ভোর ৬.৩০ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান জেলার রাজবিলা ইউনিয়নের হাকিমপুর মোড় এলাকার বাসিন্দা মো: শাহাদাৎ ফরাজীর বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে শিশুটিকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী সেটেলার বাঙালিদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পরে একজন পালিয়ে যায়। শিশুটির মাথা ফাটা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন ছিল বলে জানা যায়। এ অপহরণ ঘটনায় ১১ মার্চ দুপুরে ওই শিশুটির পিতা পুথোয়াইউ মারমা বাদী হয়ে অপহরণকারী মো: আলমগীর ওরফে আলম (৩০) ও তার সঙ্গী তিনজনসহ অজ্ঞাতনামা আরো ২/৩ জনের নামে রাজস্থলী থানায় অপহরণ মামলা (মামলা নং-২, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)-এর ০৮/৩০ ধারায় মুক্তিপণের জন্য শিশু অপহরণ, প্ররোচনা ও সহায়তা করার অপরাধ) দায়ের করে।

অপহরণকারী সেটেলার বাঙালিরা হল- মো: আলমগীর প্রকাশ আলম(৩০), পিতা: ফকর মৌলভী, গ্রাম: মাইজপাড়া ফালাইজ্যা, রাঙ্গুনিয়া; মনোয়ার হোসেন মনো(২৪), পিতা: মো: শাহাদাৎ, গ্রাম: বালুমোড়া, হাকিমপুর মোড়, রাজবিলা, বান্দরবান; মো: রাসেল(২২) পিতা: মো: মুনসুর, গ্রাম: পূর্ব গজারিয়া লালমিয়ার বাড়ি, ৪নং ওয়ার্ড, থানা ও জেলা: কক্সবাজার; এবং মো: সালাউদ্দিন (১৯) পিতা: আলাউদ্দিন, গ্রাম: মাইজপাড়া, ফালাইজ্যা, থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রামসহ অজ্ঞাতনামা আরো ২/৩ জন।

নিরীহ জুম্মদের উপর হামলা ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট

আলীকদমে ৩ গরু ব্যবসায়ী অপহরণের পর খুন হওয়ার জের

গত ১৮ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলায় সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর সম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

জানা যায়, বান্দরবান জেলার আলীকদম-থানছি সড়ক থেকে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৬ শুক্রবার তিনজন গরু ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়। ৩ দিন পর গত ১৮ এপ্রিল ২০১৬ সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটায় তাদের মরদেহ আলীকদম-থানছি সড়কের ২৯কিঃমিঃ এলাকায় পাওয়া যায়।

মরদেহ উদ্ধারের পর পরই গত ১৮ এপ্রিল ২০১৬ সোমবার বিকাল ৫ ঘটিকায় আলীকদম বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সেটেলার বাঙালিরা নিরীহ পথচারী জোনাক ত্রিপুরা ও তার স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেটেলার বাঙালিরা আলীকদম বাজার এলাকায় জুম্ম বিরোধী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিতে থাকে। এতে করে পুরো আলীকদম বাজারে অবস্থানরত জুম্মদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনা নজরদারীর মধ্যেও ১৯ এপ্রিল ২০১৬ মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় কথিত উত্তেজিত জনতা লেবাসধারী সেটেলার বাঙালিরা আলিকদম সদর ইউনিয়ন উত্তর ফালংপাড়া পান বাজার এলাকায় তিনটি বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। এতে হরিচন্দ্র ত্রিপুরা, প্রীতিরানী ত্রিপুরা, চিরমনি ত্রিপুরার বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়।

রামগড়ে এক ত্রিপুরা কৃষককে গলা কেটে হত্যা, মামলা নিতে পুলিশের অস্বীকার

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার গরুকাটা চা বাগান এলাকায় গত ২৯ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যা ৬ টায় মস্তক ও এক হাত-এক পা বিহীন অর্ধগলিত অবস্থায় মানেন্দ্র ত্রিপুরা (৪০) নামক এক কৃষকের লাশ পুলিশ উদ্ধার করে। জানা যায়, ওই দিন দুপুর ১২টায় এলাকার লোকজন মানেন্দ্র ত্রিপুরাকে কয়েকদিন দেখতে না পেয়ে তার বাড়িতে খবর নিতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাড়িতে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পেয়ে খোঁজাখুজির পর বাড়ি থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে জঙ্গলে লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে সন্ধ্যা ৬ টায় লাশটি উদ্ধার করে। রামগড় উপজেলার গরুকাটা এলাকায় একটি চা বাগান তৈরির কাজ চলছে। চা বাগানের ম্যানেজার বিসু ত্রিপুরা মানেন্দ্র ত্রিপুরাকে চা বাগানের পাশে প্রায় দুই একরের মতো জমিতে বাড়ি তুলে সেখানে থাকতে দেন। তারাচাঁন পাড়ার মৃত কর্মধন ত্রিপুরার ছেলে মানেন্দ্র ত্রিপুরা ৩ বছর আগে ফলজ বাগান করে সেখানে একা বসবাস করতো। ওই চা বাগানে তার কাজ করার কথা ছিল।

জানা গেছে, এ সময়ে গরুকাটা চা বাগান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে গরুকাটা এলাকায় সাতক্ষীরা ও নরসিংদী জেলা থেকে আরও ৩০/৩৫ পরিবার সেটেলার বাঙালি এসে জুম্মদের জুম ভূমি দখল করে বসতি স্থাপন করে। ওই সেটেলার বাঙালিরা মানেন্দ্র ত্রিপুরার ফলজ বাগানটি দখলের চেষ্টা করেছিল। জানা যায়, ওই বহিরাগত সেটেলার বাঙালিরা আগেও কয়েকবার মানেন্দ্র ত্রিপুরাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। ওই সেটেলার বাঙালিরা হল- ১. মো: মজিদ (৫০), পিতা: অজ্ঞাত, ২. মো: ওবায়দুল (৪০) পিতা: অজ্ঞাত, ৩. মো: মাহবুব (৪৫), পিতা: অজ্ঞাত। মানেন্দ্র ত্রিপুরার (৪০) নৃশংস এ হত্যাকান্ডের পর থেকে ওই সেটেলার বাঙালিরা পরিবারসহ অন্যত্র পালিয়ে গেছে। এলাকাবাসীর ধারণা সেটেলার বাঙালিরা মানেন্দ্র ত্রিপুরাকে (৪০) তিন /চারদিন আগে হত্যা করেছে।

এ হত্যাকান্ডের পর নিহতের স্বজনরা মামলা করতে চাইলে পুলিশ সেটেলার বাঙালিদের পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা জানা নেই এ অজুহাতে মামলা গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে পুলিশের এমন আচরণে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বান্দরবানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নৃশংসভাবে গলাকেটে হত্যা

গত ১৪ মে ২০১৬ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন বাইশারী ইউনিয়নে দুস্কৃতিকারী কর্তৃক নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার শিকার হয়েছেন ৭৫ বছর বয়সী এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তার গৃহী নাম মং চিও চাক। ঐ দিন সকাল ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৃহী বোনের জামাই যখন চাক সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রাম চাকপাড়া থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত ঐ ভিক্ষুর বিহারে যান তখন তিনি ঐ ভিক্ষুর মৃতদেহ দেখতে পান। জানা গেছে, জীবিতাবস্থায় এলাকার কারও সাথে ঐ ভিক্ষুর কোন কলহ ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র স্বভাবের। ঘটনার পর পুলিশ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে দুই জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এবং একজন চাক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেছে। চাক গ্রামবাসীদের জায়গা-জমি দখল করতে ভূমি দখলদার ও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এই হত্যাকান্ড ঘটানো হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়।

৩০ পৃষ্ঠার পর

বান্দরবানে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগে জেএসএস

কমিটির সভাপতি উছোমং মারমাকে বান্দরবান সদরের কালাঘাটাস্থ তাঁর বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য যে, গত ১৩ জুন রাজভিলায় আওয়ামীলীগের সদস্য মংপু মারমার অপহরণ ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়িত করে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের ৩৮ জন সদস্যের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় উছোমং মারমাসহ জনসংহতি সমিতির ১০ জন সদস্য হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন লাভ করেন। জামিন পেয়ে ৩১ জুলাই উছোমং মারমা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলে আরেকটি নতুন চাঁদাবাজি মামলায় জড়িত করে তাঁকে গভীর রাতে পুলিশ গ্রেফতার করে। জানা যায় যে, উছোমং মারমাকে ধরার পর ১ আগস্ট মো: আব্দুল করিম নামে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের জনৈক আওয়ামীলীগ নেতা কর্তৃক জামিন লাভ করা জনসংহতি সমিতির ৭ জন সদস্যসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর থানায় তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করার পূর্বেই উছোমং মারমাকে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে মিথ্যা ও সাজানো অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিলাইছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বাড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাসী অভিযান

৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যবর্তী রাতে দীঘলছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলায় দীঘলছড়ি ও বাজার এলাকায় এক তল্লাসী অভিযান চালায়। উক্ত অভিযানে রাত ১:০০ ঘটিকার দিকে সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মানিক চাকমার (থানা সংলগ্ন বাজার এলাকার) বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ি এবং রাত ২:০০ ঘটিকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক বীরোত্তম চাকমার (দীঘলছড়ি গ্রামের) বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাসী করে। মানিক চাকমা ও বীরোত্তম চাকমা সেসময় বাড়িতে ছিলেন না। তাদেরকে ক্যাম্পে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে সেনা সদস্যরা চলে যান।

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

জনসংহতি সমিতির নেতা ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার

গত ৪ মার্চ ২০১৬ শুক্রবার রাত আনুমানিক ৮.০০ টার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রুমা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংঘটিত একটি ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় আসামী দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে গত ৬ মার্চ ২০১৬ রবিবার বেলা ১১টায় জনসংহতি সমিতির রুমা থানা শাখার উদ্যোগে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের মারধর ও হয়রানি

গত ১২ মার্চ ২০১৬ বাঘাইহাট সেনাবাহিনী জোন হেডকোয়ার্টারের একদল টহলরত সেনা সদস্য কর্তৃক জুমচাষী ক্ষুদে ব্যবসায়ী সাজেকের ১৪ কিলোমিটার নামক এলাকার এগোজ্যাছড়ি গ্রামের আলক্যা চাকমার ছেলে নিরক্ষ চাকমাকে ধরে নিয়ে সারাদিন আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করেছে বলে জানা গেছে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকার মুরুব্বীরা তাকে জামিনে মুক্ত করে নিয়ে আসে। তবে নিরক্ষ চাকমাকে কেন আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে বা তার কি অপরাধ এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি।

অপরদিকে, ১৩ মার্চ ২০১৬ মাচালং, সাজেকের ৮ নম্বর গ্রামে এক বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালীন মাচালং সেনাবাহিনী ক্যাম্প কম্যান্ডারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। পরে সেনা সদস্যরা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং ১) মনশান্তি চাকমা, পিতা: রবীন্দ্র চাকমা, গ্রাম: মাচালং ৮ নম্বর পাড়া, সাজেক ও ২) নিয়তি চাকমা, পিতা: তবীন্দ্র চাকমা, গ্রাম: ঐ, এই দুইজনকে মাচালং ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে মনশান্তি চাকমাকে বেদম প্রহার করে। পরে একই দিন গ্রামের মুরুব্বীরা ক্যাম্পে গিয়ে সেখান থেকে দুইজনকে জামিনে খালাস করে নিয়ে আসে। সেনা সদস্যরা জুম্মদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া মোবাইল ফোনগুলি ফেরৎ দিলেও অনেকজনের সিম কার্ড ফেরৎ দেয়নি।

জানা গেছে, ঘটনার দিন কিছু পর্যটক পর্যটন স্পট রুইলুই এর উদ্দেশ্যে গাড়ীযোগে রওনা দেয়। তারা উক্ত ৮ নং পাড়ায় পৌঁছলে বিবাহ অনুষ্ঠানে আগত লোকজন দেখে ভয়ে সেখান থেকে ফিরে মাচালং সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে চলে আসে এবং জনসমাগমের কথা সেনাবাহিনীদেরকে জানায়। ফলে সেনাবাহিনী সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

রুমায় জনসংহতি সমিতির এক সদস্যকে গুলি করে হত্যা

গত ২১ মার্চ ২০১৬ সোমবার ভোর সাড়ে ৩ ঘটিকার সময় বান্দরবানের রুমা উপজেলার গালেঙ্গা ইউনিয়নের রামদুপাড়ার জনসংহতি সমিতির এক কর্মীকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত শান্তিপ্রিয় ত্রিপুরা (৩৮) তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গালেঙ্গা ইউনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার কথা ছিল। ঘটনার রাতে ছয়-সাতজনের একদল সন্ত্রাসী তার বাড়িতে হানা দেয় এবং তাকে ধরে নিয়ে আদিকা পাড়ার কাছে জঙ্গলের ভেতরে মাথায় ও কানে দুটি গুলি করে হত্যার পর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। শান্তি ত্রিপুরাকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে আওয়ামীলীগের মদদে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে জানা যায়।

গ্রামবাসীর সহায়তায় পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় রুমা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর তল্লাশী, দোকান ও অফিস ভাঙচুর

গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ ভোর ৪:০০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ১নং জীবতলি ইউনিয়নে বিভিন্ন দোকানে-বাড়িঘরে তল্লাশী চালিয়েছে পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন গাছকাবা ছড়া সেনাক্যাম্প থেকে আসা জনৈক মেজরের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য। এতে সেনাসদস্যরা ৩টি জুম্ম দোকানের মালপত্র এবং ২টি স্থানীয় সংগঠনের কার্যালয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর ও কাগজপত্র তছনছ করে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় সেনা সদস্যরা জীবতলি ইউনিয়নের ভায্যাতলী-ব্রিজগোড়া নামক এলাকায় ৩টি জুম্ম দোকান- (১) শুভলাল চাকমা, (২) অমরজিৎ চাকমা ও (৩) সুখময় তালুকদারের দোকান তল্লাশী করে। সে সময় সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির কর্মী ও সমর্থকদের খোঁজ করে এবং দোকানে মালপত্র তছনছ ও নষ্ট করে দেয়। এরপর সকাল প্রায় ৫:৩০টায় একই ইউনিয়নে অবস্থিত স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন উপজাতীয় কাঠ ব্যবসায়ী ও জোট মালিক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে তল্লাশী চালায় ও জিনিসপত্র এলোমেলো করে দেয়। এরপর সেনাসদস্যরা এর পাশে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ভাড়াটে একটি কক্ষেও তল্লাশী চালায় এবং জিনিসপত্র তছনছ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে।

পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনের নামে বগালেক থেকে স্থানীয় বমদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, সেনাবাহিনী কর্তৃক মুন থাং বমকে গ্রেফতার ও শারীরিক নির্যাতন

বেশ কিছু দিন ধরে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলাধীন সদর ইউনিয়নের বগালেক এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে এলাকার আদি বাসিন্দা বম পরিবারগুলোকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে প্রশাসন। এজন্য একাধিকবার উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া

হয়েছে এই এলাকায় যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী বম পরিবারগুলোকে। গণহারে মামলাও দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ও বাস্তুভিটা ছেড়ে যেতে নারাজ বম অধিবাসীরা প্রশাসনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন করার চেষ্টা করেছে বারবার। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেনা ও পুলিশের কাছে এ পর্যন্ত বম সম্প্রদায়ের ৪ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তন্মধ্যে গত ২৯ এপ্রিল ২০১৬ গ্রেপ্তারের শিকার মুন থাং বম সেনাবাহিনী কর্তৃক অমানবিকভাবে শারীরিক নির্যাতনের ফলে ব্যাপকভাবে জখম হন।

উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় রুমা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো: কাজী চাহেল তস্তরি একদল পুলিশ নিয়ে বগালেক এলাকায় যান এবং সেখানে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত বম সম্প্রদায়ের ৩১টি পরিবারকে বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেখানে এক মোবাইল কোর্ট বসিয়ে ইতোমধ্যে এলাকা থেকে চলে না যাওয়ায় স্থানীয় বম পরিবারগুলোকে ১০,০০০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। কিন্তু বম পরিবারগুলো ২,০০০ টাকা করে দিতে চাইলে পুলিশ তখন তাদের ঘরবাড়ি ও কটেজে ভাংচুর করে। এসময় লেকের পাশে থাকা ৬টি ঘর ভেঙে দেয় পুলিশ। এছাড়া এদিন ২৫ জন বম গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় বলে জানা যায়। তবে এসময় বম পরিবারের অধিকাংশ গৃহকর্তারা বাড়িতে ছিলেন না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৩১ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫ পরিবারের গৃহকর্তাকে নাগাল পান এবং তাদের কাছ থেকে আপাতত ২,০০০ টাকা করে মোট ১০,০০০ টাকা আদায় করেন। বাকী টাকাগুলিসহ অন্যান্য ঘরের গৃহকর্তারা ঘরে ফিরলে অতিসত্বর উপজেলা অফিসে গিয়ে টাকাগুলি দিয়ে আসতে বলে আসেন। নইলে সবাইকে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে বলে সাফ জানিয়ে জানিয়ে দেন। ঐ ৫ জনকে উদ্দেশ্য করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, 'বগালেক এলাকাটি সরকারী পর্যটন এলাকা। ঐ এলাকায় কেউ বসবাস করতে পারবে না। তাই এক সপ্তাহের মধ্যে সেখান থেকে অন্য কোথাও পরিবারগুলো চলে যেতে হবে।' তবে তিনি আরও বলেন, 'যদি কেউ সেখানে বসবাস করতে চায়, তাহলে প্রতিটি পরিবারকে দশ হাজার টাকা করে দিতে হবে।'

উক্ত ৫ এপ্রিলের ঘটনার পর গত ৭ এপ্রিল ২০১৬ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ঐদিনের কার্যকলাপের প্রতিবাদে রুমা উপজেলার নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রুমা উপজেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন ঐ বিক্ষোভ মিছিল থেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী তিন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ৩ গ্রামবাসী হলেন- (১) জোসেফ ত্রিপুরা (৩৮) পিতা-কসংহা ত্রিপুরা, গ্রাম- রুমা থানা পাড়া, (২) রোবাদ বম (৩০) পিতা-শনচিং বম, গ্রাম- বগালেক রুমা, (৩) পকখুম বম (৩৪) পিতা-জোয়ানঙাং বম, গ্রাম-ইদেন রোর্ড, রুমা সদর উপজেলা। তবে গত ৯ এপ্রিল ২০১৬ তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

এদিকে সেনাসদস্যরা গত ২৯ এপ্রিল ২০১৬ মুন থাং বম (২৯) পিতা- মৃত চমনিন বম, গ্রাম-বেথেলপাড়া, রুমা ইউনিয়ন নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে একরাত সেনাক্যাম্পে আটক রাখে। পরদিন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হলে পুলিশ মুন থাং বমকে বান্দরবান জেলে পাঠায়। এরপর মুন থাং বমকে রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপকভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং নির্যাতনের ফলে মুন থাং বমের একটি পা চরমভাবে জখম হয় বলে জানা যায়। গ্রেপ্তারের প্রায় ৭ দিন পর মুন থাং বমকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। জানা গেছে, মুক্তির পরপরই গত ৮ মে ২০১৬ তাকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসময় ডাক্তাররা এক্স-রে করার পর তার একটি পা ভেঙে গেছে বলে জানান।

জানা গেছে, বিগত ২০০৯ সালে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বগালেক এলাকাটি পর্যটন এলাকা ঘোষণা করার কথা উল্লেখ করে বীর বাহাদুর এমপি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য জুয়েল বম প্রশাসনের সহাযোগিতা নিয়ে বগালেকে সরকারীভাবে পর্যটন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রচন্ড বাধার কারণে তারা সেসময় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারেননি। তবে তখন ১৪ জন বম গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে রুমা থানায় রাষ্ট্র বিরোধী মামলা করা হয়ে থাকে বলে জানা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত উক্ত ১৪ জন আসামীর কাউকে আটক করা হয়নি এবং মামলাটি পরে খারিজ হয়ে যায় বলে জানা যায়। উক্ত ঘটনার পর গত ২০১০ সালে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার নেতৃত্বে আরও একদল সরকারী কর্মকর্তা আবারও বগালেক এলাকায় যান এবং আবারও সেখানে তারা পর্যটন কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের চেষ্টা করেন। এবারও গামবাসীর প্রচন্ড বাধার মুখে পড়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর কয়েক বছর এব্যাপারে নীরব থাকার পর রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উদ্যোগে প্রশাসন আবার গত ৫ এপ্রিল ২০১৬ বগালেক এলাকায় যায় এবং বম পরিবারগুলিকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাঘাইহাটে সেনাবাহিনী কর্তৃক দু'জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আটক

গত ৮ এপ্রিল ২০১৬ দিবাগত রাত আনুমানিক ২:০০ টায় রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট-গঙ্গারাম মুখ এলাকায় বাঘাইহাট সেনা জোনের কমান্ডার হায়দার আলীর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য কোন কারণ ব্যতিরেকে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বিজু উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্যে দুয়েক দিন ধরে এলাকায় জনগণের মধ্যে নানা প্রস্তুতি চলছিল। এই প্রস্তুতির সাথে উক্ত দুই ব্যক্তিও সম্পৃক্ত ছিলেন। এমনি এক স্বাভাবিক ও উৎসবমুখর পরিস্থিতিতে হঠাৎ এই দুই ব্যক্তিকে আটক করায় আটককৃতরা যেমনি, তেমনি গ্রামবাসীও হতবাক হন। দিবাগত রাতে উক্ত দুই জুম্মকে তুলে সেনাক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর সকালে স্থানীয় মুরুব্বী ও লোকজন বাঘাইহাট সেনা জোনে যান এবং আটককৃতদের খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় সেনাসদস্যরা দুই ব্যক্তিকে ক্যাম্পে আটক রাখার কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। এতে উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে সেনাসদস্যরা তা বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ করে হুমকীমূলক কথা বলেন। কিন্তু জনগণের চাপের মুখে ক্যাম্প কমান্ডার শেষ পর্যন্ত স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও বিজু উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে আটক দুই জনকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানান। পরে আটককৃত দুইজন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে ছেড়ে দেয়া হয়।

আটকের শিকার নিরীহ দুইজন জুম্ম গ্রামবাসী হলেন– বিমল চাকমা (৩২), পিতাঃ তঙলা চাকমা, গ্রামঃ গঙ্গারাম দোর, সাজেক; এবং সচিব চাকমা (২৮) পিতাঃ শশী মোহন চাকমা, গ্রামঃ গঙ্গারাম দোর, সাজেক। এলাকায় কর্তৃত্ব প্রদর্শন, জুম্মদেরকে হয়রানি ও জুম্মদের মাঝে ভয়ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই ধরনের নির্বিচার আটকের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

বরকলে বিজিবি কেড়ে নিল জনসংহতি সমিতির মুখপত্র 'জুম্ম বার্তা'

জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাব উদ্দিনের হুমকি, আটক চার

গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ সকাল প্রায় ১০:২০টার দিকে রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোট হরিণা বাজার এলাকা থেকে জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র সম্প্রতি প্রকাশিত 'জুম্ম বার্তা (৫ম সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১৫-ফেব্রুয়ারি ২০১৬)' এর সবকটি কপি ক্রেতা-জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে ছোট হরিণা ২৫ বিজিবি জোনের বিজিবি সদস্যরা।

এছাড়া 'জুম্ম বার্তা'র চার জুম্ম ক্রেতাকে বাজার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক ঘন্টার অধিক সময়ব্যাপী বিজিবি ক্যাম্পে আটকে রেখে হয়রানি করে এবং উক্ত চার ক্রেতাসহ বাজার এলাকার অন্যান্য 'জুম্ম বার্তা'র ক্রেতা-জনগণকে শাসিয়ে প্রকাশনাটি কিনতে নিষেধ করে। এই ধরনের প্রকাশনা তাদের মাথা গরম করে দেয় বলে অভিযোগ করে বিজিবির সদস্যরা।

জানা গেছে, এ দিন ছোট হরিণা বাজারের বাজার দিন। বাজারে বিভিন্ন এলাকার লোকজন আসে বলে সেখানে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে জনসংহতি সমিতির ভূষণছড়া ইউনিয়ন কমিটির কর্মীরা 'জুম্ম বার্তা' বিক্রি করে। বাজারে আনা 'জুম্ম বার্তা'র অধিকাংশ কপি বিক্রির পর অবশিষ্ট আরও কিছু কপি বাজারের শান্তি দোকানে জমা করে রাখা হয়। সকাল প্রায় ১০:২০ টার দিকে বিজিবি-র গোয়েন্দা রফিক বাজারে এসে উপস্থিত হয় এবং কয়েকজন জুম্মর কাছ থেকে 'জুম্ম বার্তা'টি কেড়ে নেয়। এক পর্যায়ে গোয়েন্দা রফিক 'জুম্ম বার্তা'র এক ক্রেতা সুগত প্রিয় চাকমা (২৮) পীং-তরুণী সেন চাকমা, সাং-জুমছড়া গ্রাম, ভূষণছড়া ইউনিয়ন-কে বাজার থেকে বিজিবি জোনে ধরে নিয়ে গেলে সুগত প্রিয় চাকমাকে চেকপোস্টে আটকে রাখা হয়। এরপর বিজিবি জোনের কয়েকজন সদস্য বাজারে গিয়ে তল্লাশী চালিয়ে যার হাতে পেয়েছে তার কাছ থেকে 'জুম্ম বার্তা' কেড়ে নেয় এবং অবিক্রিত কপিগুলোও শান্তির দোকান থেকে নিয়ে এসে বিজিবি জোনে নিয়ে যায়। পাশাপাশি তারা বাজার এলাকা থেকে 'জুম্ম বার্তা'র আরও তিন ক্রেতাকেও– বরুণাসেন চাকমা (৩৮) পীং-মৃত বিনোচন্দ্র চাকমা, সাং-ভালুক্যাছড়ি, ভূষণছড়া ইউনিয়ন, ধর্মপ্রিয় চাকমা (৩২) পীং-অমরাজিৎ চাকমা, সাং-লেক্যাছড়ি, ভূষণছড়া ইউনিয়ন ও স্থানীয় জুন পহ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র (নাম অজ্ঞাত)কে বিজিবি জোনে নিয়ে যায়।

এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা জব্দকৃত 'জুম্ম বার্তা'সহ আটক চারজনকে দায়িত্বরত জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাব উদ্দিন এর নিকট নিয়ে যায়। এসময় জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শাহাব উদ্দিন রাগত সুরে আটককৃত জুম্মদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, 'এই বইগুলো কে বের করছে! এইগুলো আমাদেরকে যেমনি মাথা গরম করে দিচ্ছে, তোমাদেরকেও মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।' এছাড়া বিজিবি কমান্ডার এ ধরনের বই কিনতে ও পড়তে নিষেধ করেন এবং এরপর কেউ যদি এই ধরনের বই বিক্রি করে তাহলে বিজিবিকে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আটকের প্রায় ঘন্টা খানেক পর সুগত প্রিয় চাকমাকে ছেড়ে দেয় বিজিবি সদস্যরা এবং আরও কিছুক্ষণ পর বাকী তিনজনকেও ছেড়ে দেয়া হয়।

বাঘাইছড়িতে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের গ্রাম লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ, নির্যাতন, ফসলের ক্ষতিসাধন

গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ ভোর আনুমানিক ৫:২০টায় রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের জুম্মদের বসতি সংলগ্ন ১নং রাবার বাগান এলাকায় সন্ত্রাসী খোঁজার নামে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা হতে আসা সেনাবাহিনীর ৯ ইবি ব্যাটালিয়নের একদল সেনাসদস্য এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ ও দুটি বোমা নিক্ষেপ করে। এর পরপরই এলাকার ২৪ জন নিরীহ জুম্ম

গ্রামবাসীকে আটকের পর আটককৃতদের মধ্যে ৫ জনকে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। এ সময়ে সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীদের পাকা ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নির্বিচারে হেঁটে গিয়ে ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। গ্রামবাসীদের তথ্যানুযায়ী, প্রায় শ' খানেক সেনা সদস্য ওই হামলায় অংশগ্রহণ করে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় হঠাৎ সেনাসদস্যদের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের শব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। গুলিবর্ষণের পর পর দু'টি বোমা নিক্ষেপের শব্দে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা মাইকিং করে বলতে থাকে- 'ভাইয়েরা, আমরা তোমাদের ঘিরে ফেলেছি, সারেন্ডার কর।' জানা গেছে, রাবার বাগানের ঝোঁপঝাঁড়ের দিকে লক্ষ্য করে তথাকথিত সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য করে এই মাইকিং করা হলেও বাস্তবে সেখানে কোন সন্ত্রাসী ছিল না এবং সেখান থেকে কোন সন্ত্রাসী বের হয়ে আসেনি। বস্তুত: সেনা সদস্যদের কর্তৃক এটা সন্ত্রাসী খোঁজার নামে জনগণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির এক নাটক বলে অনেক গ্রামবাসীর অভিমত।

এরপর সেনাসদস্যরা একে একে রাবার বাগান এলাকার ২৪ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে। আটকের পর সবাইকে চোখ বেঁধে দিয়ে 'সন্ত্রাসীরা কোথায়?', 'কখন আসে?' ইত্যাদি প্রশ্ন করার পর এদের মধ্য থেকে ১৯ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাকী ৫ জনকে আটকে রেখে আরও জিজ্ঞাসাবাদ ও বেদম মারধর করার পর ছেড়ে দেয়া হয়। আটকের পর নির্যাতনের শিকার ৫ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী হলো: ১. চিরজ্যোতি চাকমা (৪৫), পিতা: নিরঞ্জয় চাকমা, ২. বড় চাকমা (২৬), পিতা: রবিময় চাকমা, ৩. চিত্তিগুলো চাকমা(২৫), পিতা: সুরঞ্জয় চাকমা, ৪. কিরণময় চাকমা (৪৮) পিতা: মৃত তরুলোক্ষ চাকমা, ৫. সন্তু চাকমা (৩৫) পিতা: সুরঞ্জয় চাকমা।

এদের মধ্যে সেনা সদস্যদের নির্যাতনে সবচেয়ে মারাত্মক আহত হয় চিরজ্যোতি চাকমা। জানা গেছে, সেনা সদস্যরা চোখ বেঁধে চির জ্যোতি চাকমাকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে অস্ত্র বের করে দিতে বলে এবং মারধর করতে থাকে। এ সময়ে বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। কিন্তু কোথাও কিছু না পেয়ে চির জ্যোতি চাকমার স্ত্রীর ব্যাগ থেকে ২৬০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। পরে মারাত্মক আহতাবস্থায় চির জ্যোতি চাকমাকে মারিশ্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা মধ্যম বাঘাইছড়ি ও তালুকদারপাড়া সীমান্তবর্তী এলাকার জুম্মদের পাকা ধানক্ষেত মাড়িয়ে হেঁটে চলে যাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক তল্লাসী, হয়রানি

গত ১৩ মে ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলার ৩ নং বুড়িঘাট ইউনিয়নস্থ কুকুরমারা গ্রামে ইসলামপুর সেনা ক্যাম্প থেকে ২০/২৫ জনের একদল সেনা সদস্য নান্যাচর জোনের জনৈক এক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে এক অভিযান চালায়।

জানা যায়, এ সময়ে সেনা সদস্যরা কুকুরমারা গ্রামের নন্দী কুমার চাকমার ছেলে ধন বিকাশ চাকমার (৫০) বাড়ি ঘেরাও এবং বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তল্লাসী চালায়। সেনা সদস্যরা পরিবারের লোক সংখ্যার তুলনায় রান্না করা ভাত বেশি কেন ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন করে। ধন বিকাশ চাকমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা হলো পাঁচজন। সেনা সদস্যরা বাড়ি থেকে ১৫টি ভাতের প্লেট থেকে ১০টি নিয়ে যায়। ফুটবল খেলার ১টি জার্সি, ছেলে মিথুন চাকমার মাধ্যমিক পরিক্ষা পাশের সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন কাগজপত্র ও এক সেনা সদস্য ১০০ টাকার নোটও নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক হেডম্যানের বাড়ি ঘেরাও, হয়রানি

গত ১৫ মে ২০১৬ রাত আনুমানিক ১১ টায় ফকিরাছড়া সেনাবাহিনী ক্যাম্প (রেষ্টাত ক্যাম্প) কম্যান্ডার সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মো: নাসির, দুর্নিবার ১১ বেঙ্গল-এর নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের এক দল সেনা সদস্য জুরাছড়ির ১৩৫ নং জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যান ফকিরাছড়া বাজার এলাকার সুনীল চন্দ্র চাকমার ছেলে সাধনানন্দ চাকমার (৩৩) বাড়ি ঘেরাও করে।

জানা যায়, এ সময়ে সেনা সদস্যরা হেডম্যান সাধনানন্দ চাকমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে সন্ত্রাসী এসেছিল কিনা, তার সাথে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে হেডম্যান সাধনানন্দ চাকমার পাল্টা প্রশ্নের জবাবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল- উক্ত ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লাল বিহারী চাকমার রিপোর্ট ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে তাদেরকে সেখানে আসতে হয়েছে। পরে সেনা সদস্যরা চলে গেলেও কয়েক মিনিটের মধ্যে আবারও এসে রাত তিনটা পর্যন্ত হেডম্যান সাধনানন্দ চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। সে সময় সেনা সদস্যরা বাড়ির কারও সাথে কথাবার্তা বলেনি। রাত তিনটার পর সেনা সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী (৪ জুন ২০১৬) রাঙ্গামাটিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জুরাছড়ি উপজেলার ৩নং মৈদুং ইউনিয়নে হেডম্যান সাধনানন্দ চাকমাও জনসংহতি সমিতির একজন সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান

পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। হেডম্যান সাধনানন্দ চাকমাকে হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানোর জন্যই সেনাবাহিনী কর্তৃক এধরনের অভিযান চালানো হয়েছে বলে এলাকাবাসী মনে করে।

বাঘাইছড়িতে মুকুল কান্তি চাকমা অন্তর্ধানের জেরে
জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের

গত ৩০ মে ২০১৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সেনা সার্জেন্ট মুকুল কান্তি চাকমা বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর অজ্ঞাতকারণে অন্তর্ধান হয়ে যান কিংবা কে বা কারা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। জানা যায়, তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন না, তবে অবসর গ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে জড়িত হন বলে জানা যায়। তিনি কি ব্যবসায়িক কারণে বা অন্য কোন কারণে অন্তর্ধান হয়েছেন বা অপহৃত হয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় একমাস পরও তার কোন হদিশ না মেলার পর পূর্ব কোন অভিযোগ ছাড়াই পুলিশসহ প্রশাসন ও সংস্কারপন্থীদের উস্কানীতে অপহৃতের মেয়ে নমিসা চাকমা বাদী হয়ে গত ৪ জুলাই ২০১৬ রহস্যজনকভাবে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা, সহ-সভাপতি ত্রিদিপ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক খোকন চাকমাসহ ৯ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ০১, তাং- ০৪.৭.১৬, ধারাঃ ৩৬৪/১০৯/৩৭৯/৩০ দঃবিঃ।

উল্লেখ্য যে, মুকুল কান্তি চাকমা অন্তর্ধান বা অপহৃত হওয়ার পর তার পরিবার এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সহযোগিতা চাইলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরও উক্ত ঘটনায় জড়িত করে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে সাজিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি বান্দরবানসহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রাজনৈতিকভাবে হয়রানি ও দমন-পীড়ন করার উদ্দেশ্যে একটি মহল জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে যেভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করে চলেছে ঠিক একই উদ্দেশ্যে ঐ মহলটির প্ররোচনায়ই বাঘাইছড়িতে এই মামলা দায়ের করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি নেতা সুনীল চাকমাকে হত্যা

গত ৩১ মে ২০১৬ গভীর রাতে বান্দরবান জেলার কুহালং ইউনিয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির কিবুক পাড়া শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুনীল চাকমাকে হত্যা করা হয়। জানা যায় যে, সেদিন ৩১ মে ২০১৬ কুহালং ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী উচপ্রু মারমার (মোরগ মার্কার) পক্ষে নির্বাচনী প্রচার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমাতে গেলে মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা সুনীল চাকমাকে ডেকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খুঁজতে গেলে বাড়ির পাশে সুনীল চাকমার মৃতদেহ তারা খুঁজে পান।

উল্লেখ্য যে, ঘটনার দুই/তিন দিন আগে সুনীল চাকমার নেতৃত্বে মেম্বার প্রার্থী উচপ্রু মারমার একদল সমর্থক কর্তৃক নির্বাচনী পোষ্টার টাঙানোর সময় তাদেরকে স্থানীয় রাবার বাগানের ম্যানেজার ও যুবলীগের কর্মী আনুমং মারমা চোখ রাঙিয়ে পোষ্টার লাগাতে বারণ করেন এবং টাঙানো পোষ্টারগুলো ছিড়তে ছিড়তে আনুমং মারমা সুনীল চাকমাকে অযথা ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তাকে দেখে নেবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। তাই আওয়ামীলীগের ষড়যন্ত্রে এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হতে পারে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। কিন্তু এ হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং তার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার হীন উদ্দেশ্যে আওয়ামীলীগের যোগসাজসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুব সমিতির তিনজন সদস্যসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার পর মেইগ্য মারমা নামে যুব সমিতির এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লাঞ্ছিত

গত ১১ জুন ২০১৬ শনিবার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে শান্তিপূর্ণ সড়ক ও জলপথ অবরোধের পঞ্চম দিন সকাল আনুমানিক ৮টায় ছোটহরিণা থেকে সেটেলার বাঙালিদের দুটি ট্রলার বোট বিজিবির সদস্যরা সশস্ত্র পাহারায় রাঙামাটিতে নিয়ে আসার সময় পিসিপি, যুব সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কয়েকজন কর্মী বোটে থাকা পাবলিকদের রেখে শুধুমাত্র বিজিবির সদস্যদের যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

কিন্তু বিজিবির সদস্যরা তা না মেনে বাক্‌বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তর্ক-বির্তকের এক পর্যায়ে বিজিবি'র সদস্যরা সাম্প্রদায়িক ও উস্কানীমূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এ সময়ে বিজিবি সদস্যরা বলে- বিজিবি জোনের সরকারি রাস্তার পাশ দিয়ে কোন পাহাড়ি মানুষ চলাচল করতে পারবে না। তখন পিকেটিংয়ে থাকা কর্মীরা এসব কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সুপ্রীতি চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমাসহ পিসিপি ও যুব সমিতির কর্মীরা বিজিবিদের সাথে আলোচনা করতে গেলে জোনের গেটের ব্রীজে থাকা বিজিবি সদস্যরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের বাধা দেয়। এতে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এতে এক পর্যায়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমাকে বরকল সদর ২২ বিজিবি জোনের হাবিলদার মজিবুর রহমান প্রথমে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। রিনা চাকমাকে সাহায্যের জন্য অন্যরা এগিয়ে এলে তাদেরও আঘাত করার চেষ্টা করে। এ সময় হাবিলদার মুজিবুর রহমান পাহাড়ি নারীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

জানা যায়, বরকল সদর ২২ বিজিবি জোনের জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আলাউদ্দিন আল মামুন ও ছোট হরিণা ২৫ বিজিবি জোনের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌস দীর্ঘদিন ধরে নানা অপকর্মসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক বক্তব্যও রাখেন।

রাজভিলায় আওয়ামীলীগ নেতা অপহরণ:
জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, ১১ জনকে গ্রেফতার

গত ১৩ জুন ২০১৬ বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের জামছড়ি মুখ গ্রামের অধিবাসী ও আওয়ামীলীগের সদস্য মংপু মারমাকে কে বা কারা অপহরণ করে থাকে এবং এ অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও সেনাপ্রশাসনের সাথে যোগসাজশে স্থানীয় আওয়ামীলীগ জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও যুব সমিতির নেতাকর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীর ৩৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে গণহারে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এব্যাপারে এ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমাসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইদিন পর একজনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে অপহৃতকে উদ্ধারের নামে ও আসামীদের গ্রেফতারের নামে রাজভিলা, কুহালং, নোয়াপতং, বান্দরবান সদরে আওয়ামীলীগ কর্মীদের নিয়ে সেনা-পুলিশের সদস্যরা নিয়মিত তল্লাশী অভিযান চালিয়ে আসছে। এতে করে এলাকায় এক নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়রানির শিকার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার ও হয়রানি এড়ানোর জন্য এলাকা ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে।

জানা যায় যে, ঘটনার পরদিন ১৪ জুন ২০১৬ আওয়ামীলীগের বান্দরবান জেলার সভাপতি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা মারমা অপহৃত মংপু মারমার স্ত্রী সামাপ্রু মারমাসহ তাঁর কয়েকজন আত্মীয়কে বান্দরবান সদরে ডেকে নেন এবং আগে থেকে লিখে রাখা এজাহারে স্বাক্ষর করতে মংপু মারমার স্ত্রীকে বলা হয়। মামলার তালিকায় তাঁর এক মেয়ের জামাইয়ের নাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কেএসমং মারমা ও সাধুরাম ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির জেলা সভাপতি উছোমং মারমাসহ অন্যান্য পরিচিতদের নাম শুনে এবং যেহেতু তারা নিরপরাধ বা ঐ ঘটনার সাথে জড়িত নয়, তাই মংপুর স্ত্রী সামাপ্রু মারমা ঐ মামলার বাদী হতে অস্বীকার করেন। মামলার বাদী হতে রাজি না হওয়ায় মংপুর স্ত্রী সামাপ্রু মারমাকে ব্যাপক গালিগালাজ করেন এবং মারধর করতে উদ্যত হন ক্যসিংশৈ মারমা, গচিঅং মারমা ও হ্লামং চিং মারমা প্রমুখ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এমনকি মামলার বাদী হতে রাজি না হওয়ায় মংপুর স্ত্রী সামাপ্রুকেও অপহরণ মামলায় জড়িত করা হবে বলে তারা হুমকি প্রদান করে। সামাপ্রু রাজি না হওয়ায় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ পরে অনেকটা জোর করে অপহৃত মংপুর মেয়ের জামাই হ্লামং চিং মারমাকে বাদী করে মংপু মারমা অপহরণ মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জানা যায় যে, বান্দরবান জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ক্যশৈহ্লা মারমা ও অপহৃত মংপু মারমা-এর মধ্যকার ক্ষমতার ভাগাভাগি ও দ্বন্দ্বের কারণে মংপু মারমা অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর সেটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে রাজনৈতিক হয়রানি করা হচ্ছে।

আরো উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক সময় আওয়ামীলীগের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি ক্যশৈহ্লা মারমা জামছড়ি পাড়ার অধিবাসীদের ডেকে মিটিং করেন। এ সময় গ্রামের কার্বারী বলেন, মামলায় আসামীদেরকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর ফলে এলাকায় একধরনের জটিল অবস্থা হয়েছে। তাই তারা মামলা প্রত্যাহার করতে চান বলে উক্ত কার্বারী অভিমত ব্যক্ত করেন। এসময় ক্যশৈহ্লা মারমা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং তা করা হলে তাকেও ছাড় দেয়া হবে না বলে হুমকি প্রদান করেন। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ১১ জনের মধ্যে ৭ জন এজাহারভুক্ত আসামী নন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-

১. ঘটনার পর পরই মামলার এজাহারে নাম না থাকলেও ১৪ জুন ভোরে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমাকে (৩৫) পিতা মৃত মুইমংউ মারমা বান্দরবান সদরের মধ্যম পাড়াস্থ তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

২. গত ১৫ জুন জনসংহতি সমিতির জামছড়িমুখ গ্রাম কমিটির সদস্য সাদোচিং মারমা (৪৮) পিতা মৃত শৈহ্লাউ মারমা ও গ্রাম কমিটির সদস্য শৈখ্যাইচিং মারমা (৫২), পিতা মৃত শৈহ্লাউ মারমাকে তাদের জামছড়ি মুখ পাড়ার বাড়ি থেকে বাঘমারা ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

৩. গত ১৬ জুন মেহ্লাচিং মারমা (৩০), পিতা অংথোয়াইচিং মারমা, জামছড়ি মুখ পাড়ার তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

৪. এজাহারে নাম উল্লেখ না থাকলেও জামছড়ি মুখ পাড়ার অধিবাসী বাচিংমং মারমা (৩৩) পিতা অংহ্লাপ্রু মারমা এবং আদাসে মারমা (২৮) পিতা মৃত চাইথোয়াইপ্রু মারমাকে গ্রেফতার করেছে।

৫. গত ১৯ জুন জামছড়ি মুখ পাড়ার অধিবাসী সানুমং মারমাকে (২৬) ক্যচিং পাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি একজন ভাড়ায় মোটর চালক।

৬. গত ১ জুলাই উহাইনু মারমা (৩০) পীং বাথোয়াইচিং মারমা (মংরে), বিক্রিছড়া, ৫নং ওয়ার্ড, কুহালং ইউনিয়ন, বান্দরবান সদর উপজেলাকে তার বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনিও এজাহারভুক্ত আসামী নন।

৭. গত ২৬ জুলাই ২০১৬ বান্দরবান সদর থানা থেকে পুলিশ কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের কোলাক্ষ্যং থেকে সুরেশ চাকমা (২৬) ও শ্যামল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৭) নামে দুইজন গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৪ জনকে গ্রেফতার

গত ১৪ জুন ২০১৬ ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলাকালে বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের ১৩ বেঙ্গলের একদল সেনাসদস্য বিলাইছড়ি উপজেলা সদর হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর ৪ কর্মীকে আটক করে। জনগণের চাপের মুখে আটকের প্রায় দুই ঘন্টা পর পুলিশ ৩ জনকে ছেড়ে দিলেও সুনীতিময় চাকমা নামে পিসিপির এক সদস্যকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ২৯ মে ২০১৬ মোহাম্মদ শিহাব নামে লংগদু থেকে আগত বিলাইছড়ি বাজারের এক বিবাহিত সেটেলার দোকানদারের সাথে রাঙ্গামাটি উপজেলাধীন জীবতলীর আয়না চাকমার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার সময় স্থানীয় অধিবাসীরা হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে এ ঘটনা মীমাংসা করে আয়না চাকমাকে তার মাতা-পিতার নিকট সোপর্দ করে। এরপর তার অভিভাবকরা বাড়িতে নিয়ে যাবার সময় গাছকাবাছড়া আর্মী ক্যাম্পের ঘাটে পৌঁছলে আয়না চাকমা আর্মী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। বাঙালির সাথে তার সম্পর্ক আছে জানার পর আর্মী ক্যাম্পের সেনারা অতি উৎসাহী হয়ে বিলাইছড়ি থানা পুলিশকে খবর দিয়ে আয়না চাকমাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এ সময় সেনা সদস্যরা আয়না চাকমার কাছ থেকে সাদা কাগজে সই করে রাখে। পরে পুলিশের সহায়তায় আয়না চাকমা ৭ জনের বিরুদ্ধে শ্লীনতাহানির মিথ্যা মামলা দায়ের করে।

তার পরদিন বিলাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমা থানায় গিয়ে ঘটনাটির মীমাংসার উদ্যোগ নেন এবং ২ জুন এক আপোষনামায় সমঝোতা করে আয়না চাকমাকে অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত আপোষনামায় 'বিলাইছড়ি থানায় পেশকৃত বিলাইছড়ি থানার মামলা নং-০১/০৩ স্মারক নং ১০৮৩(৩) তারিখ ২৯/০৫/২০১৬ প্রথম পক্ষ (বাদী) প্রত্যাহার করে নিলেন' বলে উল্লেখ করা হলেও উক্ত মামলার আসামী দেখিয়ে ১৪ জুন ২০১৬ সুনীতিময় চাকমাকে গ্রেফতার করা হয়।

আশ্রয়কেন্দ্রে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া দীঘিনালার ২১ আদিবাসী পরিবার

টানা দুই বছর ধরে কৃষি অধিদপ্তরের একটি পরিত্যক্ত ভবনে মানবেতর জীবন যাপন করছেন দীঘিনালার সেই ২১ আদিবাসী পরিবার। খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ৫১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর চার নম্বর সদর দপ্তর স্থাপনের কারণে উচ্ছেদ হওয়া চাকমা আদিবাসীরা প্রায় দুই বছর ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

পুনর্বাসনের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে মুক্তি পেতে এই দুই বছরে দরজায় দরজায় কড়া নেড়েছেন এমপি, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, ডিসি-এসপি এমন কোনো জায়গা বাকি রাখেননি তাঁরা। দরখাস্ত, স্মারকলিপি, সংবাদ সম্মেলন, মিটিং-মিছিল, শোভাযাত্রা-পদযাত্রা সবকিছু করেছেন তাঁরা। কোনো কাজ হয়নি। সমস্যা সমাধানে নেই কোন সরকারি পদক্ষেপ। বরং নিজ ভিটা ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন করলে হামলা ও মামলার শিকার হয়েছেন তাঁরা।

বান্দরবানে নিরীহ জুম্মদের সন্ত্রাসী সাজাতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলেন আর্মি কম্যান্ডার

গত ১৪ জুলাই ২০১৬ বান্দরবান জেলা সদরে জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নে তালুকদার পাড়ার ৬ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে নাটকীয়ভাবে তথাকথিত সন্ত্রাসী সাজাতে গেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে যান এক আর্মি কম্যান্ডার। উল্লেখ্য, ঐদিন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ জুম্ম গ্রামবাসীরা তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনায় অংশগ্রহণ করার পর আবার বান্দরবান ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনী তাদেরকে ডেকে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এবং এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের সামনে তাদেরকে 'আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসী' বলে তুলে ধরলে তারা তা অস্বীকার করলে সেনা কম্যান্ডার বেকায়দায় পড়েন।

জানা গেছে, ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৩:৫০ টার দিকে বান্দরবান সদরে বান্দরবান প্রেস ক্লাবে সেনাবাহিনীর মেজর মশিউর রহমান সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণের কথা বলে স্থানীয় সাংবাদিকদের ডেকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সাংবাদিকদের পাশাপাশি ঐ সংবাদ সম্মেলনে উক্ত ৬ নিরীহ গ্রামবাসীকেও উপস্থিত করানো হয়। শুরুতেই মেজর মশিউর রহমান উক্ত ৬ গ্রামবাসীকে ইঙ্গিত করে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। তারা আত্মসমর্পণ করে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।' এসব কথা বলার পর মেজর সাংবাদিকদেরকে সন্ত্রাসীদের নিকট কোন কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। এসময় কোন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সেখানে ডেকে আনা গ্রামবাসী লুসাইমং বলে উঠেন, 'আমরা কোন সন্ত্রাসী নই, আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকি। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাদের সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকেন। আলোচনা শেষে তার বাংলো থেকে বের হলে আর্মিরা গাড়িতে উঠতে বলে আমাদেরকে নিয়ে আসে এবং এখন সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।' কথাগুলি শোনার সাথে সাথে সাংবাদিকরা মেজর মশিউর রহমানের কাছে জানতে চান তারা আসলে সন্ত্রাসী নাকি নিরীহ গ্রামবাসী। মেজর মশিউর বলেন, তারা সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে বলে তাদেরকে জানানো হয়েছে। অত:পর মেজর মশিউর তার

ফেঁসে যাওয়া অবস্থা বুঝতে পেরে তথাকথিত সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সংগৃহীত ৬টি ফুলের তোড়া দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। উপস্থিত সাংবাদিকগণ নাটকীয় এই কাহিনীটা দেখে বিস্মিত হন।

যে নিরীহ গ্রামবাসীদের সন্ত্রাসী হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করা হয় তারা হলেন- (১) মংউচিং মারমা (৩২), পিতা- মৃত উচপ্রু মারমা (২) ক্যপ্রুমং মারমা (৪৫), পিতা- সাবোয়াৎ মারমা, (৩) লুসাইমং মারমা (২৯), পিতা- খ্যইফা মারমা, (৪) উহাইসিং মারমা (২৭), পিতা- মৃত চাইঞোহ্রী চারমা, (৫) মংবাথোয়াই (৪১), পিতা- মৃত মংক্যয়ইসে মারমা ও (৬) মংয়ইচিং মারমা, পিতা- মৃত নিথোয়াই মারমা।

বান্দরবানে কুহালঙে সেনা-পুলিশের অভিযানে চারজন জুম্ম গ্রেফতার

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের নামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের আমতলী, খৈয়াতলী পাড়া ও কোলাক্ষ্যং পাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিরীহ চার জুম্ম গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে আমতলি পাড়ার অধিবাসী শৈমংসিং মারমা ও কোলাক্ষ্যং পাড়ার অধিবাসী গঞ্জু চাকমা নামে দুইজনকে ছেড়ে দিলেও কোলাক্ষ্যং পাড়াস্থ তার শশুর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারকৃত সুরেশ চাকমা (২৬), সাং-আন্ধার মানিক, আইমাছড়া ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা, রাঙ্গামাটিকে এবং তার আত্মীয় বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারকৃত শ্যামল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৭), সাং-খৈয়াতলি পাড়া, কুহালং ইউনিয়ন, বান্দরবান সদর উপজেলাকে ছেড়ে দেয়নি। মংপু মারমাকে অপহরণ মামলার এজাহারভুক্ত না হলেও তাদেরকে উক্ত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গ্রেপ্তারকৃতদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে উল্লেখ করেছে বলে জানা গেছে।

বলাবাহুল্য, উক্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা নিরীহ গ্রামবাসী, তারা জনসংহতি সমিতির সদস্যও নয়। এছাড়া গ্রেপ্তারকৃত সুরেশ চাকমা মাত্র কিছুদিন আগে সপরিবারে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন আইমাছড়া ইউনিয়নের নিজ গ্রাম আন্ধারমানিক থেকে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের কোলাক্ষ্যং পাড়ার নিজ শশুর বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রেপ্তারকৃতরা কোনভাবে সন্ত্রাসী নয়।

জুরাছড়িতে মেজর তানভীর কর্তৃক পুলিশী মামলায় হস্তক্ষেপ, জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদেরকে হয়রানি ও হুমকি

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার সেনাবাহিনীর বনযোগীছড়া জোন হেডকোয়ার্টারের মেজর তানভীর বেআইনী ও অযাচিতভাবে সাধারণ পুলিশী মামলায় হস্তক্ষেপ করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনসংহতি সমিতির স্থানীয় নেতাকর্মীদেরকে হয়রানি ও হুমকি প্রদান করে চলেছেন। জুম্মদের মধ্যকার সামাজিক বিরোধ ও সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করছেন। ফলে এলাকায় এক বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছেন।

গত ২৭ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৩:০০ টায় মেজর তানভীর জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক বরণ চাকমাকে বনযোগীছড়া সেনা জোনে ডেকে চাঁদাবাজ ধরার জন্য চাঁদার রশিদ বই যোগাড় করে দিতে এবং সেসব রসিদ দিয়ে চাঁদাবাজ ধরিয়ে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। ২ আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যে চাঁদাবাজদের ধরিয়ে দিতে না পারলে জনৈক চিজিমণি চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সমিত ও বরুণকে ধরা হবে বলে তিনি হুমকি প্রদান করেন। তানভীরের প্রস্তাব অনুসারে চাঁদার রশিদ যোগাড় করে দিতে ও সন্ত্রাসী ধরিয়ে দিতে সুমিত ও বরুণ অস্বীকার করলে মেজর তানভীর হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, সেনাসদস্যরা যদি চান যে কোন সময় যে কোন মানুষকে বিপদে ফেলতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, প্রায় মাসখানেক আগে জুরাছড়ি সদরস্থ যক্ষ্মাবাজারে মাতাল অবস্থায় মৈদুং ইউনিয়নের মেম্বার চিচিমনি চাকমা আরেক মহিলা মেম্বার রিতা চাকমাকে উত্যক্ত করলে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও হাতাহাতি হয় এবং এতে চিচিমনি চাকমার নাক ফেটে সামান্য রক্ত বের হয়। এ সময় জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক বরুণ চাকমা চিচিমনিকে বুঝানোর চেষ্টা করলে উল্টো বরুণের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিতা চাকমা জুরাছড়ি থানায় চিচিমনির বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে পুলিশ সদস্যরা রোজায় ব্যস্ত থাকার কারণে সেদিন মামলা করা সম্ভব হয়নি। এদিকে মারামারির কথা জানার পর মেজর তানভীর চিচিমনিকে সেনাক্যাম্পে ডেকে নিয়ে রিতা চাকমা, বরুণ চাকমা, সুমিত চাকমা ও সুনীল জীবন চাকমার রিরুদ্ধে মামলা দিতে বাধ্য করেন। বলাবাহুল্য, ঘটনার সময় সুমিত চাকমা ও সুনীল জীবন চাকমা ঘটনাস্থলেই উপস্থিত না থাকলেও তাদের নামও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে চিচিমনিকে নির্দেশ দেন। তার একদিন পর রিতা চাকমা থানায় গিয়ে মামলা করতে গেলে চিজিমনি কর্তৃক ইতিমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বিধায় পুলিশ আরেকটি নতুন মামলা নিতে রাজি হয়নি।

এদিকে ঘটনার দুই দিন পরেই চিচিমনি নিজেই ভুল বুঝতে পেরে জুরাছড়ি থানার এসআই আলমগীর, জুরাছড়ি ইউপির চেয়ারম্যান ক্যানন চাকমা, বনযোগী ছড়া ইউপির চেয়ারম্যান সন্তোষ বিকাশ চাকমা ও বরুণ তালুকদারের উপস্থিতিতে বাদী-বিবাদী উভয়ের মধ্যে লিখিতভাবে আপোষ-মীমাংসা হয়। অথচ এরই মধ্যে মেজর তানভীর ঐ মামলা নিয়ে হয়রানিমূলক তৎপরতা শুরু করেছেন এবং ঐ মামলার কথা বলে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের ধর-পাকড়ের হুমকি প্রদান করে চলেছেন। এমনকি চিচিমনি চাকমার কাছ থেকে 'মামলা যদি অচিরেই প্রত্যাহার না করি তাহলে সুজিত চাকমা ও বরুণ চাকমা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে' মর্মে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করে রাখেন বলে জানা যায়।

শুধু তাই নয়, ১৬ আগস্ট ২০১৫ জনৈক হেমন্ত চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত আরেকটি ষড়যন্ত্রমূলক অপহরণ মামলা নিয়েও মেজর তানভীর জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হুমকি করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই বাদী হেমন্ত চাকমা আদালতে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপোষ-মীমাংসা আর্জি জানিয়ে গেছেন। অথচ ২৭ জুলাই

২০১৬ মেজর তানভীর বাদী হেমন্ত চাকমাকেও ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে মামলাটি প্রত্যাহার বা মীমাংসা না করতে নির্দেশ প্রদান করেন। মেজর তানভীর বলেন, যেহেতু মামলাটি সেনাবাহিনীর নির্দেশে দায়ের করা হয়েছে, তাই মামলাটি প্রত্যাহার বা মীমাংসা করতেও তাদের নির্দেশ লাগবে। এসময় মেজর তানভীর 'মামলাটি প্রত্যাহার করবে না' বলে হেমন্ত চাকমার কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার আদায় করে নেন। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হয়রানি করতে সেনাবাহিনীর যোগসাজশে হেমন্ত চাকমা কর্তৃক উক্ত অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়।

বরকলে জুম্মদের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন চলছে

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলায় আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখল করে ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বিজিবি কর্তৃক ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে দুইটি ক্যাম্প ও আইমাছড়া ইউনিয়নে একটি স্থাপন করা হয়েছে বা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, গত ৩০ জুলাই ২০১৬ ভূষণছড়া ইউনিয়নের ভালুক্যাছড়ি গ্রামে মৃত তংচান কার্বারী পীং- মেধারাম চাকমা নামীয় তার সন্তানদের চার একর রেকর্ডভুক্ত ভূমিতে বিজিবির একদল সদস্য ক্যাম্প স্থাপন শুরু করে। ২৯ জুলাই ২০১৬ একই ইউনিয়নের পুলিন কার্বারী পাড়া গ্রামের মরাথেগা নামক স্থানে পরান হরি চাকমা, পীং-দুগুরি বাপ চাকমা, আলোক বিকাশ চাকমা, পীং-অজ্ঞাত ও দয়াল বিকাশ চাকমা, পীং-অজ্ঞাত এর ভোগদখলীয় জায়গায় জোর করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন শুরু করা হয়। অপরদিকে গত ২০ জুন ২০১৬ আইমাছড়া ইউনিয়নের থেগা-পেরাছড়া এলাকায় চার জুম্ম গ্রামবাসীর মালিকানাধীন বসতভিটার পাশেই প্রায় চার/পাঁচ একর ভূমির বাগান ও বনজসম্পদ ধ্বংস করে বিজিবির ১৯নং ব্যাটালিয়নের ২০-৩০ জন সদস্য নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে। এলাকাবাসী বাধা দিতে চাইলে উপরের নির্দেশ রয়েছে জানান ঐ নতুন ক্যাম্পের কম্যান্ডার মোঃ বেলাল।

পিসিপির বিরুদ্ধে বান্দরবানে কার্বারীদের নিয়ে সেনা কম্যান্ডারদের মিটিং

গত ২৮ জুলাই ২০১৬ বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কম্যান্ডারগণ স্বীয় এলাকার প্রতিটি গ্রামের কার্বারীদের নিয়ে জরুরী মিটিং করেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে রোয়াংছড়ি উপজেলার আন্তাহাপাড়া আর্মী ক্যাম্প ও তারাছা আর্মী ক্যাম্প এবং বান্দরবান উপজেলার বাঘমারা আর্মী ক্যাম্প ও জামছড়ি আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডারগণ উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে এসব আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডাররা গ্রামের প্রতিটি কার্বারীদের মিটিংয়ে জানিয়ে দেয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ অবৈধ সংগঠন। তাই উক্ত সংগঠনের কাজে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের তালিকা ক্যাম্পে জমা দিতে কার্বারীদেরকে জানিয়ে দেয়। অনতিবিলম্বে আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডার কর্তৃক প্রতিটি গ্রামে কমিটি গঠন করে দেয়া হবে এবং ঐ কমিটি কর্তৃক প্রতিটি গ্রামে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়ে দেয় বলে জানা যায়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্ম নির্যাতনের শিকার

গত ৩০ জুলাই ২০১৬ সকালে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার দুরছড়ি বাজারে এক আনসারের সাথে এক জুম্ম গ্রামবাসীর কথা কাটাকাটির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয় দুই জুম্ম এলাকাবাসী। নির্যাতনের শিকার এক জুম্ম মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর জখম হয়। সেনাবাহিনী এমনকি নির্যাতনের শিকার দুই জুম্মকে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় দুরছড়ি বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে স্থানীয় দুরছড়ি সেনাক্যাম্পের কাউসার নামে এক আনসার বিনাঅনুমতিতে এক চাকমা মেয়েকে মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলতে দেখলে সেখানে রুবেল চাকমা (৪০) পীং-কুন্দেসুর চাকমা, গ্রাম-বড় দুরছড়ি নামে এক জুম্ম গ্রামবাসী কাউসারকে কেন ছবি তুলছেন বলে প্রশ্ন করে। এতে আনসার কাউসার অস্বীকার করলে দুই জনের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয় এবং এক প্রকার সমস্যাটি সেখানেই মিটে যায়। কিন্তু এরই ফাঁকে আনসার কাউসার সেনাক্যাম্পে বিষয়টি নিয়ে ফোন করে। আর সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী দুরছড়ি সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ঘটনার বিষয়ে নিরপেক্ষ ও ভালোভাবে না জেনে তারা রুবেল চাকমাকে বেদম মারধর করতে থাকে। এতে রুবেলের পরা শার্ট ছিঁড়ে যায়। ঘটনাটি দেখে বাজারের লোকজনও জড়ো হয়। রুবেলকে এভাবে নির্বিচারে নির্যাতিত হতে দেখে সেখানে থাকা অমর চান চাকমা (১৯), সাং-নলবুনিয়া নামে এক কলেজ ছাত্র এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে সেনাসদস্যরা তাকেও মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ঐ জুম্ম ছাত্রের মাথা ফেটে দেয়।

শুধু তাই নয়, সেনাসদস্যরা এরপর ঐ দুই জুম্মকে দুরছড়ি সেনাক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেখানেও ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার সবুজ তাদের বেদম মারধর করে। এরপর সেনাসদস্যরা ঐ দুই জুম্মকে দুরছড়িতে থাকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে প্রহৃতরা বেশী আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরপর সেনাসদস্যরা বাঘাইছড়ি থানায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। পরে রুবেল চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।' কথাগুলি শোনার সাথে সাথে সাংবাদিকরা মেজর মশিউর রহমানের কাছে জানতে চান তারা আসলে সন্ত্রাসী নাকি নিরীহ গ্রামবাসী। মেজর মশিউর বলেন, তারা সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে বলে তাদেরকে জানানো হয়েছে। অত:পর মেজর মশিউর তার ফেঁসে যাওয়া অবস্থা বুঝতে পেরে তথাকথিত সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সংগৃহীত ৬টি ফুলের

তোড়া দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। উপস্থিত সাংবাদিকগণ নাটকীয় এই কাহিনীটা দেখে বিস্মিত হন।

যে নিরীহ গ্রামবাসীদের সন্ত্রাসী হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করা হয় তারা হলেন- (১) মংউচিং মারমা (৩২), পিতা- মৃত উচপ্রু মারমা (২) ক্যপ্রুমং মারমা (৪৫), পিতা- সাবোয়াৎ মারমা, (৩) লুসাইমং মারমা (২৯), পিতা- খ্যইফা মারমা, (৪) উহাইসিং মারমা (২৭), পিতা- মৃত চাইঞোহ্লী চারমা, (৫) মংবাথোয়াই (৪১), পিতা- মৃত মংক্যয়ইসে মারমা ও (৬) মংয়ইচিং মারমা, পিতা- মৃত নিথোয়াই মারমা।

বান্দরবানে কুহালঙে সেনা-পুলিশের অভিযানে চারজন জুম্ম গ্রেফতার

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের নামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের আমতলী, খৈয়াতলী পাড়া ও কোলাক্ষ্যং পাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিরীহ চার জুম্ম গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে আমতলি পাড়ার অধিবাসী শৈমংসিং মারমা ও কোলাক্ষ্যং পাড়ার অধিবাসী গঞ্জু চাকমা নামে দুইজনকে ছেড়ে দিলেও কোলাক্ষ্যং পাড়াস্থ তার শশুর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারকৃত সুরেশ চাকমা (২৬), সাং-আন্ধার মানিক, আইমাছড়া ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা, রাঙ্গামাটিকে এবং তার আত্মীয় বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারকৃত শ্যামল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৭), সাং-খৈয়াতলি পাড়া, কুহালং ইউনিয়ন, বান্দরবান সদর উপজেলাকে ছেড়ে দেয়নি। মংপু মারমাকে অপহরণ মামলার এজাহারভুক্ত না হলেও তাদেরকে উক্ত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গ্রেপ্তারকৃতদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে উল্লেখ করেছে বলে জানা গেছে।

বলাবাহুল্য, উক্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা নিরীহ গ্রামবাসী, তারা জনসংহতি সমিতির সদস্যও নয়। এছাড়া গ্রেপ্তারকৃত সুরেশ চাকমা মাত্র কিছুদিন আগে সপরিবারে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন আইমাছড়া ইউনিয়নের নিজ গ্রাম আন্ধারমানিক থেকে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের কোলাক্ষ্যং পাড়ার নিজ শশুর বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রেপ্তারকৃতরা কোনভাবে সন্ত্রাসী নয়।

পিসিপির বিরুদ্ধে বান্দরবানে কার্বারীদের নিয়ে সেনা কম্যান্ডারদের মিটিং

গত ২৮ জুলাই ২০১৬ বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কম্যান্ডারগণ স্বীয় এলাকার প্রতিটি গ্রামের কার্বারীদের নিয়ে জরুরী মিটিং করেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে রোয়াংছড়ি উপজেলার আন্তাহাপাড়া আর্মী ক্যাম্প ও তারাছা আর্মী ক্যাম্প এবং বান্দরবান উপজেলার বাঘমারা আর্মী ক্যাম্প ও জামছড়ি আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডারগণ উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে এসব আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডাররা গ্রামের প্রতিটি কার্বারীদের মিটিংয়ে জানিয়ে দেয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ অবৈধ সংগঠন। তাই উক্ত সংগঠনের কাজে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের তালিকা ক্যাম্পে জমা দিতে কার্বারীদেরকে জানিয়ে দেয়। অনতিবিলম্বে আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডার কর্তৃক প্রতিটি গ্রামে কমিটি গঠন করে দেয়া হবে এবং ঐ কমিটি কর্তৃক প্রতিটি গ্রামে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়ে দেয় বলে জানা যায়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্ম নির্যাতনের শিকার

গত ৩০ জুলাই ২০১৬ সকালে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার দুরছড়ি বাজারে এক আনসারের সাথে এক জুম্ম গ্রামবাসীর কথা কাটাকাটির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয় দুই জুম্ম এলাকাবাসী। নির্যাতনের শিকার এক জুম্ম মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর জখম হয়। সেনাবাহিনী এমনকি নির্যাতনের শিকার দুই জুম্মকে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় দুরছড়ি বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে স্থানীয় দুরছড়ি সেনাক্যাম্পের কাউসার নামে এক আনসার বিনাঅনুমতিতে এক চাকমা মেয়েকে মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলতে দেখলে সেখানে রুবেল চাকমা (৪০) পীং-কুন্দেসুর চাকমা, গ্রাম-বড় দুরছড়ি নামে এক জুম্ম গ্রামবাসী কাউসারকে কেন ছবি তুলছেন বলে প্রশ্ন করে। এতে আনসার কাউসার অস্বীকার করলে দুই জনের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয় এবং এক প্রকার সমস্যাটি সেখানেই মিটে যায়। কিন্তু এরই ফাঁকে আনসার কাউসার সেনাক্যাম্পে বিষয়টি নিয়ে ফোন করে। আর সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী দুরছড়ি সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ঘটনার বিষয়ে নিরপেক্ষ ও ভালোভাবে না জেনে তারা রুবেল চাকমাকে বেদম মারধর করতে থাকে। এতে রুবেলের পরা শার্ট ছিঁড়ে যায়। ঘটনাটি দেখে বাজারের লোকজনও জড়ো হয়। রুবেলকে এভাবে নির্বিচারে নির্যাতিত হতে দেখে সেখানে থাকা অমর চান চাকমা (১৯), সাং-নলবুনিয়া নামে এক কলেজ ছাত্র এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে সেনাসদস্যরা তাকেও মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ঐ জুম্ম ছাত্রের মাথা ফেটে দেয়।

শুধু তাই নয়, সেনাসদস্যরা এরপর ঐ দুই জুম্মকে দুরছড়ি সেনাক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেখানেও ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার সবুজ তাদের বেদম মারধর করে। এরপর সেনাসদস্যরা ঐ দুই জুম্মকে দুরছড়িতে থাকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে প্রহৃতরা বেশী আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরপর সেনাসদস্যরা বাঘাইছড়ি থানায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। পরে রুবেল চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

বান্দরবানে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগে জেএসএস সদস্যদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের

মামলা দায়েরের পূর্বে জেএসএস বান্দরবান জেলা সভাপতি উছোমংকে গ্রেফতার

৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যরাতে ১:০০ ঘটিকার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংগঠন সংবাদ

বাঘাইছড়িতে মহাসমাবেশে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন জুম্মও যদি বেঁচে থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে

গত ৩ মার্চ ২০১৬ "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হোন অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমার সভাপতিত্বে ও দয়াসিন্ধু চাকমার সঞ্চলনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদককে এস মং মারমা, কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা।

সমাবেশে প্রধান অতিথি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে বাঘাইছড়ি এলাকার জনগণ সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পেছনেও এই বাঘাইছড়ি উপজেলার সংগ্রামী জনগণের বড় ধরনের অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে জনসংহতি সমিতি ১লা মে থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। সেই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সামনে রেখে বলতে চাই যে- পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী চৌদ্দটি জাতি তাদের জাতীয় পরিচিতি সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে তারা বাঙালি হয়ে যাক, মুসলিম হয়ে যাক, তাদের জায়গা-জমি অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে যাক।'

তিনি সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর অতীতের ষড়যন্ত্রগুলো তুলে ধরে বলেন, 'আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় জুম্ম জাতির জনসংখ্যা ছিল ৯৮ ভাগ। সেই ৯৮ ভাগ অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রের কারণে এই এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়। সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় আজকের সরকার তা হাতে নিয়ে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব, তাদের ভূমির অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার তথা তাদের বেঁচে থাকার সব অধিকার কেঁড়ে নিয়ে এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি উপনিবেশ বানিয়ে জুম্মদেরকে ধ্বংস করতে চায়।'

তিনি আরো বলেন, '১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এখানে এক ধরনের সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে। এখানে সেনাবাহিনী 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতার জোরে, শাসনতান্ত্রিক আদেশ-নির্দেশনার বদৌলতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সদর্পে শাসন করছে, জুম্ম জনগণকে শোষণ-নিপীড়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার জুম্ম জনগণের মত বাঘাইছড়ি এলাকার বাপ-ভাই, মা-বোনেরা সমানভাবে এই নিষ্পেষণের ভুক্তভোগী।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা পেতে চাই আমাদের মৌলিক অধিকার, জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের অধিকার, ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকারসহ সার্বিক অধিকার। আজকে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কাজটি করে চলেছে সেটি হলো সামরিকীকরণ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের বাস্তবায়নের কাজ। সে কারণে ১৯৪৭ সালে জুম্ম জনগণ যেখানে ছিল ৯৮.৫০ ভাগ আর সেই জায়গায় আজকে জুম্ম জনগণ ৫০ ভাগের কাছাকাছি। আর বাকী ৫০ ভাগ হচ্ছে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার যে ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করে এখানে ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানে জুম্ম জনগণকে যেভাবে বাঙালি বানানো হয়েছিল একইভাবে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনীতে পুনরায় বাঙালি বানানো হয়। সরকার চায় আমরা দেশ ছেড়ে চলে যায় অথবা বাঙালি মুসলমান হয়ে যায়। আজকে জুম্মদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগ, বিএনপি তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি করে, শাসকগোষ্ঠীর সাথে দালালী করে

দীপংকর তালুকদরের মত তারাও জুম্ম বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে।'

শ্রী লারমা বলেন, 'বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী ও আমলাদের দিয়ে আইনী মারপ্যাঁচে, দমন-পীড়নের মাধ্যমে জুম্মদের ধ্বংস করতে চায়।' তাই তিনি সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'যে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে বিশ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে, সেই জনসংহতি সমিতি প্রয়োজনে বিশ বছর, চল্লিশ বছর, একশ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম করতে প্রস্তুত রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'অন্য কোন দেশ জুম্মদের জন্য থাকতে পারে না, তারা দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যেতে পারে না আর তারা মুসলিমও হতে পারে না। জুম্মরা তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন জুম্মও যদি বেঁচে থাকে সেই অসহযোগ আন্দোলন তথা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'

সমাবেশের বিশেষ অতিথি বিজয় কেতন চাকমা কলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের সাথে বিশ্বের আদিবাসীরা রয়েছে। এখানকার জুম্মরা এই এলাকার প্রথম মানুষ, যারা বন্য পশু-পাখিদের পরে এসেছে। কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা আদিবাসী হিসাবে দাবি করতে পারবে না? কাজেই এই দাবি আদায়ের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামতে হবে।

সমাবেশের বিশেষ অতিথি জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করেছে জুম্ম জনগণের দাবিগুলো মেনে নিয়ে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আর সেই চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম এখনো চলছে। সরকার চুক্তি করেছে কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। এই চুক্তি বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হয়, সেটা জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ জানে। তিনি আরো বলেন, সংগ্রামের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে অধিকার প্রদানে কিভাবে বাধ্য করতে হয় জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ তা জানে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সংগঠনকে সন্তু লারমা তথা জনসংহতি সমিতির ঘোষিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক কেএস মং মারমা বলেন, জনসংহতি সমিতি ও তার নেতৃত্বকে এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য অতীতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি তার সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সেসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা বলেন, জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের যে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে, সেই অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের লড়াকু সংগঠন, এম এন লারমা-সন্তু লারমার সংগঠন, ভিন্ন ভাষাভাষী চৌদ্দটি জাতির সংগঠন, বাঘাইছড়ি মানুষের অন্তরের সংগঠন, এই জনসংহতি সমিতিকে যতই আঘাত করা হবে ততই বেশি শক্তিশালী হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রমের চুক্তি বিরোধী দুটি জুম্ম সংগঠনকে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের চলমান অসহযোগ আন্দোলনে কুঠারাঘাত না করার আহবান জানান।

জনসংহতি সমিতির নেতা ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ৬ মার্চ ২০১৬ রবিবার বেলা ১১ টায় জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতি রুমা থানা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন লুপ্রু মারমা। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মংস্তু মারমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক যুবনেতা মংএচিং মারমা (জিকো), পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ছাত্র নেতা উবাসিং মারমা। সমাবেশে বক্তারা ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত জনসংহতি সমিতি রুমা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে অবিলম্বে নি:শর্ত মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ ২০১৬ শুক্রবার রাত আনুমানিক ৮.০০ টার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রুমা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফ্রান্সিস ত্রিপুরাকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংঘটিত একটি ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় আসামী দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঊষাতন তালুকদার এমপি

একটি স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চায় না, আমাদেরকে অশান্ত রেখে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না

গত ৮ মার্চ ২০১৬ সকাল ১০:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে "সমাজে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করি" এবং "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করি"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সোনারানী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা, মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি জড়িতা চাকমা, মানবাধিকার কর্মী মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী, মহিলা কার্বারী সমাপ্তি দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা। উলেখ্য যে, আলোচনা সভা শুরুর পূর্বে সকাল ৯:৩০ টায় উক্ত দুই সংগঠনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি শহরে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীও বের করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ঊষাতন তালুকদার এমপি বলেন, ‘একটি স্বার্থান্বেষী মহল আছে যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চায় না, তারা এখান থেকে আমাদেরকে বিতাড়ন করতে চায়, তারা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী বিল মন্ত্রী পরিষদে পাশ করিয়ে সংসদে উত্থাপন করতে দেয় না।’ তিনি সম্প্রতি সংসদে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওরাও বাংলাদেশের লোক, ওরাও এদেশের নাগরিক। ওদের দুঃখটাও আমাদের বুঝতে হবে।’ তাই আমি অনুভব করেছি, প্রধানমন্ত্রীকে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। এভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে তিনি বলেন।

শ্রী ঊষাতন তালুকদার আরও বলেন, ‘আমাদেরকে অশান্ত রেখে কেউ এখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটা ভালোভাবে অনুধাবন করেন।’ তিনি বলেন, ‘রিজার্ভ ফরেস্ট বারে বারে ঘোষণা করা হচ্ছে, আমাদের যে অশ্রেণিভুক্ত বন সেগুলো নেয়া হচ্ছে, রাবার চাষ ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট ভূমি ইজারা দেওয়া হচ্ছে। সেনা ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদির নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ, হুমুক দখল ও জবরদখল করা হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, মৌজাবাসী ও সংশিষ্ট ভূমি মালিকদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে এসব ভূমি অধিগ্রহণ, হুকুমদখল বা জবরদখল করা হচ্ছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘জুম্ম নারীরা একদিকে সাধারণভাবে নারী হিসেবে যেমনি বঞ্চনার শিকার, তেমনি অন্যদিকে কেন আদিবাসী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই হিসেবেও তারা বঞ্চনা, উপেক্ষা ও লাঞ্চনার শিকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এখানে আসলে সবকিছুতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমাদের অধিকার আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’ জুম্ম নারীদের উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে আজকে নিরাপত্তা নাই, চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। আর নারীদের তো আরও বেশী নিরাপত্তাহীনতা। এমনিতর বাস্তবতায় আমরা বসবাস করছি। তাই চুক্তি বাস্তবায়ন ছাড়া গতি নাই। চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে, আমাকে, সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। এখানে বসে থাকলে হবে না। নিজেদের অধিকার নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে।’

মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এখনো পূর্বের মতে আদিবাসী জুম্ম নারীদের উপর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আদিবাসীদের ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে এবং আদিবাসীরা যাতে তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় সে লক্ষেও আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা চালানো হচ্ছে।’

জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা বলেন, ‘চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এবং সরকারের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব, জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করার মনোভাব, ভূমি বেদখলের যে হীন ষড়যন্ত্র, জুম্মদেরকে এখানে সংখ্যালঘু করার যে ষড়যন্ত্র–সে ষড়যন্ত্র আমরা প্রতিরোধ করবো, আমরা সরকারের এ কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হতে দেব না।’

এছাড়া নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্যেই আদিবাসী জুম্ম নারীর নিরাপত্তা, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ নিহিত রয়েছে বলে উলেখ করেন এবং এজন্য চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে নারী-পুরুষ সবাইকে সমান তালে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পিসিপি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ও চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৭ মার্চ ২০১৬ সকাল ১০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামের কদম মোবারক হলে “পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙো, ওরে ও তরুণ প্রাণ

সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, মিলাও প্রাণে প্রাণ"– এ শোগানের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ও প্যারামেডিকেল শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি পিপল মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর সহ-সভাপতি মিহির চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চাকমা, বিদায়ী কমিটি পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সভাপতি অনুপম চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার সহ-সভাপতি ধনাংকর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সঞ্চালনা করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক মিটুল চাকমা (বিশাল)।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাস। এই ইতিহাস বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজের জানা প্রয়োজন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জন্মও হয়েছে সেই নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদ করতে গিয়েই। সেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুক্ত, নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সবকিছুতেই ছাত্র-যুব সমাজের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ অগ্রগামী হিসেবে ছিল। তাহলে সেই বাস্তবতায় আমাদের বর্তমান ছাত্র সমাজ কী ভাবছে?

বক্তারা আরও বলেন, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ১৮টি বছর পেরিয়ে ১৯ বছর অতিক্রান্ত করতে চলেছে, কিন্তু সরকার এখনো চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা থাকলেও সরকার তার দলীয় মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পার্বত্য জেলা পরিষদকে পরিচালনা করছে এবং ফলে এসব পরিষদ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। শিক্ষার নাম দিয়ে ভূমি দখল করা হচ্ছে, পর্যটনের নামে ভূমি দখল করা হচ্ছে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখায় মিটুল চাকমাকে (বিশাল) সভাপতি, সুরেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ছোটমণি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্যারামেডিকেল শাখায় সুমেন্টু চাকমাকে সভাপতি, নরেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, অংকিয় মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটিদ্বয়কে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পিপলস মারমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগর শাখার ১৮তম কাউন্সিল সম্পন্ন

মনি শংকর চাকমা সভাপতি, দীপেন চাকমা সাধারণ সম্পাদক, সুপন চাকমা সাংগঠনিক সম্পাদক

গত ২৯ মার্চ ২০১৬ সকাল ১০ ঘটিকায় রাজশাহী মিয়াপাড়া লাইব্রেরী মিলনায়তনে 'চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদারকরণে ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সুদৃঢ় করুন' এ শোগানের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিভূতিভূষণ মাহাতো, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হেমন্ত মাহাতো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পিসিপির সভাপতি রিটন চাকমা প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পিসিপি জন্ম লাভ করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কখনো আপোস করে না, শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানিকে কখনো ভয় করে না, বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯৮৯ সালে ৪ঠা মে লংগদু'র গণহত্যার প্রতিবাদে এবং রক্তের হোলিখেলা থেকে ১৯৮৯ সালে ২০ মে এই পাহাড়ি ছাত্র

পরিষদের জন্ম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনো পর্যন্ত চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো সরকার বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে জুম্ম জনগণের মনে হতাশা আর ক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই ক্ষোভ একদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেটে পড়বে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন করতে সরকার বাধ্য হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্টি কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাহাড় এবং সমতলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের একযোগে কাজ করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

পরে মনি শংকর চাকমাকে সভাপতি, দীপেন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুপন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী মহানগর কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক জেমসন আমলাই বম।

পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে লোগাং গণহত্যা দিবস পালিত

গত ১০ এপ্রিল ২০১৬ বিকাল ৫ ঘটিকায় লোগাং গণহত্যা দিবসে শহীদদের স্মরণে জগন্নাথ হল অতিথি কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অমর শান্তি চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য এতে রাখেন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ধ্রুব লাল ত্রিপুরা, গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের যুবরাজ কুবি, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংসদ, ঢাকা মহানগরের সভাপতি অলিক মুগ্ধ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগরের সহ-সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা এবং জগন্নাথ হল জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের সিনিয়রতম সদস্য সুকুমার গৌরব চাকমা। সভার শুরুতে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং সভা শেষে আলোচনা কক্ষ থেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে জগন্নাথ হল শহীদ মিনার পর্যন্ত মৌনমিছিল করা হয়। সেখানে ১০ এপ্রিল ১৯৯২ স্মরণে মোমবাতির ছবি আঁকা হয়।

পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২য় কাউন্সিল ও সম্মেলন সম্পন্ন

নিপন ত্রিপুরা সভাপতি, অমর শান্তি চাকমা সাধারণ সম্পাদক, অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা সাংগঠনিক সম্পাদক

গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ বিকাল সাড়ে তিনটায় ডাকসু মিলনায়তনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২য় কাউন্সিল ও সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন মানবাধিকার কর্মী পলব চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক জেমশন আমলাই বম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক তুহিন কান্তি দাশ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি ক্যারিংটন চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিরা ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, জাতির ক্রান্তিলগ্নে এবং যে কোন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজ অগ্রণী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত হচ্ছে। এই ক্রান্তিকাল থেকে উত্তরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের প্রশ্নে জুম্ম ছাত্র ও যুবসমাজকে অগ্রণী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে পার্টি কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্য ছাত্র ও যুবসমাজকে অধিকতরভাবে আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বারবার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে চলেছে। পার্বত্য জনগণের দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সরকার একতরফাভাবে আন্তবর্তীকালীন ৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা পরিষদগুলোকে ১৫ সদস্যে উন্নীত করেছে, রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ চালু করেছে এবং অস্থায়ী সেনাক্যাম্পগুলোকে প্রত্যাহার না করে নতুন নতুন সেনা গ্যারিসন গড়ে তুলছে। সরকার পার্বত্য জেলাগুলোতে অনির্বাচিত সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা চালিত হয়ে

চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। তিনি বলেন, অসহযোগ আন্দোলন চলছে, সময়ের সাথে সেটি তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। তিনি জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় জুম্ম নারীদের কল্পনা চাকমার মত প্রতিবাদী হওয়ার আহবান জানান। প্রয়োজনে আত্মবলিদানেও প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। তিনি অভিযোগ করে বলেন, সরকার জুম্ম জনগনের সাথে বেঈমান করেই চলেছে, প্রতিনিয়ত চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনা, বিজিবির জন্য ভূমি বেদখল করে চলেছে।

বিশেষ অতিথি পল্লব চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ছাত্র-যুব সমাজকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাম্যবাদী আদর্শকে ধারণ করে সাধারণ জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। সমগ্র জুম্ম জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে ছাত্র ও যুব সমাজকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বিজাতীয় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নিজের জাতির ইতিহাস-সংস্কৃতি ও রাজনীতি সর্ম্পকেও জ্ঞান আহরণ করার আহ্বান জানান।

সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিপন ত্রিপুরাকে সভাপতি, অমর শান্তি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

প্রয়াত রাজমাতা আরতি রায়ের প্রতি জনসংহতি সমিতি ও মহিলা সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির একদল প্রতিনিধি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ সভাপতি সোনরাণী চাকমার নেতৃত্বে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে রাজবাড়িতে গিয়ে চাকমা সার্কেলের রাজমাতা তথা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের মা প্রয়াত আরতি রায়ের প্রতি পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। সংগঠনদ্বয়ের পক্ষ থেকে শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, প্রয়াত আরতি রায় ৮১ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে ২৫ এপ্রিল ভোর প্রায় ৪:০০ ঘটিকায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

বান্দরবানে ইউপি নির্বাচন

আওয়ামীলীগের ভোট ডাকাতি, লামায় আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ বুধবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় বান্দরবান প্রেসকাব চত্বরে বিগত ২৩ এপ্রিল বান্দরবান জেলায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রশাসনের যোগসাজশে জাল/অবৈধ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে আওয়ামীলীগের ব্যাপক ভোট ডাকাতি এবং লামার গজালিয়া ইউনিয়নে জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের উপর আওয়ামীলীগের বর্বর হামলার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভানেত্রী ও বান্দরবান সদর উপজেলার মহিলা-ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিংপ্রু মারমা, জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নিত্য লাল চাকমা, যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মংএসিং মারমা জিকো, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাচিং মারমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি জলিমং মারমা বলেন, বিগত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত বান্দরবান জেলাধীন ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ২১টি ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল/জাল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে নির্বাচনের একদিন আগে তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে এবং প্রশাসন ও নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এসব নকল/জাল ব্যালট পেপার দিয়ে আওয়ামীলীগের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে। ভোট গণনার সময় অধিকাংশ কেন্দ্রে এধরনের নকল ব্যালট পেপার চোখে পড়ে। এসব নকল/জাল ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও বাতিল পূর্বক পুন:গণনার জন্য জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক ও লিখিতভাবে আপত্তি জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা তাদের আপত্তি ও আবেদন কোনরূপ আমলে নেননি। এসব নকল/জাল

ব্যালট পেপারগুলো বৈধ হিসেবে বিবেচনা করে একতরফা ও অবৈধভাবে আওয়ামীলীগ প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচন অবৈধ ও প্রহসনমূলক। অবিলম্বে এ নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে পুন:নির্বাচনের দাবি জানায়।

বিশেষ অতিথি ওয়াইচিংপ্রু মারমা বলেন, অভিনব কায়দায় জাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট কারচুপি করে ভোটাধিকারের মতো নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে আওয়ামীলীগের প্রার্থীদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে প্রত্যেক কেন্দ্রে অবৈধ ব্যালট পেপার ছিল। অন্যদিকে বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের লেলিয়ে দেয়া ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্য এবং গজালিয়া ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী চচিংমং মারমার পোলিং এজেন্টের উপর নগ্নভাবে অতর্কিত হামলা করে। এতে জনসংহতি সমিতির একজন ও পিসিপির দুইজনসহ মোট তিনজন সদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়। তিনি অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতারের জন্য জোর দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ক্যবামং মারমা বলেন, আওয়ামীলীগ ভোট চোর, ভোট ডাকাত। তারা ভোট চুরি করে ও ভোট ডাকাতি করে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে আওয়ামীলীগ একটি ইউনিয়ন পরিষদেও জয়যুক্ত হতে পারবে না। অবৈধ ব্যালট পেপার দিয়ে, ক্ষমতার জোরে, প্রশাসনের যোগসাজশে জোর করে আওয়ামীলীগ প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে পুন: নির্বাচনের দাবি জানান এবং ভোট চোর ও ভোট ডাকাতদের সবখানে প্রতিরোধ করার ঘোষণা দেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২১তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সরকার যদি মনে করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করলেও চলবে, তাহলে তারা ভুল করবে- সন্তু লারমা

গত ২০ মে ২০১৬ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাঙামাটির জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এক ছাত্র ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও ছাত্র-বিষয়ক সম্পাদক এবং ২৯৯নং পার্বত্য রাংগামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাক্‌মা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও রোয়াংছড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শিমুল কান্তি বৈষ্ণব, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি বাচ্চু চাকমা।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি উপনিবেশ হিসেবে শাসন করছে। যারা উপনিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে তারাই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপনিবেশে পরিণত করেছে। নানা কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বলবৎ রাখা হয়েছে। বিশেষ পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। আমলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, সেটেলারবাহিনী তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো এই ইসলামিক সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় রয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সমতল জেলা থেকে ছিন্নমূল মানুষদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। প্রগতিশীল রাজনৈতিকদল ছাড়া অন্য সকল রাজনৈতিক দল জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান। পাহাড়ি হোক বা বাঙালি হোক যারা আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত, শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত, তারা সকলেই জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংসে সক্রিয় রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে নিরন্তর ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এ এলাকার সত্যিকারের যারা বাসিন্দা তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার যদি মনে করে ১৯৯৭ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা বাস্তবায়ন না করলেও চলবে, তাহলে তারা ভুল করবে। তারা যদি ভাবে তাদের কাছে হাজারো মারণাস্ত্র আছে আর এ অস্ত্র দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আন্দোলন বন্ধ করা হবে, চুক্তিকে বিলুপ্ত করা হবে তা ভাবলে ভুল হবে। পাহাড়ের মানুষ শাসকগোষ্ঠীর হাজারো মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আদায়ে এসব মরণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে লড়াই করবে পাহাড়ের মানুষ। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অনেকে মনে করতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অচলাবস্থা দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা সঠিক নয়।

অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বান্দরবান জেলার ইউনিয়ন নির্বাচনের একটি নকল ব্যালট পেপার দেখিয়ে অভিযোগ করে তিনি বলেন, বান্দরবানে সেনাবাহিনী ও বীর বাহাদুরের প্রত্যক্ষ মদদে নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করে। বান্দরবানের প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনীর যোগসাজসে বান্দরবানে আওয়ামীলীগ ভোট জোচ্ছুরি করে। তিনি আরো বলেন, আগামী ৪ জুন রাঙ্গামাটিতে ৬ষ্ঠ ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাঙ্গামাটির ইউপি নির্বাচনকে নিয়েও শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। বিলাইছড়িতে জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির সহসভাপতি রাহুল চাকমা তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলে সেনাবাহিনী তাঁকে বিনা কারণে ১২ ঘন্টার অধিক আটকে রাখে। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাংগামাটিতে সফর করতে আসছেন। কিন্তু কেন আসছে আমরা জানি না। আমরা শংকিত; তারা হয়ত আরো নতুন কৌশলে নির্বাচন কারচুপি করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তিনি বলেন, বান্দরবানের মতো ভোট জোচ্ছুরি, খাগড়াছড়ির বেলছড়ির মতো ৩,০০০ ভোটার স্থলে ৬,০০০ এর অধিক ভোট প্রদানের মাধ্যমে ভোট ডাকাতির নির্বাচন রাঙ্গামাটি পার্বত্যবাসী গ্রহণ করবে না।

সমাবেশে শ্রী লারমা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'শাসকগোষ্ঠীর শোষণের নানা হাতিয়ার থাকতে পারে কিন্তু জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সেসব বাধা উপেক্ষা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।' পরিশেষে তিনি জুম্ম ছাত্রদেরকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছাত্র-যুব সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা বুঝতে হবে। ছাত্র-সমাজ সমাজের সবকিছু থেকে এগিয়ে রয়েছে, তারাই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে। চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সবচেয়ে ছাত্র সমাজের বেশী' বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, যাদের দেশপ্রেম আছে যাদের বিপ্লবী চেতনা আছে তারা জীবনে একবার মরে। আর যারা ভীরু তারা দুই, তিন, পাঁচ বার মরে। তাই আত্মবলিদানে ভীত না হয়ে ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বলে শ্রী লারমা বলেন।

জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ হচ্ছে আন্দোলনের গৌরবোজ্জল অধ্যায়। জুম্ম ছাত্র সমাজকে বৈপ্লবিক চেতনায় এগিয়ে আসতে হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মইনউদ্দিন বলেন, পার্বত্য চুক্তিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এটি পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে সরকার এক ধরনের প্রতারণা করছে। পাহাড়ের আদিবাসীদের উপজাতি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বলে পাহাড়ের মানুষদের অপমান করা হচ্ছে।

শিশির চাকমা বলেন, পিসিপি হচ্ছে জুম্মদের নেতৃত্বের সুতিকাগার। তাই জুম্মদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জুম্ম ছাত্রসমাজকে নেতৃত্বশীল ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত সৃষ্টি করে দিয়ে পাহাড়ের আদিবাসী জুম্মদের আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতীতের সব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উবাসিং মারমা। তিনি বলেন, 'সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন করেছে বলে দেশে বিদেশে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে নিরাপত্তার নামে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ করে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে; বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে ভূমি বেদখল করছে।'

সমাবেশ শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। শহরের বনরূপা পেট্রোল পাম্প প্রদক্ষিণ করে আবার জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কাউন্সিলে বাচ্চু চাকমাকে সভাপতি, জুয়েল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উবাসিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩১ সদস্য-বিশিষ্ট পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

ভূষণছড়া ইউপি নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং
পুন:নির্বাচনের দাবিতে গণসমাবেশ

“বিজিবি, স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্বসহ রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার সবাই এই মিথ্যা ও প্রহসনমূলক নির্বাচনে যুক্ত ছিল”- সন্তু লারমা

গত ৯ জুন ২০১৬, সকাল ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরস্থ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির আহ্বানে জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে ২৫ বিজিবির সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং পুনঃনির্বাচনের দাবিতে এক বিশাল গণসমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিলও বের করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে এবং শরৎ জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিরি সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এছাড়া সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক চিংলামং চাক, বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, ভূষণছড়া ইউনিয়নের মাওদ্দং মৌজার হেডম্যান দীপন দেওয়ান টিটো, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা প্রমুখ।

গণসমাবেশের সভাপতি ও জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা ‘আগামী ১৩ জুন ২০১৬, সোমবার, ভোর ৬:০০ টা হতে ১৪ জুন ২০১৬, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত মোট ৩৬ ঘন্টা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হবে’ বলে ঘোষণা প্রদান করেন। তবে ‘রোগী বহনকারী এ্যাম্বুলেন্স ও যানবাহন, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাহন, অগ্নিনির্বাপক যানবাহন, জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ গাড়ি, সাংবাদিকদের বহনকারী গাড়ি ও জনগুরুত্বপূর্ণ যানবাহন’ অবরোধের আওতার বাইরে থাকবে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

গণসমাবেশের প্রধান অতিথি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে লেঃ কঃ শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের নেতৃত্বাধীন ছোট হরিণা ২৫ বিজিবির সহায়তায় যে ভোট জালিয়াতি হয়েছে, কেন্দ্র দখল করে জালভোট দেয়া হয়েছে সেখানে রিটার্ণিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ এবং মিলিতভাবে দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বসহ সবাই এই মিথ্যা ও প্রহসনমূলক নির্বাচনে যুক্ত ছিল।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এবং চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অচলাবস্থার মধ্যে থাকার কারণে যারা এ পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি পাহাড়ি জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে তারাই আজকে দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বাধীন রাঙ্গামাটির আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ভূষণছড়ার অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এবং ২৫ বিজিবির লেঃ কঃ শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের নির্দেশনায় ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে মাহমুদুর রহমান মামুনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনিত ও বসতিকারী বহিরাগতদের যাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভূমির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরই একজন হচ্ছেন এই মামুন। ভূষণছড়া বরকল উপজেলার সবচেয়ে উর্বর জায়গা, সবচেয়ে জনবহুল জায়গা যেখানে দাঙ্গা করে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে জুম্ম জনগণকে উৎখাত করে সেখানে বসানো হয়েছে এই মামুন সাহেবদেরকে। তিনি বলেন, আজকে সেটেলারদেরকে বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে পুনর্বাসন না করে তাদেরকে এখানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করার ষড়যন্ত্র শুধু নয়, এই সেটেলারদেরকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবক্ষেত্রে তাদেরকে সরকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। আজকে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণকে তাদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থলে এই বাঙালি সেটেলারদেরকে পুনর্বাসন দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা, তাদের জায়গাজমি বেদখল করা এবং তাদের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব হরণ করা।

তিনি বলেন, ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যে নির্বাচন এবং তার যে ফলাফল, নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া ও পরিবেশ, সেটাই প্রমাণ করে যে পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি কী বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, যতদিন না পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে ততদিন পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সন্ত্রাস তথা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়ন, অত্যাচার-অবিচার অব্যাহত থাকবে।

শ্রী লারমা বিজিবির ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, ছোট হরিণা ২৫ বিজিবি জোন তাদের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা, প্রয়োজনে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পাশাপাশি জনগণের সাথে সংযুক্ত থেকে জনগণের কল্যাণার্থে তাদের ভূমিকা রাখার যে দায়িত্ব তা থেকে সরে এসে তারা সেখানের স্থানীয় আওয়ামীলীগের সেবাদাস ও ক্রীতদাস হয়ে আওয়ামীলীগের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে।

গণসমাবেশের সভাপতি সুবর্ণ চাকমা আরও বলেন, ভূষণছড়া ইউনিয়নে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে আমাদের চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমার বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, এটা মেনে নেয়া যায় না। আওয়ামীলীগ সরকার আজকে সারা দেশে ভোটের নামে যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে সেটা অবশ্যই প্রতিবাদ করা দরকার।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের এই ভোট ডাকাতি ও জালিয়াতির নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ঐ কেন্দ্রে অবিলম্বে পূনঃনির্বাচন ঘোষণা করা না হলে রাঙ্গামাটি জেলার এই সড়ক ও জলপথ কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জেলায়ও এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া হবে।

রাঙ্গামাটিতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ দিবসের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

২০ বছরেও অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিশ না পাওয়া ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে না পারা সরকার তথা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং লজ্জাজনক

গত ১২ জুন ২০১৬ সকাল ১১:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণের ২০তম প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে 'অপহরণ ঘটনার যথাযথ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে' এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১:০০ টায় মিছিলটি জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয়

থেকে শুরু হয়ে বনরূপা বাজার ঘুরে এসে ডিসি অফিসের দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করা হয়। মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সোনারাণী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, কল্পনা অপহরণ মামলার আইনজীবী ও বাস্টের রাঙ্গামাটি জেলার সমন্বয়ক এ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী দীপা চাকমা। প্রতিবাদ সমাবেশটি পরিচালনা করেন মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ 'বিগত ২০ বছরেও অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিশ না পাওয়া, অপহরণ ঘটনার যথাযথ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে না পারা, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে না পারা' সরকার তথা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক বলে উলেখ করেন। 'কল্পনা অপহরণ ঘটনার যথাযথ ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রী, সরকার, বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনীর দায়-দায়িত্ব রয়েছে' বলে নেতৃবৃন্দ উলেখ করেন।

নেতৃবৃন্দ 'কল্পনা চাকমা অপরহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে নারীদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে' বলে উলেখ করেন এবং অবিলম্বে অপহরণ ঘটনার যথাযথ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত জুম্ম নারীর উপর সহিংস ঘটনার একটিরও ন্যায়বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হয়নি বলে অভিযোগ করেন এবং এভাবে একের পর এক অপরাধীদের বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি অব্যাহত থাকলে এই দেশটি মধ্যম বা উন্নত দেশে পরিণত না হয়ে পিশাচ ও অপরাধীদের দেশে পরিণত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও এই অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণের লক্ষে এবং জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর আহ্বান জানান।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক যুব সমিতি ও পিসিপি'র কর্মী আটক, মিথ্যা মামলা

আটককৃতদের মুক্তির দাবিতে ১৫-১৬ জুন দুই দিনব্যাপী হরতাল পালিত

গত ১৪ জুন ২০১৬ 'ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি-এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে' জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে আহুত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় দুই দিনব্যাপী সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচির ২য় দিন।

শান্তিপূর্ণ এই অবরোধ চলাকালে দুপুর আনুমানিক ২:০০ টায় অবরোধের পক্ষে পিকেটিং করার সময় রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদর হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর ৪ কর্মীকে আটক করে বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের ১৩ বেঙ্গলের একদল সেনা সদস্য।

আটকের পর সেনাবাহিনী যুব সমিতি ও পিসিপির উক্ত ৪ কর্মীকে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। তবে জনগণের চাপের মুখে আটকের প্রায় দুই ঘন্টা পর পুলিশ ৩ জনকে ছেড়ে দিলেও বাকী একজনকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা মামলা দিয়ে আটকে রাখে।

জানা গেছে, দুপুর প্রায় ২:০০ টার দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৩ বেঙ্গল এর দীঘলছড়ি সেনা জোনের জনৈক হাবিলদার মেজরের নেতৃত্বে ৯ জনের একদল সেনা সদস্য বিলাইছড়ি বাজার ঘাটে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে পিকেটিংরত যুব সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নয়ন জ্যোতি চাকমা (২৪), যুব সমিতির বিলাইছড়ি ইউনিয়ন কমিটির সদস্য স্নিগ্ধ তঞ্চঙ্গ্যা (২৪), যুব সমিতির বিলাইছড়ি-আহ্জাছড়া গ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক জীবন চাকমা (২৭) ও পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমা (২২)কে আটক করে। এরপর সেনাদলের কমান্ডার হাবিলদার মেজর মোবাইল ফোনে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের কর্মকর্তা এসআই আক্তারকে ঘটনাস্থলে ডেকে নিয়ে আনে এবং আটককৃত ৪ জনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পুলিশ আটককৃত ৪ জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে।

এরপর জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মী এবং জনগণের চাপে আটকের প্রায় দুই ঘন্টা পর আনুমানিক বিকাল ৪:০০ টার দিকে পুলিশ চারজনের মধ্যে তিনকে ছেড়ে দিলেও পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমাকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে আটকে রাখে।

এরপর সন্ধ্যা প্রায় ৭:০০ টার দিকে বিলাইছড়ি উপজেলার জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে উপজেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং মিছিল শেষে জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি চন্দ্রলাল চাকমা রাহুল এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সিবু চাকমার সঞ্চালনায় এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি ও বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমা, জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা, ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি দেওয়ান, যুব সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি আলোময় তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ মিথ্যা মামলায় আটককৃত পিসিপি'র বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৫-১৬ জুন ২০১৬ বিলাইছড়ি উপজেলায় সর্বাত্মক হরতাল পালনের ঘোষণা দেন।

ভূষণছড়া ইউপি নির্বাচনে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং পুন:নির্বাচনের দাবিতে ৩৬ ঘন্টার সড়ক ও জলপথ অবরোধ পালিত

'ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে' পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে আহুত '১৩ জুন ২০১৬, ভোর ৬:০০ টা হতে ১৪ জুন ২০১৬, সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত ৩৬ ঘন্টার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি' শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। উক্ত অবরোধ কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য সড়ক ও জলপথের সকল যানবাহনের মালিক ও চালক সমিতি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীগণসহ সর্বস্তরের জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়।

উক্ত অবরোধ কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি আবারও আগামী ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, তিন দিন, সকাল-সন্ধ্যা (প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন' এর ঘোষণা করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল ও পুনঃনির্বাচনের দাবি এবং রিট পিটিশন মূলে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্তের কার্যক্রম শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষিত আগামী ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, তিন দিনব্যাপী সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে।

জনসংহতি সমিতি ও পিসিপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, হয়রানি, দমন পীড়ন
ঢাকায় পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ১৬ জুন ২০১৬ সকাল ১০ ঘটিকার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, হয়রানি ও অব্যাহত দমন পীড়নের প্রতিবাদে পিসিপি ঢাকা মহানগর

শাখার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সুলভ চাকমার সঞ্চালনায় ও ক্যারিংটন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য সুমন মারমা, হিল উইমেন ফেডারেশনের সভানেত্রী চঞ্চনা চাকমা, গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ঢাকা সাধারণ সম্পাদক টনি ম্যাথিউ চিরান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য মোস্তফা আলমগীর রতন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, দেশব্যাপী কয়েকদফায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সমগ্র দেশের যে চিত্র তা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্রটা ভিন্ন। পার্বত্য জেলাসমূহের ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে জনসংহতি সমিতি সমর্থিত প্রার্থীদের জয় ছিনিয়ে নিতে সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হয়। জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাতেই ২৫টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানের কয়েকটি কেন্দ্রে সরকারদলীয় লোকজন পেশীশক্তি ও প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে এবং কেন্দ্র দখল ও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে দেয়নি। তাই গত ৪ জুন অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৩ ও ১৪ জুন সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। কিন্তু এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরকার রাঙ্গামাটি ও বান্দবানের জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরসহ অব্যাহতভাবে বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার, ধর-পাকড়, দমন-পীড়ন ও নিপীড়ন নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে।

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫ বিজিবি এর সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে এবং উক্ত কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৩ ও ১৪ জুন সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার সময় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ১৩ বেঙ্গল এর দীঘলছড়ি সেনা জোনের জনৈক হাবিলদার মেজরের নেতৃত্বে ৯ জনের এক সেনাদল বেলা ৩টার (১৪ জুন ২০১৬) দিকে পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমা (২২)কে আটক করে। এরপর সেনাদলের কম্যান্ডার হাবিলদার মেজর মোবাইল ফোনে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের কর্মকর্তা এসআই আক্তারকে ঘটনাস্থলে ডেকে নিয়ে আনে এবং আটককৃত সুনীতিময় চাকমাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

এদিকে বান্দরবান জেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান থানা শাখার সভাপতি উসচিং মারমাকে ১৪ জুন ২০১৬ রাত ১২ টার দিকে নিজ বাসা থেকে মামলা ও ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এই দু'জন নেতাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এই দু'জন নেতাকে গ্রেফতার করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে এবং দুই নেতার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবি জানানো হয়।

জনসংহতি সমিতি ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, হয়রানি
গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ১৬ জুন ২০১৬ সকাল ১০:৩০টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে 'জনসংহতি সমিতির বান্দরবান থানা শাখার সভাপতি উচসিং মারমাকে ও রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং বান্দরবানে জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে' বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় ৪-৫ হাজার জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও জনগণের অংশগ্রহণে জনসংহতি সমিতির জেলা

কার্যালয় হতে মিছিলটি শুরু হয়ে বনরূপা ঘুরে এসে ডিসি অফিসের দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক চিংলামং চাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অন্তিক চাকমা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন জনসংহতি সমিতির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা ও মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক হীনউদ্দেশ্যে ও হয়রানি করার করার উদ্দেশ্যে গত ১৫ জুন মিথ্যা মামলায় জড়িত করে বান্দরবানের জনসংহতি সমিতির নেতা উচসিং মারমাকে এবং গত ১৪ জুন জনসংহতি সমিতির শান্তিপূর্ণ অবরোধ চলাকালে ছাত্র নেতা সুনীতিময় চাকমাকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার ও প্রশাসনের নিকট জোর দাবি জানান। অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা করা হবে বলে নেতৃবৃন্দ হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মীদের হয়রানি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অসহযোগ আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, এখানে সরকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনের একটি মহল ষড়যন্ত্র করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও সেটেলারদের দিয়ে জনসংহতি সমিতির শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে অশান্তিপূর্ণ পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বরকলের ভূষণছড়ার ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ও উক্ত নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের দাবিতে আহুত সড়ক ও জণপথ অবরোধ কর্মসূচিকে বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মামলা দিয়ে, হামলা করে ও দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হলে এই আন্দোলন অগণতান্ত্রিক পথে ধাবিত হতে বাধ্য হবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

নেতৃবৃন্দ কথিত অপহরণ ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন রেখে বলেন, মংপু মারমার বাড়ির চারিদিকে পুলিশ ক্যাম্প, সেনা ক্যাম্প ও বিজিবির সদর দপ্তর রয়েছে, তা সত্ত্বেও এই নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে তাকে কীভাবে অপহরণ করা হলো?

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই অপহরণ মামলার ১নং আসামী করা হয়েছে জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কে এস মং মারমাকে এবং ২নং আসামী করা হয়েছে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টনকে, অথচ তারা দাপ্তরিক কাজে কয়েক দিন ধরে ঢাকায় রয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অপহরণ যদি হয়েই থাকে তাহলে সর্বাগ্রে উচিত ছিল সবাইয়ের সহযোগিতা নিয়ে মংপু মারমার উদ্ধারে নিয়োজিত হওয়া। কিন্তু তা না করে জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গণহারে মামলা দেয়া হয়েছে এবং সমিতির নেতা উচসিং মারমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরদিকে একটি সামাজিক সমস্যা সামাজিকভাবে সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য কর্তৃক ছাত্রনেতা সুনীতিময় চাকমাকে আটক করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে জড়িত করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৫ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ১২:১৫টার দিকে জনৈক এসআই এর নেতৃত্বে একদল পুলিশ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান থানা শাখার সভাপতি ও জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমাকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের কারণ জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে, এর দুই দিন আগে বান্দরবান সদর থানাধীন রাজভিলা ইউনিয়নের মংপু মারমা নামে আওয়ামীলীগের এক সদস্যকে একদল অস্ত্রধারী কর্তৃক অপহরণ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় জড়িত করার উদ্দেশ্যেই উচসিং মারমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে জানা গেছে, মংপু মারমা অপহরণ মামলায় গণহারে বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন স্তরের ৩৮ জনকে নাম উল্লেখ করে আরও অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জনকে জড়িত করে

যে সাজানো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে তাতে গ্রেফতারকৃত উচসিং মারমার নাম নেই। উচসিং মারমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর সকালে উচসিং মারমার স্ত্রী থানায় গিয়ে স্বামীর সাথে দেখা করতে চাইলে থানার কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা তাকে দেখা করতে দেননি এবং পুলিশ সুপারের নিষেধ রয়েছে বলে জানান। উল্লেখ্য, গত ১৩ জুন ২০১৬ রাতে বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের জামছড়ি মুখ গ্রামের সাবেক মেম্বার মংপু মারমাকে তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী এক বাড়ি থেকে কে বা কারা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। জানা গেছে, এই মংপু মারমা আওয়ামীলীগের বান্দরবান সদর থানার শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক।

অপরদিকে ১৪ জুন ২০১৬ দুপুর প্রায় ২:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ১৩ বেঙ্গল এর দীঘলছড়ি সেনা জোনের জনৈক হাবিলদার মেজরের নেতৃত্বে ৯ জনের একদল সেনা সদস্য বিলাইছড়ি বাজার ঘাটে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে জনসংহতি সমিতির ডাকা সড়ক ও জলপথ অবরোধে পিকেটিংরত যুব সমিতির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নয়ন জ্যোতি চাকমা (২৪), যুব সমিতির বিলাইছড়ি ইউনিয়ন কমিটির সদস্য স্নিগ্ধ তঞ্চঙ্গ্যা (২৪), যুব সমিতির বিলাইছড়ি-আহ্জাছড়া গ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক জীবন চাকমা (২৭) ও পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমা (২২)কে আটক করে। এরপর সেনাদলের কম্যান্ডার হাবিলদার মেজর মোবাইল ফোনে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের কর্মকর্তা এসআই আক্তারকে ঘটনাস্থলে ডেকে নিয়ে আনে এবং আটককৃত ৪ জনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পুলিশ আটককৃত ৪ জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে।

এরপর জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মী এবং জনগণের চাপে আটকের প্রায় ২ ঘন্টা পর আনুমানিক বিকাল ৪:০০ টার দিকে পুলিশ চার জনের মধ্যে তিনকে ছেড়ে দিলেও পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমাকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে আটকে রাখে।

তরুণরাই জুম্মদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে – চট্টগ্রামে সমন্বয় সভায় প্রণতি বিকাশ চাকমা

গত ২৪ জুন ২০১৬ চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টু মনি তালুকদার, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমা।

চট্টগ্রামের স্টুডিও থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা তথা ফটিকছড়ি, মিরসরাই, হাটহাজারী ও সীতাকুন্ডের নেতৃবৃন্দ, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বন্দর, পতেঙ্গা, সিইপিজেড, মাইলের মাথা, ডবলমুরিং, পাহাড়তলি, চান্দগাঁও থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ও চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বক্তারা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, গঠনমূলক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে কর্মীবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান ভুলচিন্তা পরিহার করতে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সিতাকুন্ড, মিরসরাই, হাটহাজারি ও ফটিকছড়ির আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ভূমির সাথে আদিবাসীদের আত্মার সম্পর্ক থাকলেও কালের বিবর্তনে আজ তার ভূমিহারা। যেকোন সময় উচ্ছেদ ও নানা নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। তারা আজ নিজ দেশে পরবাসী। লড়াই সংগ্রাম ছাড়া এই দেশে ঠিকে থাকা সম্ভব নয়।

সমন্বয় সভার প্রধান অতিথি প্রণতি বিকাশ চাকমা উপস্থিত তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনসংহতি সমিতি দেশের আদিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি চায়, শোষকদের এই দমন পীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসী জুম্ম তরুণরাই নেতৃত্বে আসুক এবং তরুণদের আসতেই হবে। তিনি বলেন, শাসকগোষ্ঠী এমনিতেই অধিকার দেবে না। বর্তমান সরকার অগণতান্ত্রিক। সকল প্রকার রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী মতকে দমন করে চলেছে। শোষকগোষ্ঠীর এই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আত্মবলিদানে নির্ভীক হয়ে আদিবাসী তরুণদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হবে না, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আদিবাসী মানুষকে চির বঞ্চনায় থাকতে হবে এবং আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পক্ষে দেশে অনেক প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ অনুসারী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে তরুণরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী তরুণ সমাজকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রদর্শিত প্রগতিশীল চিন্তাধারায় একত্রিত হতে হবে। শৃঙ্খলা মানতে হবে। কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রাখতে হবে। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

আগামী দিনে পার্টির যে কোন লড়াই সংগ্রামে আদিবাসী তরুণদের ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মধুপুরে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার প্রতিবাদে আদিবাসী মহাসমাবেশ

নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া মুক্তির আন্দোলন বেগবান হবে না - সন্তু লারমা

"নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া মুক্তির আন্দোলন বেগবান হবে না, তাই প্রগতিশীল মানবতাবাদী গণমানুষের আদর্শিক রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার প্রতিবাদী মহাসমাবেশে আদিবাসী অধিকার লড়াইয়ের অবিসংবাদিত নেতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন। তিনি আরও বলেন, "এই সমাবেশ শুধু একটা সমাবেশ না, এটা একটা আন্দোলন; ভূমি রক্ষার আন্দোলন, অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন।" গত ২২ জুলাই মধুপুরের গায়রা মাঠে আদিবাসী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু) এবং মধুপুরের সম্মিলিত আদিবাসী সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের (গাসু) কেন্দ্রীয় সভাপতি ডেনী দ্রং এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি সন্তু লারমা। উক্ত সমাবেশে আরো বক্তব্য প্রদান করেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মাহমুদ, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, মধুপুরের প্রবীণ সমাজসেবী আলবার্ট মানকিন, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদের সাবেক সভাপতি অজয় এ মৃ এবং বিভিন্ন সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, জনগণের স্বার্থ ও অধিকার হরণ করে বর্তমান সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশে গণমূখী সরকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে এ সরকার জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যদি সরকার আদিবাসীবান্ধব হতো তাহলে মধুপুরের আদিবাসী জনগণের সাথে আলোচনা ব্যতীত সরকার মধুপুরের আদিবাসী এলাকায় রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করতে যাবে কেন?

আদিবাসী ভাইবোন, আদিবাসী নেতৃত্ব ও আদিবাসী যুব সমাজের প্রতি তিনি বলেন- আমরা আদিবাসীরা অধিকার নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে চাই; কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ হবে- গরীব মানুষের, আদিবাসী মনুষের তা হয়নি। এদেশে মানুষের কর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অীধকার প্রতিষ্ঠা পাবে তা হয়নি। এদেশে আদিবাসীরা জাতিগত ও অর্থনৈতিকগতভাবে নির্মমভাবে নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে। তথাপি বাংলাদেশের আদিবাসীরা চায় এবং প্রত্যাশা করে- দেশে একটি গণমূখী সরকার প্রতিষ্ঠা পাক। সে উদ্দেশ্যে আদিবাসীরা জাতীয় উদ্যোগের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থেকেছে। আমাদের আদিবাসীরা সর্বদা জাতীয় দলের সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমাদের আদিবাসীরা কি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে?

তিনি আরো বলেন, আদিবাসীরা জাতীয় দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সর্বদা কিছু পেতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে আদিবাসীদের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। তার প্রমাণ- বর্তমান সরকারের আমলে বন বিভাগ কর্তৃক মধুপুরের আদিবাসী জমি রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পদদলিত, যে চুক্তি বর্তমান সরকার করেছে। আমরা আদিবাসীরা সর্বদা জাতীয় দলের প্রার্থীকে ভোট দিই, কিন্তু আমরা জাতীয় দলের কাছে কি পাই?

তিনি বলেন, আদিবাসীদের নেতৃত্ব বিকাশ করতে হবে ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক দল থাকতে হবে। নিজস্ব দলের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ ঘটাতে হবে এবং সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি শুধু সমাবেশ নয়; এটি একটি আন্দোলন। আজকে যে আন্দোলন শুরু হল তা অব্যাহত রাখতে হবে।

এখানে আদিবাসীদের নেতৃত্ব বহুধাবিভক্ত। এখানে জাতীয় দল বিএনপি-আওয়ামীলীগে আদিবাসী নেতারা সম্পৃক্ত। এই বহুধাবিভক্ত ও জাতীয় দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি- এটি আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমাদের নেতৃত্বকে আমাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে। এ নেতৃত্ব সংকীর্ণ জাতীয় চিন্তার ভিত্তিতে হলে চলবে না। প্রগতিশীল আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

শ্রী লারমা আরো বলেন, আজ হোক, কাল হোক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হবেই। সরকার কখনোই আপনাদের ভূমি কেড়ে নিতে পারবে না, যদি আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধান বলছে- বাংলাদেশের জনগণ সবাই বাঙালি। এব্যাপারে এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন সংসদ ও সংসদের বাইরে। পঞ্চদশ সংশোধনীতেও আদিবাসীদের নূতন করে বাঙালি করা হয়েছে। যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন- যুবকেরা মধ্যবিত্ত চিন্তাধারার কারণে উচ্চাভিলাষী হয়ে নিজের জীবনকে খুঁজে পেতে চান। তারা নিজের জীবন নিয়েই বেশী পরিমাণে ব্যস্ত থাকেন। যুবকেরা মধ্যবিত্ত চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় জাতির স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে। জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আপনার দায়িত্ব রয়েছে। আপনার জাতি বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত। কিন্তু আপনি জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জিলি দিয়ে নিজের স্বার্থের টানে আপনি চাকরি নিয়ে নিজের জীবনকে সাজিয়ে তুলতে চান। আদর্শ ব্যতীত সংগ্রাম পরিচালনা ও সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রত্যাশা করি- গাসু প্রগতিশীল আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে, সংগ্রাম করবে। আমরা আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে আছি। একাত্ম হয়ে ফিরে যেতে চাই। জেএসএস, আদিবাসী ফোরাম আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। আদিবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে দর কষাকষি করার যোগ্যতা অর্জন করবে - তিনি এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বন-অধিশাখা-১) থেকে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড়ের ৯,১৪৫.০৭ একর ভূমিকে ১৯২৭ বন আইনের ২০ ধারার মতাবলে সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এখন এই ভূমিতে বসবাসরত গারো, কোচ, বাঙালি ও আদিবাসী মানুষের মনে উচ্ছেদ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৮ জুলাই ২০১৬ "শাসকের শৃঙ্খল ভেঙ্গে গাইবো সাম্যের গান, বিশ্ব বিবেকে ধ্বনিত হোক মানবতার জয়গান" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে আপামর জুম্ম ছাত্র-জনতা সামিল হয়েছে। কিন্তু জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের পরিমাণগত অংশগ্রহণের তুলনায় আরো গুণগত অগ্রগতি এই আন্দোলন সংগ্রামের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই তিনি জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তাগিদ দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার গণতান্ত্রিক নয়, আদিবাসীবান্ধব নয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে শাসন শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি এই বিশাল শক্তির সাথে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য প্রগতিশীল আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ত্রিজিনাদ চাকমা বলেন, আমরা মানুষের মত মানুষ হিসেবে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে চাই। সেজন্য আমরা লড়াই করছি। শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ আমরা

সুবিধাবঞ্চিত। তাছাড়া প্রতিনিয়ত আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, শোষণের শিকার হচ্ছি। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজকে মাঠে থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার সদস্য তাজেন তঞ্চঙ্গ্যা। সম্মেলনে পলাশ চাকমাকে সভাপতি ও সুপিয়ন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধিরাম চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাউখালী থানা শাখার ১৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই ২০১৬ "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন"এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া কলেজ অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার ১৭তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাউখালী থানা শাখার সভাপতি কাজল চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার।

প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার ও সভাপতি কাজল চাকমা যথাক্রমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলোৎপল খীসা, জনসংহতি সমিতির কাউখালী থানা কমিটির সভাপতি সুভাষ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্গামাটি জেলা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপা চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাউখালী থানা শাখার সদস্য অসীম চাকমা।

প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার বলেন, পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দিন দিন এই এলাকার মানুষের সরকারের উপর আস্থা বিশ্বাস কমে যাচ্ছে, মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল একটি পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ পার্বত্য এলাকা থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। তাই এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রয়োজন।

বাচ্চু চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হল জুম্ম জনগণের মুক্তির সনদ, তাই যে কোন মূল্যে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ছাত্র সমাজ তার জন্য প্রস্তুত আছে। তিনি ছাত্র সমাজকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, যুব সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, প্রতিটি এলাকায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রিন্টু চাকমা বলেন, ছাত্র সমাজকে নিজের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে, তার জন্য প্রগতিশীল, আদর্শবান, ত্যাগী হতে হবে। কথায় কাজে তার প্রমাণ ছাত্রদের দিতে হবে। এতেই আমরা সবার আস্থা অর্জন করতে পারবো। দীপা চাকমা বলেন, এই পৃথিবীর সমান অংশীদার নারীরা। তাই তাদের অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। কল্পনা চাকমাকে স্মরণ করে তিনি বলেন, হাজারো কল্পনা চাকমা এই পার্বত্য এলাকায় বাস করেন।

সম্মেলনে কাজল চাকমাকে সভাপতি, সাইলপ্রু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রিপন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির যোগদান

গত ৯-২০ মে ২০১৬ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৫তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র উজানা লারমা তালুকদার ও যুব বিষয়ক সহ সম্পাদক বিধায়ক চাকমা যোগদান করেন। স্থায়ী ফোরামের বিশেষজ্ঞ সদস্য রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, সিএইচটি ফাউন্ডেশনের কৃষ্ণ আর চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের পার্বতী রায়, বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরামের সমরজিৎ সিনহা, ইন্ডিজিনাস পিপলস ডেভেলাপমেন্ট সার্ভিসের অদ্রে মৃত্তিকা চিসিম প্রমুখ আদিবাসী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, যুগ্ম-সচিব সুদত্ত চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি চিংকিউ রোয়াজা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

বক্তব্য রাখছেন উজানা লারমা তালুকদার

অধিবেশনের ৪নং আলোচ্য বিষয়: 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের আলোকে স্থায়ী ফোরামের ছয়টি অর্পিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন' এর উপর জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে উজানা লারমা তালুকদার বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসীরা বৈষম্য, প্রান্তিকতা এবং তাদের ভূমি ও সম্পদ থেকে বিতাড়ন সহ ঐতিহাসিক অবিচারের শিকার হয়ে আসছে এবং উন্নয়নে তাদের অধিকার প্রায়ই অস্বীকার করা হয়ে আসছে। বাংলাদেশের আদিবাসীরাও তার ব্যতিক্রম নয় বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীসহ পার্বত্যবাসীর নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু এখনো উপর থেকে চাপিয়ে উন্নয়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতিগত অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে এক সংকটজনক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান যে, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) মতো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে। এমডিজি বাস্তবায়নের সময় যেভাবে দেশের আদিবাসীদের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল, এসডিজি বাস্তবায়নের সময় যেন অনুরূপভাবে আদিবাসীদের উপেক্ষিত করে রাখা না হয় তার প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদানের জন্য জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উন্নয়নে আদিবাসীদের বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা পূর্বক আদিবাসীরাও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির বৃহত্তর স্বার্থে এসডিজি অগ্রযাত্রায় পরিপূর্ণভাবে অংশীদারিত্ব নিতে ও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই তিনি ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে তদনুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়ন এবং আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মেলনে উষাতন তালুকদার এমপি
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বেড়ে চলেছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বহিরাগত সেটেলার বাঙালিরা বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা, মানবাধিকার লড়ঘনের ঘটনা ঘটায় যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়িদের জমি-জমা জবরদখল করা। ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মেলনে সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার এসব মন্তব্য করেন।

গত ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে তাইওয়ান ফাউন্ডেশন ফর ডেমোক্রেসি (টিএফডি) ও হ্যাল্লা ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ইউএনপিও এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট মেম্বার (এএলডিই) মি. আরমাস পায়েট এ সম্মেলনের আয়োজন করে। ইউরোপীয়

পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল "আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের সম্ভাবনা" যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

মং, আচেহ, খেমারক্রম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর সমস্যাসমূহ সম্মেলনের দ্বিতীয় প্যানেল খুবই গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত অবস্থার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেন। সংরক্ষিত বন ঘোষণা, রাবার চাষ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের জমি লীজ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন এবং বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনসহ ইত্যাদি নানা নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ অথবা জবরদখল করা হচ্ছে। এই জমিগুলো হয় রেকর্ডীয় জমি নতুবা মৌজা বা জুম ভূমি যেগুলো জুম্মরা প্রথাগত আইন অনুসারে যুগ যুগ ধরে ভোগদখল করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ, মৌজাবাসী ও প্রকৃত মালিকদের সাথে আলোচনা অথবা পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এসব জায়গা-জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে অথবা জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জুম্ম এবং বাঙালি উভয়েই যারা ঘটনার শিকার হয়েছে অথবা হুমকির মধ্যে আছে তারা প্রতিবাদ করছে। সাধারণ জুম্মদেরকে হুমকি প্রদান, পাহাড়ি নারী ও শিশুদেরকে উপর যৌন সহিংসতা, ধর্ষণের পর হত্যা ও নানা নৃশংসতা অব্যাহত রয়েছে। জুম্মদেরকে নানামুখী হামলা, মিথ্যা মামলা ও হয়রানির মাধ্যমে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বান্দরবান জেলায় কমপক্ষে ৩০টি গ্রাম থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ এবং অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে গ্রামে জুম্মদের জীবন-জীবিকা ভেঙে পড়েছে এবং তারা গরীব থেকে গরীব হচ্ছে।

পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের ফলে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নের দুটি গ্রামের প্রায় ৬৫টি ত্রিপুরা পরিবার এবং বান্দরবান জেলার বগালেকে ৩১টি বম পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সামরিক দমন-পীড়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা, অবৈধভাবে ভূমি দখল এবং প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা প্রতিনিয়ত ঘটানো হচ্ছে। চুক্তি উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর ১৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটিয়েছে যেখানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, জুম্মদের বাড়ি-ঘর গুড়িয়ে দেয়া এবং শতাধিক পাহাড়ি আহত হয়েছে। এসমস্ত ঘটনায় জড়িত কাউকে কখনো বিচারের মুখোমুখী এবং শাস্তি প্রদান করা হয়নি। জুম্মদের এভাবে নিরাপত্তাহীন জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হয়।

তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতি থামানোর জন্য অতিশীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শান্তি এবং উন্নয়ন স্থাপনকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা কামনা করেন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আহ্বান জানান তিনি।

গত ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার" শীর্ষক সম্মেলনে ইউএনপিও এর আমন্ত্রণে সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৩-১৭ জুন ২০১৬ তারিখে ইউএনপিও এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মি. টমাসো নাদোরি ও ইন্টার্ন মিজ এলিসা জোডিন এর সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন।

ব্রাসেলসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনাসভা

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা এবং আশু করণীয় বিষয়ে গত ১৭ জুন ২০১৬ দুপুর ২:০০ ঘটিকায় সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম (এসএডিএফ) ও নো পিস উইটআউট জাস্টিস (এনপিডব্লিউজে) এর যৌথ সহযোগিতায় ইউএনপিও এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি ব্রাসেলসস্থ এনপিডব্লিউজের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর, এসএডিএফ, এনপিডব্লিউজে, ইউরোপিয়ান

ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস ও ইউএনপিও-এর প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ইউএনপিও-এর কর্মসূচি সমন্বয়ক মি. টোমাসো নাদোরি এবং এনপিডব্লিউজে-এর প্রতিনিধি মি. জিয়ানলুকা ব্রামো প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর গোলটেবিল আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মঙ্গল কুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বর্তমান অবস্থা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদসমূহ ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন। এসএডিএফ-এর প্রতিনিধি মিজ. লৌরা বার্লিঙ্গওজি বৈঠকে তার সংগঠনের

অবস্থান তুলে ধরেন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

পরবর্তীতে সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বলেন বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু ধারা বাস্তবায়ন করলেও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাস্তবায়নে চুক্তির ১৯ বছরেও সরকার কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এক তৃতীয়াংশ (৭২টি ধারার মধ্যে ২৫টি ধারা) ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাছাড়া চুক্তির বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গত ১ এপ্রিল ২০১৫ সালে ১৬টি পরিশিষ্ট সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট প্রদান করেন। এছাড়াও শ্রী লারমা চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গত ৬ আগস্ট ২০১৫ সরকারের সাথে বৈঠক করেন। তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুবই উদ্বেগজনক ও হতাশব্যাঞ্জক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বৈঠকে পল্লব চাকমা বলেন, বাংলাদেশ সরকার "এজেন্ডা ২০৩০" বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে এবং এমডিজির সাফল্য ধরে রাখতে এবং উন্নত বাংলাদেশ রূপান্তরে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরাও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে এই স্বপ্নের অংশীদার হতে চাই। এছাড়াও আলোচনায় এই বিষয়ে ইউরোপীয় পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ব্রাসেলসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও এর অগ্রগতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিদলকে সহযোগিতা প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ রক্ষা, উন্নয়ন, অভিবাসন, মানবাধিকার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের যুক্তরাজ্য সফর

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও সাংসদ উষাতন তালুকদার এবং তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা ১৮-২৫ জুন ২০১৬ যুক্তরাজ্য সফর করেন এবং সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রচারকার্যের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স ও লর্ডসভার সদস্য, মানবাধিকার কর্মী এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী জুম্ম এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে মিটিঙে মিলিত হন।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় ১৯ থেকে ২৪ জুন ছয় দিনব্যাপী প্রচারাভিযান ও জনমত গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স ও লর্ডসভার সদস্য, মানবাধিকার কর্মী এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী জুম্মদের সাথে ১১টি মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। হাউস অব কমন্স ও লর্ডসভার সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লর্ডসভার সদস্য Lord Carlile (যিনি লিবারেল ডেমোক্রেট-এর সংসদ সদস্য ও অল পার্টি ওয়ার ক্রাইমস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), হাউস অব কমন্সের লেবার পার্টি সদস্য Mr. Jim Fitzpatrick, মানবাধিকার বিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রপের সমন্বয়কারী ও উপদেষ্টা Ms. Nicole Piche প্রমুখ। এছাড়া এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ, এবং গার্ডিয়ান পত্রিকা ও বিবিসি ইন্টারন্যাশনালের জনৈক সাংবাদিকের সাথে পৃথক পৃথক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড প্রবাসী জুম্ম মানবাধিকার কর্মী লাল আমলাই, সংখ্যালঘু অধিকার কর্মী সুজিত সেন, ইউএনপিও-র Ronan O'Callaghan-এর উদ্যোগে এসব মিটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ১৯ জুন রবিবার বিকালে লন্ডন প্রবাসী জুম্মরা বামবিনো চাকমার বাসায় উষাতন তালুকদার ও মঙ্গল কুমার চাকমার সফর উপলক্ষ্যে এক মিলনসভার আয়োজন করা হয়। এতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রায় ২০ জন জুম্ম অংশগ্রহণ করেন।

জিম ফিজপ্যাট্রিক এমপি-র সাথে জনসংহতি সমিতির দুই প্রতিনিধি

লর্ডসভার সদস্য লর্ড কারলাইল- এর সাথে উষাতন তালুকদার এমপি

২১ জুন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক ঐক্য পরিষদের অন্যতম কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাংসদ উষাতন তালুকদারের লন্ডনে আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। পরিষদের ইউকে শাখার সভাপতি ধীরেন্দ্র নাথ হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ও সলিসিটর সমীর কান্তি দাস। অন্যান্যের মধ্যে এতে উপস্থিত ছিলেন সুজিত সেন, ডা:

শিপ্রা দাস, তারাপদ সরকার, সঞ্জয় ভৌমিক, শিশির কান্তি দাস, শ্যামল রায় প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে ধীরেন্দ্র নাথ হাওলাদার বলেন, ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে সহযোগিতার জন্য তাদেরকে যেভাবে বলা হবে সেভাবে তারা সহযোগিতা প্রদান করতে ও কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। এ সময় ঊষাতন তালুকদার এমপি দেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগণের সার্বিক পরিস্থিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বাংলাদেশ সেমিনারে জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভবনে গত ১৯ জুলাই ২০১৬ অনুষ্ঠিত "অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা" শীর্ষক বাংলাদেশ সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা অংশগ্রহণ করেন। লর্ড সভার সদস্য লর্ড কারলাইলে এবং হাউস অব কমন্সের সদস্য ও বাংলাদেশ বিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজ আনে মেইন-এর যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে জনসংহতি সমিতি তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা একজন আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এমপি, মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র এমপি; জাতীয় পার্টি থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রী ড. আনিসুর রহমান মাহমুদ; এবং বিএনপি থেকে খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা সবি উদ্দিন আহমেদ, নিতাই রায় চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার শুরুর প্রাক্কালে প্রয়াত লর্ড এ্যাভেবুরির স্মরণে কয়েক সেকেন্ড নিরবতা পালন করা হয়। আওয়ামীলীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ, ব্রিটিশ সংসদ সদস্য, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে জনসংহতি সমিতির পক্ষে মঙ্গল কুমার চাকমা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একের পর এক প্রতিশ্রুতি প্রদানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে সরব থাকলেও দু:খজনকভাবে সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকৃত বাস্তবায়নে নেই। জনসংহতি সমিতি ও দেশের নাগরিক সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের সাথে অব্যাহতভাবে সংলাপ চালিয়ে আসলেও এখনো পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তথা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা অনেকটা জুম্ম স্বার্থ-পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় যদি সেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বশাসন ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী অধিকার না থাকে এবং সেই উন্নয়ন কার্যক্রম যদি জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বিগত ১৯ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে অকার্যকর করে রাখার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত ভূমি সম্পর্কিত সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ২০০৯ ও ২০১৩ সালের ইউপিআরে এবং আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন করেনি। এই আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০১১ এবং ২০১৫ সালে দুইবার সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলেও এখনো তদনুসারে জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়নি।

অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য পরিষদগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর প্রাধান্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং যুক্তরাজ্য সরকারসহ সকল উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি আহ্বান জানান জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মঙ্গল কুমার চাকমা।

উক্ত সেমিনারে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্রাড এডামস, দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক আব্বাস ফয়েজসহ বিভিন্ন আলোচকদের বক্তব্যে বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট, সভা-সমিতি ও বাক-স্বাধীনতা হরণ, গুম-হত্যা, ক্রস-ফায়ার, সংখ্যালঘু-আদিবাসী নির্যাতন, জঙ্গী তৎপরতা, জঙ্গী মোকাবেলায় সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে আসে। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানবাধিকার লড়ঘন ও জঙ্গী মোকাবেলায় সরকারের পদক্ষেপসমূহ তথ্য সহকারে তুলে ধরে। তবে ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যান।

বই পর্যালোচনা

ত্রিজিনাদ চাকমা

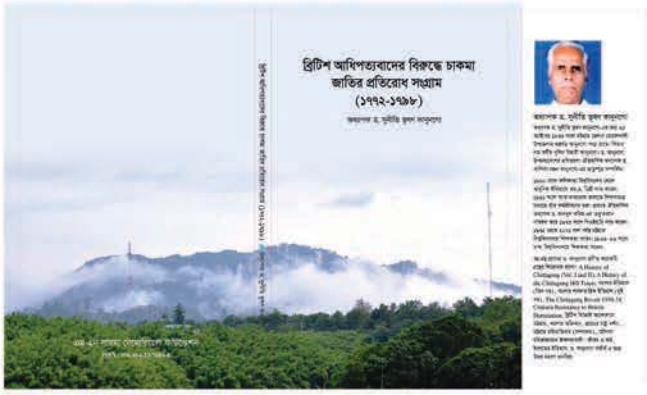

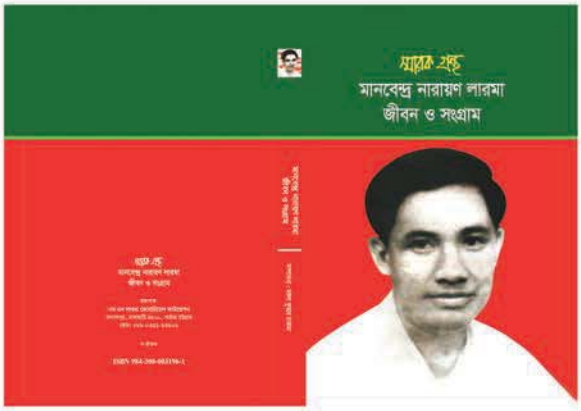

এক. ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৭২-১৭৯৮): এই বইটির লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো। এটি Chakma Resistance to British Domination বইয়ের বাংলা অনুবাদ। লেখক স্বয়ং বইটি অনুবাদ করেছেন। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বইটি প্রকাশ করেছে এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন। ৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ের মূল্য ১৫০ টাকা। এটা বদ্ধমূল ধারণা এই যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট বাংলার নবাবের পরাজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের পরাজয় ঘটে। কিন্তু নবাবের পরাজয় মানে সমগ্র বাংলার পরাজয় নয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে এ অঞ্চলের জনগণ ইংরেজ আধিপত্য স্বীকার করতে রাজী নয়। এরূপ একটি প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের মধ্যে। চাকমা জাতির ব্রিটিশ বিরোধী সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে।

চাকমা রাজ কিংবা প্রাদেশিক প্রশাসক রনু খান প্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কেননা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এ অঞ্চলে আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদেরকে মোগল প্রশাসনের উত্তরাধীকারী মনে করতো। অথচ মোগল সরকার চাকমা ভূখন্ডের কোন অঞ্চল কুক্ষিগত করেনি। ইংরেজরা চাকমাদের কার্পাস উৎপাদনে বাধ্য করতো এবং বার্ষিক ৫০০ মণ কার্পাস জুমচাষীরা সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে দিতে বাধ্য হতো। এই বিপুল পরিমাণ করের বোঝা ও শোষণ স্বাভাবিকভাবেই চাকমা জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। এরকম ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপুঞ্জির সাক্ষী এই বই। ইতিহাসের পরতে পরতে সমতলের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বস্তুনিষ্ঠভাবে চেনার ও জানার সুযোগ রয়েছে। ইতিহাস বিবেচনায় এই বইয়ের গুরুত্ব অত্যধিক।

দুই. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম: সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা। গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক- এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন। প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ও দ্বিতীয় প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৬ । ৩১০ পৃষ্ঠার এই বইয়ের মূল্য ৫০০ টাকা। জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, সাবেক গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদের সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ। বিভিন্ন লেখক-গবেষকের জীবন-ঘনিষ্ঠ প্রবন্ধ এবং বাংলাদেশ গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এম এন লারমার উল্লেখযোগ্য সংসদীয় ভাষণ নিয়ে এ স্মারক গ্রন্থকে সাজানো হয়েছে। স্মারক গ্রন্থটির এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে চারটি সম্পূর্ণ নতুন লেখা ছাপানো হয়েছে। এই স্মারক গ্রন্থে এম এন লারমার ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন ও দর্শন, শিক্ষক ও আইনজীবী হিসেবে তাঁর কর্ম ও পেশাগত জীবন, সর্বোপরি ব্যক্তি চরিত্র ও গুণাবলী নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলোর স্থান দেয়া হয়েছে। এম এন লারমাকে যাঁরা জীবন-ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধগুলোও বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিল্প-সাহিত্য, প্রকৃতি-পরিবেশ, নারী মুক্তি, জীবপ্রেম ইত্যাদি ক্ষেত্রে এম এন লারমার চিন্তা ও ভাবনা নিয়ে লিখিত তথ্য ও ঘটনাবহুল প্রবন্ধগুলোও সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

"আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ-কেউ বলে নাই , আমি বাঙালি।" এই উক্তিটি মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার। এই একটি উক্তি বুঝা যায়, তিনি কতটা সচেতন ও প্রতিবাদী। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, সাংসদ, শিক্ষক, আইনজীবী, পরিবেশবাদী, দেশপ্রেমিক ও সারা পৃথিবীর অধিকারবঞ্চিত গরীব, দুঃখী, মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। এই গ্রন্থ পাঠে আমরা তাঁকে সম্যকভাবে চিনতে সক্ষম হবো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ১ আগস্ট ২০১৬ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা